# বামাবোধিনী পত্রিকা।

May, 1906.

# BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৩ বর্ষ। ৫১৩ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩১৩। মে, ১৯০৬। } ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *বৈ | জ্যৈ | আ | শ্রা | ভা | আ |
| শ | ম | শু | ম | শু | সো |
| ৩১ | ৩১ | ৩২ | ৩১ | ৩১ | ৩২ |
| †এ | মে | জুন | জু | আ | সে |
| ‡[illegible] | ১৫ | ১৫ | ১৭ | ১৭ | ১৭ |
| র | ম | শু | র | বু | শ |
| ৩০ | ৩১ | ৩০ | ৩১ | ৩১ | ৩০ |
| সো | বৃ | শ | ম | শু | র |

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৩ সাল।

ইং ১৯০৬—১৯০৭।

শকাব্দা ১৮২৮।

সংবৎ ১৯৬৩—১৯৬৪।

ব্রাহ্মাব্দ ৭৭—৭৮।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কা | অ | পৌ | মা | ফা | চৈ |
| বু | শ | র | ম | বৃ | শু |
| ৩০ | ২৯ | ৩০ | ২৯ | ৩০ | ৩০ |
| অ | ন | ডি | জা | ফে | মা |
| ১৮ | ১৭ | ১৬ | ১৫ | ১৩ | ১৫ |
| সো | বৃ | শ | ম | শু | শু |
| ৩১ | ৩০ | ৩১ | ৩১ | ২৮ | ৩১ |
| বু | শু | সো | বৃ | বৃ | র |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| শ | ম | শু | ম | শু | সো |
| র | বু | শ | বু | শ | ম |
| সো | বৃ | র | বৃ | র | বৃ |
| ম | শু | সো | শু | সো | বৃ |
| বু | শ | ম | শ | ম | শু |
| বৃ | র | বু | র | বু | শ |
| শু | সো | বৃ | সো | বৃ | র |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| §১ | ৮ | ১৫ | ২২ | ২৯ |
| ২ | ৯ | ১৬ | ২৩ | ৩০ |
| ৩ | ১০ | ১৭ | ২৪ | ৩১ |
| ৪ | ১১ | ১৮ | ২৫ | ৩২ |
| ৫ | ১২ | ১৯ | ২৬ | |
| ৬ | ১৩ | ২০ | ২০ | |
| ৭ | ১৪ | ২১ | ২৮ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃ | শ | র | ম | বু | শু |
| শু | র | সো | বু | বৃ | শ |
| শ | সো | ম | বৃ | শু | র |
| র | ম | বু | শু | শ | সো |
| সো | বু | বৃ | শ | র | ম |
| ম | বৃ | শু | র | সো | বু |
| বু | শু | শ | সো | ম | বৃ |

| | বৈ | জ্যৈ | আ | শ্রা | ভা | আ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুঃ এঃ, | ২১ | ২০ | ১৮ | ১৫ | ১৪ | ১২ |
| পূঃ, | ২৫ | ২৩ | ২২ | ১৯ | ১৭ | ১৬ |

(চঃ-গ্রহণ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃঃ এঃ, | ৬ | ৫ | ৩ | ১,৩০ | ২৯ | ২৮ |
| অঃ, | ১০ | ৯ | ৭ | ৫ | ৪ | ২,৩১ |

শুঃ এঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা। কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা। **২১এ বৈশাখ শুক্রবার ও ২০এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার শুক্ল একাদশী। ২৫এ বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২৩এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার পূর্ণিমা। ৬ই বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশী, ১০ই বৈশাখ সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ শনিবার আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।

† এ-এপ্রেল রবিবার আরম্ভ ও ৩০এ সোমবার শেষ।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ২রা বুধবার ইত্যাদি। বৈ-শনি ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯। জ্যৈ-মঙ্গল ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের গণনা।

| | কা | অ | পৌ | মা | ফা | চৈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুঃ এঃ | ১১ | ১০ | ১১ | ১১ | ১২ | ১১ |
| পূঃ | ১৫ | ১৪ | ১৫ | ১৫ | ১৬ | ১৫ |

(চঃ-গ্রহণ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃঃ এঃ, | ২৬ | ২৬ | ২৬ | ২৬ | ২৬ | ২৫ |
| অঃ, | ৩ | ২৯ | ৩০ | ২৯ | ৩০ | ২৯ |

(সূঃ-গ্রহণ)

*‡ ২৬এ কার্ত্তিক সোমবার ও ২৬এ অগ্রহায়ণ বুধবার কৃষ্ণ একাদশী। ৩০এ কার্ত্তিক শুক্রবার ও ২৯এ অগ্রহায়ণ শনিবার অমাবস্যা।

এইরূপ মধ্য স্তম্ভের সংখ্যার সহিত মাস এবং বারের স্তম্ভ মিলাইলে মাস, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

# নববর্ষ।

বিধাতার বিধানে আমাদের বাসভূমি পৃথিবী আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া আবার সূর্য্য-মণ্ডলকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, ইহাতেই একবর্ষ হইল। ১লা বৈশাখ হইতে পৃথিবীর যে ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল, চৈত্র-সংক্রান্তিতে তাহা শেষ হইল। কিন্তু পৃথিবীর বিশ্রাম নাই—আবার ১লা বৈশাখ হইতে নূতন ভ্রমণ-আরম্ভ; তাই ইহাকে আমরা নববর্ষের সূচনা বলিয়া স্মরণীয় পবিত্র দিন মনে করি। আকাশমণ্ডলে পৃথিবীর ভ্রমণ পথ বা কক্ষ ( orbit ) যাহা, তাহাকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূর্য্যের পথ ( ecliptic ) বলিয়া কল্পনা করেন এবং এই পথের সম্মুখে যে সকল নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তাহা-দিগকে এক এক রাশি বলিয়া গণনা করেন। বৎসরে ১২টী মাস এবং সূর্য্য এই ১২ মাসে ১২টী রাশি ভোগ করিয়া বৎসর পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই জন্য বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বৈশাখে "মেষ-রাশিস্থে ভাস্করে" সূর্য্য মেষরাশিস্থ বলে। বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ, আষাঢ়ে মিথুন, শ্রাবণে কর্কট, ভাদ্রে সিংহ, আশ্বিনে কন্যা, কার্ত্তিকে তুলা, অগ্রহায়ণে বিছা, পৌষে ধনু, মাঘে মকর, ফাল্গুনে কুম্ভ, চৈত্রে মীন রাশি। পৃথিবীর চারিদিকের আকাশ যে নক্ষত্রমালায় ভূষিত, তাহা-দিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে কতকগুলি নক্ষত্র লইয়া এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করা যায়, সে গুলি কতকটা মেষ প্রভৃতির ন্যায় এবং তাহাদিগের সমগ্র মণ্ডলী রাশিচক্র। পৃথিবীর ঘূর্ণনে যেমন সূর্য্যের গতি অনুমিত হয়, সেইরূপ তাহাতে রাশি-চক্রের ঘূর্ণনও অনুমিত হইয়া থাকে। পৃথিবী-পৃষ্ঠে মধ্যস্থান বেড়িয়া যে বিষুবরেখা ( equator ) কল্পিত, ১১ই চৈত্র ও ১১ই আশ্বিনের সময় সময় সূর্য্য ঠিক্ তাহার উপর আইসে, ইহাতে বসন্ত ও শরৎ ঋতু হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। বসন্তের পরে সূর্য্যের উত্তরায়ণ বা উত্তর দিকে গতি হয়, ইহাতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম হইয়া দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়, দক্ষিণ গোলার্দ্ধে শীত হইয়া দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয়। সূর্য্য উত্তর দিকে ২৩॥ অংশ * কর্কট সংক্রান্তি ( Tropic of Cancer ) পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া যায়; আবার নামিয়া নামিয়া বিষুব সংক্রান্তিতে আসে। বিষুব সংক্রান্তি হইতে সূর্য্য যখন দক্ষিণে যায়, তখন তাহার দক্ষিণায়ন বলে। সূর্য্য দক্ষিণে ২৩॥ অংশ মকর সংক্রান্তি ( Tropic of Capricorn ) পর্য্যন্ত গিয়া স্থগিত হয়। দক্ষিণায়নে দক্ষিণ গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম এবং উত্তর গোলার্দ্ধে শীত হয়। সূর্য্যের এ গতি আনুমানিক হইলেও জ্যোতির্বিদেরা বলেন সূর্য্যের প্রকৃত কিছু গতি আছে—অনেক

* এক অংশ বা ডিগ্রী ইংরাজী ৬৯ মাইল।

সহস্র বৎসরে সূর্য্য আপনার স্থান হইতে ১ ° সরিয়া যায়। রাশিচক্রেরও গতি বা স্থান পরিবর্ত্তন জ্যোতির্বিদদিগের যুক্তি-সম্মত। ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে মেষের স্থান ছিল, এখন বৃষ তাহা অধিকার করিয়াছে। এই কারণে ঋতুপরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

নববর্ষে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্থিতি ও গতি চিন্তা করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার অপার জ্ঞান ও মহিমা যেন আমরা উপলব্ধি করি এবং বৎসর, ঋতু, মাস, দিন, নিমেষ, মুহূর্ত্ত এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন ও নশ্বরতা যেন অনুভব করি। যে জীবন ছিল, তাহা চলিয়া যাইতেছে, আবার এখন যাহা আছে, তাহারও শেষ হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মে পৃথিবী যেমন পুরাতন জীবন হারাইয়া নববর্ষে নূতন শোভা সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতেছে, সেইরূপ মানবাত্মা যখন পার্থিব জীবন হারাইবে, স্বর্গীয় নবজীবনে আরও সুন্দর বেশ ধারণ করিবে। নববর্ষ আমাদের আশা, উৎসাহ ও আনন্দের কারণ হউক। আমরা ইহাদ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে যেন সমর্থ হই।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের প্রত্যাগমন—যুবরাজ সস্ত্রীক কয়েক দিন লর্ড ক্রোমারের অতিথি হইয়া মিসরে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামাতা তাঁহার জন্য পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন সকলে মিলিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

যুবরাজ ভারতদর্শনে ভারতবাসীদিগের রাজভক্তি ও সৌজন্যের জন্য বার বার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি দেশীয় লোকদের উপর গবর্ণমেণ্ট অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাহাতে তাহাদিগকে রাজ্যশাসনে ন্যায্য অধিকার দেন, যুবরাজ তাহার সহায় হইবেন। ঈশ্বর সপরিবার তাঁহাকে চিরজীবী, রাজধর্ম্মপরায়ণ ও সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন।

লর্ড মিণ্টোর সুযশ—নূতন রাজ-প্রতিনিধি ভারত ও ভারতবাসীদিগের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রজারঞ্জন হইয়াছেন। তাঁহার আমলে বাঙ্গালী আবার হাই-কোর্টের প্রতিনিধি চিফ জষ্টিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস্ চান্সেলর এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আডবোকেট জেনারল হইলেন।

আতুরাশ্রম—রুগ্ন, ভগ্ন, নিরুপায় লোকদিগের জন্য কলিকাতায় এই আশ্রমটী বহুদিন স্থাপিত হইয়া অতি উত্তম কার্য্য করিতেছে। ছোট লাট এই আশ্রম দর্শনে বড়ই প্রীত হন। ইহার সাহায্যার্থ মিউনিসিপালিটী বার্ষিক ২৪০ টাকা মঞ্জুর করাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

বোম্বাইয়ের সাধু দৃষ্টান্ত— যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য যে চাঁদা উঠিয়াছিল, তাহার উদ্‌বৃত্ত লক্ষ টাকা দিয়া বোম্বাইয়ের একটী (Museum) চিত্রশালিকা স্থাপিত হইবে।

বড় লোকদের সম্মানের জন্য অর্থ সংগৃহীত হউক, কিন্তু তাহা বৃথা ভোজ বাজী ও আলোক তামাসায় নিঃশেষিত না হইয়া দেশের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তাহার সার্থকতা হয়।

---

অগ্ন্যুৎপাত—বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটী গ্রাম নষ্টপ্রায়, নেপল্‌স নগর ছাই ভস্মে আচ্ছন্ন হইতেছে।

---

মহীশূরে স্ত্রীশিক্ষা।—মহীশূরের দুইটী ব্রাহ্মণকন্যা বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা লাভের জন্য মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় উপস্থিত হন। মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহাদিগের সম্মানার্থ কোনও আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ মহাসমারোহে উদ্যান-সম্মিলনী প্রভৃতি হইয়াছে।

---

শোকসংবাদ—ইণ্ডিয়ান লেডীস ম্যাগেজিন নামক উৎকৃষ্ট পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সাথিনাথান এম, এ সম্প্রতি বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার গুণবান্ স্বামী অধ্যাপক সাথিনাথান্ জাপানে গিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। দুর্ভাগিনী ভগিনীর ব্যথায় ব্যথী হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার শান্তি প্রার্থনা করি।

পঞ্জাবে সতী—সম্প্রতি পঞ্জাবের এক হিন্দুনারী স্বেচ্ছাক্রমে মৃত পতির চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে সহায়তাদানের জন্য তাঁহার আত্মীয়গণ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন।

---

নূতন ব্যাবহারিক বিদ্যালয়—(১) লাহোরে একটী নূতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিতেছে। ইহা রুড়কীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। (২) কাশীতে গত ৩রা এপ্রেল স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট রাজিস সাহেব এক শিল্প-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য তাঁহার সহানুভূতি প্রশংসার্হ।

---

পুস্তকালয়ে সাহায্যদান—কলিকাতা মিউনিসিপালিটি নিম্নলিখিত বার্ষিক দান মঞ্জুর করিয়াছেন। ঃ—

চৈতন্য লাইব্রেরী—২৭০ টাকা।
বাগবাজার রিডিং রুমস্—৭৫ টাকা।
সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউট—৫০ টাকা।
কটেজ লাইব্রেরী...১৮০ টাকা।
বেণিয়াপুকুর লাইব্রেরী—৬০ টাকা।
বান্ধব লাইব্রেরী—৩০ টাকা।
রামমোহন লাইব্রেরী—৭৫ টাকা।
ইউনাইটেড রিডিং রুমস্—৭৫ টাকা।

আমরা আশা করি মফস্বলের স্থানীয় মিউনিসিপালিটি সকলই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে বিদ্যা ও সাহিত্যের উৎসাহদানে অগ্রসর হইবেন।

প্রাদেশিক সমিতি ও সাহিত্য সমিতি—প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে বরিশালে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গের সর্ব্বস্থানের সাহিত্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন এবং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করিতে যান।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাবাহী স্থানীয় পুলিসের দৌরাত্ম্যে প্রাদেশিক সমিতি উপর্য্যুপরি দুই দিন অসময়ে বন্ধ হইয়াছে এবং সাহিত্য-সমিতি আদৌ হইতে পারে নাই। দেশহিতৈষী বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত ও মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রায় ৩০০ মহিলাকে সমিতিস্থল হইতে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে পদব্রজে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইয়াছে। এ অত্যাচারের ভাবী ফল শুভ হইবেই হইবে।

---

বঙ্গের আয়-ব্যয়—আগামী ১৯০৬-৭ সালে বঙ্গের মোট আনুমানিক আয় ৬,১০,৭০,০০০ এবং ব্যয় ৫,২০,৫৪,০০০ এবং উদ্বৃত্ত ৮৯,৭৬,০০ টাকা হইবার সম্ভাবনা। সুন্দরবন আবাদে ১ লক্ষ এবং রাঁচির নানা কার্য্যের জন্য ১০ লক্ষের অধিক ব্যয় হইবে। মেদিনীপুর হইতে খড়্গপুর পৃথক্ করিবার জন্য ৪ লক্ষ টাকা লাগিবে। দেশবাসীদিগের প্রাণরক্ষার্থ অনেক আবশ্যক কার্য্য থাকিতে সরকারী টাকার অনাবশ্যক ব্যয়ই অধিক হয়!

---

## শতদল।

"ভালবাসা" অমৃতোপম পবিত্র—ভালবাসা স্বর্গীয়; তাই, ভালবাসা সর্ব্বোপরি আনন্দদায়িনী। ভালবাসাই জগৎকে যেন মাধ্যাকর্ষণী-শক্তি-সূত্রে নিবদ্ধ রাখিয়াছে;—নতুবা এতদিনে লোক-সমাজ নিশ্চয়ই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। যে ভালবাসে—যথার্থরূপে ভালবাসে, সে সরল ও সহিষ্ণু; তাহার হৃদয় এই নর-জগতের আবিল উপাদানে সৃষ্ট নহে। যাহার হৃদয় কুটিলতা ও স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ-ভরা, তাহার 'ভালবাসা' রাক্ষসীর মায়াপ্রায়। যাহার সহিত যত অধিক ভালবাসার আদান-প্রদান হইবে, দ্বন্দ্ব-কলহ ততই অল্প হইবে সন্দেহ নাই। মনুষ্য সাধারণের মধ্যে যথার্থ 'ভালবাসা' সঞ্চারিত হইলে, এমন আশা হয়, জীব-শোণিত-পাতে বসুন্ধরা আর প্লাবিত ও কলঙ্কিত হইবে না।*

১। দরিদ্রতা, হৃদয়ে 'দয়া আকর্ষণ' করে, কিন্তু ভালবাসা, নীরবে ও শান্ত-প্রাণে 'প্রাণোৎসর্গ' করে। যাহাকে ভালবাসি, তাহারই নিরবচ্ছিন্ন সুখ চাই,—আপনার সুখ চাই না,—তাহারই

* বিধি দত্ত 'ভালবাসা' সকলের হৃদয়ে সমভাবে বিরাজিত; কিন্তু স্বার্থ-দানবের প্রবল উৎপাতে সেই ভালবাসার অনুপাতানুরূপ বিয়োগ-বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে, তাই সংসারে নিয়ত অশান্তি-কোলাহল।

সুখের জন্য 'প্রাণপাত' অপেক্ষা সুখ কি? বঙ্গীয় কবি-কেশরী যথার্থই স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!

* * * *

তুমি চিরদিন মধু-পবনে
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ 'সুখ-স্রোতে' ভাসিয়ো!
যদি তা'র মাঝে পড়ি আসিয়া,
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো।"

২। জ্ঞান ও ভালবাসার প্রভেদ অনেক। জ্ঞানে আমাদের 'ক্ষমতা' বাড়ে, ভালবাসায় আমাদের 'অধিকার' বাড়ে। জ্ঞানের সুখ—ক্ষমতার সুখ, তাহার পরিণাম 'আত্মগৌরব'; কিন্তু ভালবাসার সুখ স্বাধীনতার সুখ, তাহার পরিণাম 'আত্ম-বিসর্জ্জন'। 'জ্ঞান' শরীরের মত, 'ভালবাসা' মনের মত। 'জ্ঞান' বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা বিস্তার করে, সুতরাং মর্ম্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু মনের নিভৃত প্রদেশে—প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে 'ভালবাসারই' পূর্ণ প্রবেশাধিকার। 'জ্ঞানে' জানা যায় মাত্র, 'ভালবাসায়' পাওয়া যায়। 'জ্ঞানের অধিকার' যাহার উপর, তাহা চঞ্চল ও নশ্বর; 'ভালবাসার অধিকার' যাহার উপর, তাহা ধ্রুব ও অবিনশ্বর। ইংলণ্ডের কোন স্ত্রীকবি বলেন,—"যদি 'অংশ' চাও, তবে জ্ঞানের দ্বারা পাইবে—তাও ভালরূপ পাইবে না, কিন্তু যদি 'সমস্ত' চাও, তবে ভালবাসার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ও সম্যক্‌রূপে পাইবে।"

৩। ভালবাসাতেই যথার্থ স্বাধীনতা; কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে যতটা দেখা যায়, ভালবাসায় তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখাইয়া দেয়। 'ভালবাসা' একটা সাধনা। ভালবাসিলে সকলেই প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা,—সেখানে কেবল এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার বিমল আনন্দ! 'ভালবাসা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই কথা বলিতেছে;—যাহা ধ্রুব, তাহাই ধর্ম্ম—তাহাই 'ভালবাসা'। এক গাছি ধ্রুব-সূত্রে এই সমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মত গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; অতএব সকলেই ধর্ম্মের বা ভালবাসার সুদৃঢ় বাঁধনে বাঁধা। সেই বন্ধন সম্বন্ধে কেহ বা সচেতন, কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব—অচেতনতাই অধর্ম্ম, এবং সচেতনের বন্ধনই 'ভালবাসা'। সুতরাং ধর্ম্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিব; ততই অনুভব করিতে থাকিব যে, যে মহাচৈতন্যে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে; আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতন্যের সুধা-স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে!

৪ জগতের প্রধান ধর্ম্ম 'পরার্থপরতা'। 'স্বার্থপরতা' জগতের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিত্তই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পরকে ভালবাসা—পরের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করা। আমরা যখন স্বেচ্ছায় বা সচেতনে সেই মহাধর্ম্মের অনুগমন করি, তখনই আমাদের মহত্ত্ব, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ সুখ লাভ করি। যখনই আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য 'প্রাণপণ' করি, তখনই দেখি সুখের সীমা নাই; তখনই সহসা অনুভব করিতে থাকি সমস্ত জগৎ আমার সপক্ষে।

৫। যখনই ভালবাসার প্রভাবে জগতের সহিত অনন্ত ঐক্য মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখনই জগতের হৃদয়-সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।* একটুখানি বুদ্বুদের মত অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া স্বতন্ত্র অভিমানে জগতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইলে মহত্ত্বও নাই—সুখও নাই। ধর্ম্ম আশ্রয় করাই—জগতের অনুকূলতা করাই, জগতের সহিত এক হইবার প্রকৃষ্ট উপায়। ধর্ম্মই জগতের প্রাণগত চেতনা। সেই চেতনার দৃঢ় বন্ধনই 'ভালবাসা'।

৬। যে প্রকৃত ভালবাসিয়া 'আত্ম-বিসর্জ্জন' করিতে পারে, আত্মা সর্ব্বতোভাবে তাহারই;—আত্মার উপরে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার জন্মিয়াছে। জগৎ অধিকার হইলেই আত্মাধিকার জন্মে এবং আত্মাধিকার জন্মিলেই বিশ্ব-বিজয় হয়; কারণ ইহাতেই ভালবাসায় চরম অধিকার লাভ হয়। 'ভালবাসা', বিশ্ব-বিজয়ের 'সুদর্শন চক্র'।

৭। ভালবাসা যেখানে ভাব, সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষর; ভালবাসা যেখানে হৃদয়, সৌন্দর্য্য সেখানে প্রাণ; ভালবাসা যেখানে প্রাণ, সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর; এইজন্য সৌন্দর্য্য ভালবাসা জাগায় এবং ভালবাসায় সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে।

---

* পূর্ণপ্রাণে, বিশ্ববাসীকে 'ভালবাসা' বিতরণ করিবার জন্য, কোমল কণ্ঠে প্রেমময় বিশ্বনাথের করুণা-কণা যাচ্ঞা করে।

করুণাময়!

"করযোড়ে কহে কুলনারী
'হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,
জগতে বিলা'ব ভালবাসা!'
প্রেমের প্রবাহে বিশ্বধাম
আনন্দে ভাসিবে অবিশ্রাম,
মিটিবে গো হৃদয়ের আশা!"

বিদ্যাবতী আবিয়ার।

# আমার পরীক্ষা।

( গত সংখ্যার শেষ। )

ছুটীর পর জানি না কেন, স্বামী আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা পিতা মাতাকে জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহারাও সানন্দে সম্মতি দিলেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে আমি আর অনুরোধ করি নাই। স্বামীর অযাচিত অনুগ্রহ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

যথাসময়ে তাঁহার সহিত হুগলিতে পৌছিলাম। দেখিলাম দিব্য সুসজ্জিত সুবৃহৎ উদ্যানবাটিকা, নানাবিধ পুষ্পরাজি-পরিশোভিত সুরভিত লতাকুঞ্জ, স্থানে স্থানে নির্ম্মল জলের কৃত্রিম প্রস্রবণ নয়ন মনের সন্তোষ বিধান করিতেছে। মনুষ্য-সাধ্য যত কিছু সামগ্রী বিলাসের ও আমোদের জন্য লোকের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, সমস্তই এখানে সজ্জিত দেখিলাম। আর দেখিলাম তথাকার অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী সেই সুন্দরীকে, যাঁহার দেববাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে আমার স্বামীর হৃদয় বিমোহিত। স্বামীর আদরিণী প্রিয়তমাকে দেখিয়া আমিও তাঁহার রূপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরি! কি রূপ! শরীরে যেন সৌন্দর্য্য ধরিতেছে না। সে কমলালাঞ্ছিতরূপে জগৎ মোহিত হয়, আর আমার স্বামীর ত কথাই নাই। সে সুন্দরীর সঙ্গে কি আমার তুলনা? ছার আমি, কুরূপা আমি, তাঁহার পদধূলিরও যোগ্যা নহি। এতক্ষণে বুঝিলাম, আমার প্রতি স্বামীর কেন এ বিতৃষ্ণা। শুনিলাম, তাঁহার নাম স্বর্ণলতা, অনুমানে বোধ হয়, তাঁহার বয়স ২০।২২ এর অধিক হইবে না। আমাকে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ তিনি পার্শ্বস্থা পরিচারিকাকে ডাকিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "ছি ছি ছি, কি প্রবৃত্তি দ্যাখলো বামা! আমাকে পছন্দ হইল না, তাই এই পদ্মিনীকে আনিয়াছেন।" কথাটা যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, তাই বুঝিলাম।

আসিবার সময়ে স্বামী আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'তুমি যে আমার স্ত্রী, তাহা এখানে কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, এবং আমার সঙ্গে সেরূপ কোন ব্যবহার করিও না।' তাহাই আমি স্বীকার করিলাম।

স্বামীর সহিত প্রায়ই আমার সাক্ষাৎ হইত না, তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় বাড়ী থাকিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বর্ণলতাকেও স্বামীর সহিত একত্র থাকিতে আমি একদিনও দেখিলাম না। আর তাঁহার আচরণে তাঁহাকে স্বামীর উপপত্নী বলিয়াও বোধ হইত না। মধ্যে মধ্যে আর একজন বাবু সেখানে আসিতেন। শুনিলাম, তিনি আমার স্বামীর বন্ধু, তাঁহার নাম মনোমোহন মিত্র।

তাঁহার সহিত যখনই স্বর্ণলতার সাক্ষাৎ হইত, তখনই পরস্পরের কলহ শুনিতে পাইতাম। আমার প্রসঙ্গ যেন উভয়ের বিবাদের কারণ, কেন? তাহা তখন কিছুই বুঝি নাই। ইহার মধ্যে যে কোনও রহস্য আছে, তাহা এক এক বার মনে হইত। কয়েক দিন থাকিয়াই জানিতে পারিলাম স্বর্ণলতা কিছু রুক্ষ-স্বভাবা, গর্ব্বিতা ও অত্যন্ত অভিমানিনী। তাঁহাকে আমি অতিশয় ভয় করিয়া চলিতাম, তথাপি কেন জানি না, দিবা-রাত্রি তিনি আমাকে লাঞ্ছিত ও অপ-মানিত করিতেন। এমন কটূক্তি করিয়া গালি দিতেন যাহা ভদ্রকন্যার অশ্রাব্য। কিন্তু স্বামীর মুখ চাহিয়া নীরবে আমি সমস্তই সহ্য করিতাম, চক্ষের জল চক্ষেই রাখিয়া মনের বেদনা অন্তর্যামীকে জানাইতাম।

এইরূপে আমার ছয় মাস কাটিয়া গেল। তার পর যেন আমার স্বামীর মনের পরি-বর্ত্তন হইতেছে বুঝিলাম। তিনি আমার প্রতি অল্পে অল্পে স্নেহশীল হইতে লাগি-লেন। প্রায় প্রত্যহই স্বর্ণলতা আমাকে যেরূপে নির্য্যাতন করিতেন, আর আমি যে প্রকার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, স্বামী তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটা মিষ্ট কথায় তিনি আমায় সান্ত্বনা দিতেন।

এক দিন—সেই দিন আমার জীবনের চিরস্মরণীয় অতি আনন্দের দিন—মধ্যাহ্ন-সময়ে আমি আপন শয়নপ্রকোষ্ঠে পড়িয়া অদৃষ্ট-চিন্তায় মগ্ন আছি, এমন সময়ে সহসা মনোমোহন বাবু সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার আগমনে আমি চমকিত হইলাম, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম "একি! আপনি এ ঘরে কেন?" স্বামীর আজ্ঞামত আমি মনো-মোহন বাবুর সম্মুখে বাহির হইতাম, কিন্তু কখনও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি নাই, তিনিও অদ্যাবধি এক দিনও আমার ঘরে প্রবিষ্ট হন নাই।

অতি স্নেহভরে মনোমোহন বাবু বলি-লেন, "ভয় নাই শরৎ! আমাকে তোমার সহোদর ভ্রাতা বলিয়া জানিও। আমি ছয় মাস তোমার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও পতিপ্রেমের পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলাম, তোমার এ গুণের তুলনা হয় না। এ বাড়ী আমারই, আমার অর্থ সম্পত্তির অভাব নাই, কিন্তু আমি বড় অসুখী। আমার বাড়ীতে আসিয়া দাম্ভিকা স্বর্ণ-লতার ব্যবহারে তুমি যেরূপ অপমানিত হইতেছ, তাহাতে আমিও বড় মনস্তাপ পাইতেছি! তোমার যোগ্য আতিথ্য ও সম্মান না করিয়া তোমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। দেবেন (আমার স্বামীর নাম) অতি মূর্খ, তাই সে অকারণে তোমায় নির্য্যাতন করিতেছে। আমি শীঘ্রই তোমাকে এ যাতনা হইতে মুক্ত করিব ভাবিয়াছি। আর বেশী কি বলিব, তোমার শুভানুধ্যায়ী ভ্রাতা জানিয়া আমাকে মনে রাখিও।" আমি লজ্জিতা হইয়া অধোমুখে রহিলাম,

কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। এমন সময় বাহিরে স্বর্ণলতার কর্কশ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তিনি বলিতেছিলেন, "থাক তুমি কালো পেত্নী লইয়া, আমি তোমার সংসারে আগুন দিয়া চলিলাম, আমাকে মনঃকষ্ট দিয়া দেখি তুমি কেমনে সুখী হইতে পার?" শুনিয়া মনোমোহন বাবু উঠিলেন, এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ ঈশ্বর-সমীপে নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

তারপর স্বর্ণলতার উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তিতে বিকট তর্জ্জন গর্জ্জন ও তৎসহ আমার লাঞ্ছনার কথা আর কি বলিব? স্বর্ণলতা আমার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আসিলেন। অমনি মনোমোহন বাবু আসিয়া সবলে স্বর্ণলতাকে গৃহমধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া, ক্রোধোন্মত্ত ভাবে বলিলেন "রাক্ষসী! তোমার এত অহঙ্কার! ভদ্রকন্যার অপমান কর? তুমি যাহা ভাবিয়াছ তাহা নয়, উনি দেবেনের স্ত্রী। যদি ছার সৌন্দর্য্যগর্ব্বে উন্মত্তা না হইতে, তাহা হইলে বুঝিতে উনি তোমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা। তোমার ন্যায় সর্পিনী অপেক্ষা সত্যই যদি উঁহার মত স্ত্রীরত্নের স্বামী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমার জীবন এত অশান্তিময় হইত না। তোমার জ্বালায় আমি সংসার পরিত্যাগ করিব, আর সহ্য হয় না।" আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কাছারীর কর্ম্ম সমাপনান্তে সেই সময়ে আমার স্বামী বাড়ী ফিরিলেন। মনোমোহন বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়াই স্বামী "কি হইয়াছে মণি!" বলিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, এবং নিজ-প্রকোষ্ঠে টানিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে কিছু রহস্য আছে তাহা বুঝিলাম, স্বর্ণলতা মনোমোহন বাবুর স্ত্রী, আজ তাহা জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। স্বর্ণলতা তবে কি আমার স্বামীর রক্ষিতা নয়? মনোমোহন বাবুই বা কে? একি কাণ্ড? আমি হতবুদ্ধি হইয়া এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় আবার মনোমোহন বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিতেছেন "দেবেন তুমি অতি হতভাগ্য, তুমি কি ভ্রান্ত। তুমি এমন স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা কর? ছাই সৌন্দর্য্য! দেখিতেছ না রূপের মোহে ভুলিয়া আমার জীবনের সকল সুখ শান্তি নষ্ট হইয়া গেল, এক দিনের জন্য স্ত্রীর একটা মিষ্ট সম্ভাষণ আজ অবধি শুনিতে পাইলাম না। এক্ষণে বুঝিলাম রমণীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের নিকট দেহের সৌন্দর্য্য অতি তুচ্ছ—অতি অকিঞ্চিৎকর। স্বর্ণলতার নিকটে রাখিয়া শরৎকে কেন বৃথা যাতনা দিতেছ? আর তোমার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, সাধ্বী জানকীর ন্যায় শরৎ তোমার ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় অতি সাবধানতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে, শরতের মত স্ত্রীরত্ন সংসারে দুর্লভ।" আমার স্বামী তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে শান্ত করিতেছেন, শুনিলাম।

এতক্ষণে আমি আমার স্বামীর রহস্য-জাল ভেদ করিতে সমর্থ হইলাম। তিনি যে এতদিন এত যন্ত্রণা দিয়া আমার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিলেন, আজ তাহা বুঝিলাম। ধন্য পরমেশ্বর! আমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি। স্বামীর প্রতি এইবার আমার অভিমান হইল, আমি তাঁহার নিকট কিসে এমন অবিশ্বাসিনী হইলাম, যাহাতে তিনি এই রূপে আমার পরীক্ষা লইলেন—আমার সঙ্গে এত প্রতারণা করিলেন? স্বামীর চেষ্টায় তারপর স্বর্ণলতা ও মনোমোহন বাবুর বিবাদভঞ্জন হইল, স্বর্ণলতা সাশ্রু-নেত্রে আমার নিকট. ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিবাদ বিসম্বাদের একরূপ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়া গেল।

৬

সেই দিন রাত্রে স্বামীর শয়ন প্রকোষ্ঠে আমার স্থান হইল। স্বামীর উপর আমার রাগ অভিমানের কথা আর বলিব না, গল্প ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। পাঠিকা ভগিনীদের বিরক্তি আশঙ্কায় আর গোটাকত কথা বলিয়াই গল্পের উপসংহার করিব।

স্বামীর নিকট শুনিলাম মনোমোহন বাবু তাঁহার সহাধ্যায়ী, অতি প্রিয়বন্ধু। তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামের জমীদার-সন্তান। উভয়েই রূপের উপাসক, সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করিতে উভয়েরই আশৈশব আকিঞ্চন ছিল। মনোমোহন বাবু জমীদারের সন্তান, তাঁহার পিতা মাতা নাই, নিজে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ধনবানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। আর আমার স্বামী পিতা মাতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাকে বিবাহ করিলেন, এবং আশা পূর্ণ না হওয়ায় অতৃপ্তি-জনিত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন।

যখন আমার স্বামী কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া হুগলীতে আসিলেন, তখন মনোমোহন বাবু সাদর আহ্বানে তাঁহাকে নিজ বাটীতেই স্থান দিলেন এবং বহু দিনের পর দুই বন্ধুর পরস্পর মিলনে উভয়ের মনের কথা জানাইবার সুযোগ ঘটিল। তারপর আমার স্বামী যখন মনোমোহন বাবুর পত্নীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া নিজ দুর্ভাগ্যের কথা বলিলেন, তখন মনোমোহন বাবু উত্তর দিলেন "আর রূপের প্রশংসা করিও না, সৌন্দর্য্যের মোহে ভুলিয়া ঠকিয়াছি। এক্ষণে বুঝিতেছি, শরীরের সৌন্দর্য্য কিছুই নয়, গুণবতী সাধ্বী ভার্য্যা যাঁর, জগতে তিনিই সুখী। স্বর্ণলতার সহবাসে আমি কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে পারিলাম না।" আমার স্বামী বলিলেন "আচ্ছা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি এস, এবিষয়ে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।" তারপর উভয়ে পরামর্শ করিয়া কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন, আমাদের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমে স্বর্ণলতার পালা। মনোমোহন বাবু রাত্রে বাড়ী আসা বন্ধ

করিলেন, স্ত্রীর মনে অবিশ্বাস জন্মাইতে লাগিলেন যে তিনি চরিত্রের পবিত্রতা হারাইয়াছেন। সর্ব্বদাই স্বর্ণলতার নিকটে পরস্ত্রীর রূপ গুণের প্রশংসা করিতেন। ধনিদুহিতা সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা স্বর্ণলতা তাহাতে একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেন। এই বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই স্বামীকে অনুযোগ পূর্ব্বক কলহের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার ন্যায় অমন সুন্দরীকে স্বামী তাচ্ছিল্য করিবেন,—ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। স্বর্ণলতার ইচ্ছা হইত, স্বামীকে আজ্ঞাবহ ক্রীত দাস করিয়া রাখেন। উভয়ের মনান্তর বাড়িতে লাগিল। মনোমোহন বাবু ক্রমে বুঝিতে পারিলেন দাম্ভিকা স্বর্ণলতার সহবাসে তাঁহার সংসারে সুখ লাভ করা অসম্ভব। স্বর্ণলতার ক্রূর অন্তঃকরণের কপট ব্যবহারে তিনি একান্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন, জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল, তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িল। তারপর যেরূপ কৌশলে আমাকে স্বামী এখানে আনিয়াছিলেন ও যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বলিয়াছি। স্বর্ণলতা মনোমোহন বাবুর বন্ধু জানিয়াই আমার স্বামীর সম্মুখে লজ্জা করিতেন না, আর আমার স্বামী খুব সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতেন বলিয়া স্বর্ণলতা তাঁহাকে একটু স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

এইরূপে আমার প্রেম ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা লইয়া সেইদিন রাত্রে স্বামী আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "শরৎ! আজ জানিলাম, তোমার মত স্ত্রীলাভ করিয়া আমি যথার্থই ভাগ্যবান্। আর রূপের মোহে ভুলিব না, সৌন্দর্য্যের সাধ মিটিয়াছে। পরীক্ষায় তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, মার্জ্জনা কর। আজ হইতে আমি হৃদয়মন্দিরে তোমারই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলাম, জন্মান্তরেও যেন তোমাকে স্ত্রীরূপে প্রাপ্ত হই।" আনন্দে আমি বিশ্বসংসার ভুলিয়া গেলাম, এ অপ্রত্যাশিত সুখের আশা আমি কখনই করি নাই। কিয়ৎক্ষণ স্বামীর বুকে মস্তক রাখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে করুণাময় ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। সেইদিন হইতেই আমি সুখী।

শ্রীসুশীলাবালা দেবী।

---

## সম্রাট মার্কস অরিলিয়সের উপদেশ।

৮ম অধ্যায়।

১। সংসারপথে সুখান্বেষণে ভ্রমণ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ এবং কোথায়ও ত সুখ খুঁজিয়া পাও নাই। বাগ্‌বিতণ্ডা, ধন মান এবং ইন্দ্রিয়-ভোগ—ইহার কিছুতেই সুখ নাই। সুখ

তবে কোথায়? মানুষের স্বভাব-সঙ্গত কার্য্য কর, যে কার্য্যে ন্যায়বান্, মিতাচারী, সাহসী ও স্বাধীন হইতে পার, তাহাই কর, তাহাতেই সুখ পাইবে।

২। দাম্ভিকতা দমন কর, সুখ দুঃখ এবং যশস্পৃহাকে পদতলে রাখ; নির্ব্বোধ ও অকৃতজ্ঞ লোক দেখিয়া বিরক্ত হইও না এবং তাহাদিগকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিও না।

৩। কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলন জন্য যে আত্ম-গ্লানি আসে, তাহা ভাল, তাহা এক প্রকার অনুতাপ।

৪। এ দণ্ডভোগ ন্যায়সঙ্গত, কেননা তুমি অদ্য সাধু না হইয়া কল্য সাধু হইবে।

৫। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যকে সুনিয়মিত কর। প্রত্যেক কার্য্যে যদি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পার, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও।

৬। ধন সম্পদ পাইয়া অহঙ্কারী হইও না এবং তাহা পরিত্যাগেও প্রস্তুত থাক।

৭। জীবনের সমগ্র ভবিষ্য চিন্তা করিয়া মনকে ক্লিষ্ট করিও না। জীবনে যে সকল অমঙ্গল পরে ঘটিবার সম্ভাবনা, এখনি তাহা চিন্তা করিয়া অধীর হইও না। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিও যে অতীত বা ভবিষ্যৎ তোমার ক্লেশের কারণ নয়, বর্ত্তমানই তোমাকে ক্লেশ দিতেছে।

৮। মানবীয় দুর্ঘটনা ভিন্ন আর কোনও দুর্ঘটনা মানবের জীবনে ঘটে না। কোনও বাহ্য ঘটনায় যদি ব্যথিত হও, বুঝিয়া দেখ সেই ঘটনা তোমার অস্থিরতার কারণ নয়, ঘটনার চিন্তাই তাহার কারণ। মন হইতে এ চিন্তা মুছিয়া ফেলা তোমার সাধ্যায়ত্ত।

৯। মনে রাখিও মনের নিয়ামক বৃত্তি অজেয়; যখন তাহা আত্মস্থ হয়, তখন আপনাতেই সন্তুষ্ট হয় এবং যাহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ, তাহা করে না।

১০। প্রথম দৃষ্টিতে যা দেখ, তা ছাড়া অন্য কিছু মনে ভাবিও না। যদি তুমি শুনিতে পাও কোনও ব্যক্তি তোমার নিন্দা করিয়াছে, তাই যথেষ্ট; কিন্তু সে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে, এ সংবাদ ত পাও নাই, ইহা কেন মনে করিবে? আমার পুত্র পীড়িত, আমি চক্ষে দেখিতেছি, কিন্তু তাহাকে সঙ্কটাপন্ন দেখিতেছি না, কেন ভাবিব সে সঙ্কটাপন্ন? এইরূপ যাহা দেখিতেছ তাহাই দেখ, মনের ভিতর হইতে আর কিছু তাহাতে যোগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।

১১। মনে কর মানুষেরা তোমাকে হত্যা করিল, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল, অভিসম্পাত করিল। ইহাতে তোমার চিত্তের পবিত্রতা, বিবেকিতা, মিতাচারিতা এবং ন্যায়পরতার কোনও ব্যাঘাত করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

# স্নেহোপহার।*

কি অতুল সুখ—সুখময়ী দিবা,
বাসন্তি বেলায় ফুটিল আজি,
মধু চৈত্র মাস শুক্লা পঞ্চমীতে
দাঁড়াইলি বাছা! দ্বিজবেশে সাজি॥
নবীন বরণে নব ব্রহ্মচারী,
পবিত্রতা-মাথা অন্তর প্রাণ;
তাপস কুমার তপোবনমাঝে,
গাহিছে যেন পূত সামগান॥
গৈরিক বসনে সুকুমার অঙ্গ
শোভিছে যেন কাঞ্চনে রতন;
নব যজ্ঞসূত্র গলদেশে আলা,
করে কমণ্ডলু মৃগচর্ম্মাসন॥
ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে, নিষ্কাম সাধনা,
গৃহ তপোবনে সুকৃতি-ফলে।
যজ্ঞ অধ্যয়ন তপ সত্য দান,
আজিকার শিক্ষা এ যজ্ঞস্থলে॥
ভারতের বক্ষ তব মাতৃভূমি,
এ ভারত সদা মহা গরীয়ান্,
সুসন্তান বীর আর্য্যপুত্ররূপে
করহে উজ্জ্বল জননী-মান॥
এই যজ্ঞসূত্র দেবতার দান,
ব্রহ্ম অংশ লয়ে ব্রাহ্মণের স্থান।
এই সূত্রগ্রন্থি শুদ্ধ শক্তিময়,
করেছে ইহারে চির সুসম্মান॥
নিষ্পাপ নির্দ্দোষ হউক হৃদয়,
সুবিমল যেন জ্যোতির্ম্ময় রবি॥
না থাকে কলঙ্ক অণু পরমাণু
ত্রিভুবনময় সমুজ্জ্বল সবি॥

তব যশোধারা জাহ্নবীর মত
ব্যাপ্ত হোক ধরা দুকুল ভরি,
স্বর্গ মন্দাকিনী বহে যায় যথা
প্রক্ষালিয়া স্বর্গ অমরাপুরী॥
তোমার পবিত্র ব্রহ্মচারি-বেশ
দেখিতে বাসনা ছিল দেবতার,
সেই স্মৃতিখানি চমকি পরাণে
নয়নে বহায় সলিল-ধার।
সে পূত চরণে প্রণত হইয়ে
"ভিক্ষাং দেহি" বলে লও আশীর্ব্বাদ,
কল্যাণ মালিকা দুলুক গলায়,
পূরাও মোদের জীবন-সাধ।
এই ব্রহ্মচর্য্য রাখিও যতনে,
পরম গোপনে হৃদয়মাঝে।
কমল-নিহিত পরাগ কেশর
বিলায় সুবাস প্রেমের সাজে॥
বসন্তের গন্ধ প্রকৃতি ভরিয়া
ছড়ায় সুবাস উল্লাসে মাতি,
গাহিছে সাহানা পিকবর-বধূ,
পোহাল আজিকে সুখের রাতি॥
স্নেহের নন্দন সুশীল সুজন!
হেরিয়ে তোমার তাপসরূপ
আনন্দ সাগরে ভাসিছে এ গেহ,
মরি কি শোভা অতুল অনুপ!
আনন্দ-সমীরে নাচে লতা পাতা,
কুসুম আনন্দে ফুটিয়া রয়;
প্রেমানন্দে হের তটিনী বহিছে
কল্লোল তুলিয়া আনন্দময়॥

* শ্রীমান্ সুনীলকুমার ভাদুড়ীর শুভ উপনয়ন উপলক্ষে।

রবি শশী দোঁহে প্রফুল্ল নয়নে
হেরে হৃষ্টমনে তোমার মুখ,
সচ্চিদানন্দের পূত প্রেমধারা
দিতেছে সবারে অতুল সুখ॥
প্রকৃতির শিরে শিশির সমান
মোর আশীর্ব্বাদ মস্তকে তব
হোক বরিষণ আজি শুভ দিনে—
সংসার কাননে পুষ্প অভিনব।
কি অতুল সুখ—সুখময়ী লীলা
উথলায় আজি মোদের প্রাণ,
মঙ্গল-আরতি করি পুরনারী
গাইছে হরষে প্রমোদ-গান॥

আশীর্ব্বাদিকা মাসীমা
শ্রীনি—দেবী।

---

# দৈব-বিড়ম্বনা।

দিব্যবাটী গ্রামে "কেবলনাথ" নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কেবলনাথ হিংসাপরায়ণ ও পরানিষ্টকারী বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রামের মধ্যে তাঁহার বেশ একটু প্রতিপত্তি ছিল। তরঙ্গ-রঙ্গিণী ও প্রমোদ-উদ্যান-বিহারিণী নাম্নী দুই কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর কোন সন্তান ছিল না। দশ বৎসর হয় কন্যা দুটীকে পাত্রস্থ করিয়া কেবলনাথ সত্যশেখর ও মুক্তকেশর নামে দুইটী জামাতার শ্বশুর হইয়াছিলেন।

রঙ্গিণী ও বিহারিণী দুই ভগ্নী একটু আধটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের সঙ্গে দুই একখানি নভেল নাটকের আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছে। অতএব তাহারা যে "শিক্ষিতা" বলিয়া অহঙ্কার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

২

রঙ্গিণীর স্বামী সত্যশেখর আজ পনর দিন হইল বাড়ী আসিয়াছেন। দাদা নিত্যশেখর ভ্রাতার আগমনে প্রীত হইয়া বধূ মাতাকে দিব্যবাটী হইতে নিজ বাটীতে আনাইলেন।

রঙ্গিণী আজ দশ দিন হইল পতিগৃহে আসিয়াছে। বেশ আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা রঙ্গিণী স্বামীর মনের ভাবান্তর বুঝিতে পারিল। তরঙ্গ-রঙ্গিণীর চিত্তসাগরে তরঙ্গ বহিল, ভয়ে কি দুঃখে কে বলিবে?

রঙ্গিণী কহিল কি হইয়াছে ভাঙ্গিয়া বল।

সত্য। রঙ্গিণী! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

রঙ্গিণী। তাত জানি।

সত্য। না—তাতুমি জাননা, জানলে—সত্য আর কহিতে পারিলেন না, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভিজিয়া গেল।

রঙ্গিণী বসনাঞ্চলে স্বামীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল "কি হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া বল।"

সত্য। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি রঙ্গিণী!

রঙ্গিণী। আমিও তোমাকে বড় ভালবাসি!

সত্য। আমি মূর্খ, পূর্ব্বে তাহাই বিশ্বাস করিতাম।

রঙ্গিণী। পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে? কি বলিতেছ, তুমি কি পাগল হইয়াছ?

সত্য। হই নাই, বোধ হয় শীঘ্র হইব।

রঙ্গিণী। কেন, পাগল হইবে কেন? কি এমন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে?

সত্য। শুনিবে রঙ্গিণী কি হইয়াছে?

রঙ্গিণী। শুনিবার ত ইচ্ছা, কিন্তু তুমি না বলিলে কেমন করিয়া শুনিব?

তবে শোন বলিয়া সত্যশেখর রঙ্গিণীর কাণে কাণে কহিল "আজি আমি তোমাকে দাদার ঘর হইতে বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইতে দেখিয়াছি রঙ্গিণী! রঙ্গিণী রঙ্গিণী রঙ্গণ আমার, তুমি কি ভ্রষ্টা? রঙ্গিণী বজ্রাহতা লতিকার ন্যায় স্বামীর পদতলে পতিত হইল—কহিল "তখন ভাসুর ঠাকুর গৃহে ছিলেন না।"

৩

সত্যশেখর রঙ্গিণীকে সুস্থ করিয়া তুলিয়া বসাইলেন। রঙ্গিণী স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। শেষে কহিল "তুমি পাগল হইয়াছ।"

এই ঘটনার পর প্রায় বিংশতি দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু সত্যশেখরের মনোমালিন্য দূর হইল না—রঙ্গিণীর দুঃখও দূর হইল না। তাহার পর সত্যশেখর বিদেশে চলিয়া গেলেন, কেবলনাথ কন্যাকে পিত্রালয়ে আনাইলেন।

রঙ্গিণী মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিল, কাহারো নিকট কিছু কহিল না। সত্যশেখর রঙ্গিণীর নিকট চিঠি পত্র লিখিতেন বটে, কিন্তু সে সব পাগলের প্রলাপপূর্ণ।

রঙ্গিণীর দুঃখের সীমা-পরিসীমা নাই। কন্যার মলিন বদন ও প্রভাশূন্য চক্ষু দেখিয়া কেবলনাথ জামাতাকে আনাইলেন। সত্যশেখর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন, কিন্তু কখন গৃহের বাহির হন না—রঙ্গিণীকে লইয়া সদা সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া থাকেন। একদিন তিনি ঘরের বাহির হইয়া বেড়াইতে গেলেন। সুমতির প্ররোচনায় কি কুমতির প্ররোচনায় কে বলিবে?

তাঁহাকে নিকটে পাইয়া একজন প্রতিবেশী তাহাকে গল্পচ্ছলে একটি কথা শুনাইল। হায়! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, সত্যশেখর প্রতিবেশীর গল্প শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন এবং দৌড়াইতে দৌড়াইতে রঙ্গিণীর নিকট গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল, বদন হইতে স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল, রঙ্গিণীর দুঃখসাগরে প্রবল বন্যার তরঙ্গ বহিল।

৪

ইতিমধ্যে রঙ্গিণী যৌবন-সুলভ চপলতা বশতঃ যে একটি প্রাণনাশক কথার সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা এইঃ—একদিন রঙ্গিণী তুলসী গাছের নীচে বসিয়া একছড়া বেল ফুলের মালা গাঁথিতেছিল। তখন অপরাহ্ণকাল; কার্য্যগতিকে তাহার পিতামাতা কেহই সে সময় গৃহে ছিলেন না। এই অবসরে বিব্রত নামে একজন অশিষ্ট যুবক তথায় প্রবেশ করিয়া মৃদু মধুর স্বরে কহিল "রঙ্গণ! তুমি কাহার জন্য মালা গাঁথিতেছ? তোমার ঐ সুচিকণ মালা গ্রহণ করিতে পারে, এমন ভাগ্যবান্ ত দিব্যবাটীতেও দেখি না।"

হয়ত পতিব্রতা রঙ্গিণীর বিব্রতের কথায় পতিকেই মনে হইল। রঙ্গিণী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মধুর হাসি হাসিল। সেই সময় সহসা রায়ের বৌ ওরফে পাড়াকুঁদুলী নামে একজন স্ত্রীলোক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল বিব্রত সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, রঙ্গিণী মুখে আঁচল দিয়া হাসিতেছে ও মালা গাঁথিতেছে। পাড়াকুঁদুলীকে দেখিবামাত্র বিব্রত চলিয়া গেল। রঙ্গিণী মুখের আঁচল ফেলিয়া পূর্ব্বভাব ধারণ করিল।

রায়ের বৌ রাগিয়া লাল হইল। "পর পুরুষের সঙ্গে হাসাহাসি কেন?" ইত্যাদি অকথ্য ভাষায় রঙ্গিণীকে গাল দিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া দুঃখিনী রঙ্গিণী লজ্জায় মরমে মরিল।

পাড়াকুঁদুলী রায়ের বৌর অন্তরে দয়া মায়ার লেশ ছিল না—পরনিন্দা পরচর্চ্চাই তাহার ব্যবসা—অতএব সে এই কথায় তিলকে তাল করিয়া গ্রামময় রটাইল। দিনে দিনে এই কথা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া রঙ্গিণীর সরল বক্ষের উপর কঠিন বজ্রপাতের আয়োজন করিল।

বহুদিন পরে আজ সত্যশেখরের কর্ণে সেই কথার প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে লুটাইতে লাগিলেন। রঙ্গিণী তাহাকে অনেক শুশ্রূষায় সুস্থ করিলেন বটে, কিন্তু সত্যশেখরের মস্তক বিকৃত ভাব ধারণ করিল—মুখে কেবল "খুন করিব, খুন করিব।"

রঙ্গিণী কহিল কাহাকে, কাহাকে?

সত্য। তোমাকে, তোমাকে।

তাহার পর সত্যশেখর কেবলনাথকে কহিলেন "আমি পরিবার লইয়া বাড়ী যাব।" মূর্খ কেবলনাথ তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া জামাতার সঙ্গে কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন।

৫

রঙ্গিণী শ্বশুরগৃহে গেল, কিন্তু অধিক দিন বাস করিতে পারিল না। সত্যশেখর তাহার উপর এত অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল যে রঙ্গিণী প্রাণের ভয়ে পুনরায় পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিল। সত্যশেখর নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনও খবর পাওয়া গেল না। এই ভাবে ৩ বৎসর অতীত হইল।

একদিন বৈকালে রঙ্গিণী ঘরে বসিয়া সুর করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছিল ঃ—

"অন্ন ধন অন্ন মন অন্নত জীবন,
সেই সে আমার স্বামী কমল-লোচন।"
(অন্যত্র)
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনে আমি যেন মণিহারা ফণী।"

এমন সময় তাহাদের বহির্বাটীর দ্বারে কে গাইল,—

যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাতা।

এমন মধুরকণ্ঠ কে রে? বলিয়া রঙ্গিণী রামায়ণ ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল। দ্বারে একজন তরুণবয়স্ক যুবক সন্ন্যাসী। রঙ্গিণী গবাক্ষ-দ্বার দিয়া সন্ন্যাসীর সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পূর্ব্বাহ্নের প্রাচীন তপনের উজ্জ্বল আলো সে সুন্দর মুখে পড়িয়া আরো সুন্দর দেখাইতেছিল। পশ্চাৎস্থিত সেফালি তরু হইতে দুটি একটি ফুল সন্ন্যাসীর কালো কেশের উপর পড়িতেছিল। রঙ্গিণী ক্ষণেক আত্মহারা হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর সেস্থান হইতে সরিয়া গেল। ঘৃণায় তাহার সমস্ত শরীর কন্টকিত হইল, সে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিল।

সহসা তাহার একজন সমবয়সী প্রতিবেশিনী আসিয়া তাহাকে তর্জ্জনী তাড়না করিয়া কহিল "কি দেখিছ, ও যে সত্যশেখর।" আনন্দে রঙ্গিণীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ লাল হইল। রঙ্গিণী মুখ নত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিল "ওঃ সেই জন্যইত—"

৬

সত্যশেখর ও রঙ্গিণীর আবার মিলন হইল। রঙ্গিণী স্বামিকৃত পূর্ব্ব অত্যাচার ভুলিয়া গেল। সত্যও মনোভাব চাপিয়া গেলেন। শ্বশুর শাশুড়ীও জামাইর পাগ্‌লামীর কোন পরিচয় পাইলেন না।

এইরূপ সুখে সচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদে রঙ্গিণী মাস দুই কাটাইল, কিন্তু একদিন শেষ রাত্রে সত্যশেখর রঙ্গিণীকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া কহিলেন "আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে, বাতাস কর।"

রঙ্গিণী বাতাস করিতে লাগিল। সম্মুখে একটি হামানদিস্তার ডাঁটা ছিল, সত্যশেখর তাহা তুলিয়া প্রচণ্ড বেগে রঙ্গিণীর মাথায় মারিলেন, রঙ্গিণী বিষম চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

রঙ্গিণীর পিতা মাতা আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। চারিদিকে রক্তে রক্তগঙ্গা, মধ্যে রঙ্গিণী পড়িয়া চীৎকার করিতেছে ও বলিতেছে "মারিও না বাবা, পাগলকে মারিও না।"

গ্রামবাসিগণ একত্র হইয়া সত্যশেখরের অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

অনেক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া রঙ্গিণী বাঁচিল। কিন্তু সত্যশেখর কোথায়?

৭

সত্যশেখর রঙ্গিণীকে প্রচণ্ড প্রহার

করিয়া পলাইল, ভাবিল "সে মরিয়াছে, নিশ্চয় মরিয়াছে।" তখন সে বাড়ী গেল এবং গর্ত্ত হইতে একটা কাল ভুজঙ্গ ধরিয়া গলায় জড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। কহিতে লাগিল "মরিয়াছে, সে মরিয়াছে," ক্রোধিত সর্প তাহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে লাগিল। উন্মত্ত-হৃদয় ব্যথিত-হৃদয় সত্যশেখর ইহাও মৃত্যু সম্বন্ধে যথেষ্ট মনে না করিয়া সর্পদষ্ট স্থান সকল আগ্রহের সহিত চাটিতে লাগিল। সে যেন কত ক্ষুধিত, কতই পিপাসিত। মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিল। সে তখন সর্প ফেলিয়া পরিধেয় বস্ত্রে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিল। আর উঠিল না। রঙ্গিণী বিধবা হইল। হাতের শঙ্খ ও দেহের ভূষণ সমস্ত ফেলিয়া দিল এবং পরম পবিত্র ভাবে পিতা মাতার সেবায় মনোনিবেশ করিল।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

---

# রত্নহার।

কৃত্যং তীক্ষ্ণমপি প্রেয়ঃ সত্যতেজঃ সুধাময়ম্।
ন্যায্যে যস্য তৃণং বাধা স তেজস্বী নরোত্তমঃ ॥১॥

সত্যের প্রখর তেজ যার সুধাময়,
কঠোর কর্ত্তব্যে যার প্রফুল্ল হৃদয়,
ন্যায়-পথে বিঘ্নবাধা যার তৃণ জ্ঞান,
যথার্থ তেজস্বী সেই মনুষ্যপ্রধান।১।

ন শৌচং দেহসংস্কারে নেন্দ্রিয়ার্থেষু বা সুখম্।
সদা সুখং চ শৌচং চ শুদ্ধভাবং সমাশ্রিতম্ ॥২॥

দেহের সংস্কার নহে শুদ্ধির কারণ,
সুখের সাধন নহে ইন্দ্রিয়-সেবন,
মনে সদা শুদ্ধভাব যে করে পোষণ,
সর্ব্বকালে শুদ্ধ সেই, সুখী সেই জন।২।

যে সর্ব্বত্যাগিনঃ পুণ্যা ব্রহ্মজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
সত্যতীর্থস্বরূপাস্তে চারিত্রৈর্লোকপাবনাঃ ॥ ৩ ॥

একমাত্র ভগবানে হেরি' সর্ব্বময়,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাহাদের হয়,
লোক-হিতে সর্ব্বত্যাগী ভুবনপাবন,
এ ভবে যথার্থ তীর্থ সেই সাধুগণ।৩।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৪ ॥*

দারুণ শত্রুর প্রতি নিষ্পাপহৃদয়,
রুষ্টভাবে গালি দিলে মিষ্ট কথা কয়,
প্রেমে গলি' যার আত্মা হয় বিশ্বময়,
তাহার নির্ব্বাণ মুক্তি স্বহস্তেই রয়।৪।

যস্য বিশ্বহিতঃ যজ্ঞো হব্যমাত্মা চ সংস্কৃতঃ।
রিপবঃ পশবো বধ্যাঃ স এব খলু যাজ্ঞিকঃ ॥৫॥

বিশ্বহিত যজ্ঞে অগ্নি হৃদে যার জ্বলে,
আত্মাকে আহুতি দেয় সে পুণ্য অনলে,
কামাদি ইন্দ্রিয়-পশু করে বলিদান,
যথার্থ যাজ্ঞিক ভবে সেই পুণ্যবান্ ৫।

অভিমানেন যদ্দত্তং তদ্দত্তং ভস্মিতে ঘৃতম্।
ভক্ত্যা বিশুদ্ধয়া দত্তমমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৬ ॥

অভিমানে যাহা কিছু কর তুমি দান,
সে শুধুই ভস্মে ঘৃত ঢালার সমান,

---

* এ শ্লোকটী প্রাচীন।

যা দাও বিশুদ্ধ প্রেমে হইয়া তন্ময়,
তাহাই অমৃতরূপে পরিণত হয়।৬।

ভক্তিহীনা হি যা বুদ্ধিঃ শাস্ত্রমাত্রানুশীলনী।
পরমার্থং ন সা বেত্তি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥ ৭॥

ভক্তি নাই, শুধু করে শাস্ত্র আলোচন,
হেন বুদ্ধি নাহি বুঝে পরমার্থ ধন,
দর্ব্বী দেখ! নাড়ে চাড়ে সুমিষ্ট ওদন,*
কিন্তু সে মিষ্টের স্বাদ জানেনা কেমন।৭

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগৎসন্তর্পণঃ সদা।
প্রবর্ত্ততে যত্র যজ্ঞস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৮॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার
তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার,
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ভবনে তাহার
সদাই পরমানন্দে করেন বিহার।৮।

হিরণ্ময়ৈস্তৈরপি দীপ্যমানং
ন মন্দিরং মন্দিরমীশ্বরস্য।
মহাত্মনো বিশ্বজনীনবৃত্তেঃ
সাধোর্মনো মন্দিরমীশ্বরস্য॥ ৯॥

স্বর্ণ মন্দির তুমি করিয়া নির্ম্মিত,
প্রদীপ্ত রতনে তাহা কর সুসজ্জিত,
ঈশ্বরের তাহে নাহি হয় অধিষ্ঠান,
বিভবে ভোলে কি কভু বিভু ভগবান্?
যে মহাত্মা বিশ্বহিতে সঁপিয়াছে প্রাণ,
তারি হৃদে ঈশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান।৯।

ন প্রীয়তে স্বর্গনীরমণীয়পুষ্পৈঃ
ন প্রীয়তে সকলগাঙ্গজলৈরপীশঃ।
হৃৎপঙ্কজং বিমলভক্তিরসার্দ্রমেব
প্রীতিং হি ভক্তদয়িতস্য করোতি তস্য॥১০॥

সমস্ত গঙ্গার জলে নন্দনের ফুলে
পূজিলেও হরি নাহি চান মুখ তুলে,
ভক্তি-জলে ভিজাইয়া হৃদয়-কমল—
দিলেই হয়েন তুষ্ট ভকত-বৎসল।১০।

ন শান্তিরৈশ্বর্য্যবিলাসদীপ্তে
হর্ম্ম্যে স্থিরস্যো ধরণীশ্বরস্য।
তৃণাবশেষেষু জরত্তৃণেষু
সতাং কুটীরেষু সদৈব শান্তিঃ॥ ১১॥

রম্য রাজগৃহ যথা ঐশ্বর্য্য-বিলাস,
সে স্থান কদাচ নহে শান্তির আবাস,
সাধুর কুটীর যাহা জীর্ণ-শীর্ণ অতি,
সেই স্থানে সর্ব্বকাল শান্তির বসতি।১১।

ভবেঽস্মিন সলিলোদ্ভূতবীচিবুদ্‌বুদভঙ্গুরে।
জন্মভূমিহিতে প্রাণান্ যস্ত্যজেৎ সোঽমরো নরঃ॥১২

তরঙ্গ-বুদ্‌বুদ-লীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন;
জন্মভূমি-হিতে প্রাণ করে যেই দান,
সে নর অমর, সেই মহাভাগ্যবান্।১২।

যো জাতিধর্ম্মাদিবিভেদশূন্যঃ
স্বদেশজান্ বেত্তি নিজান্ কুটুম্বান্।
দধীচিবৎ লোকহিতায় যশ্চ
স বিশ্বপূজ্যো গুরুরাত্মদাতা॥ ১৩॥

জাতি-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম্ম করে না বিচার,
স্বদেশীমাত্রেই যার নিজ পরিবার;
লোক-হিতে আত্মত্যাগী দধীচি-সমান,*
বিশ্বের নমস্য সেই গুরুর প্রধান।১৩।

কল্পান্তকালে প্রচলেদ্ধি মেরুঃ
নাশং ব্রজেতামপি চন্দ্রসূর্য্যৌ।
স্বজন্মভূমাতরি বদ্ধভক্তেঃ
ন জাতু নাশঃ পতনং ন বাস্তি॥ ৪॥

মেরুও প্রলয়কালে হয় বিচলিত,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা হয় তিরোহিত,

---

* 'দর্ব্বী'—হাতা, খুন্তী ইত্যাদি। 'সুমিষ্ট ওদন'—মিষ্টান্ন।

* দানবগণের অত্যাচার হইতে লোকরক্ষার জন্য দধীচি মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া নিজ অস্থি দান করিয়াছিলেন।

জন্মভূমি-মাতৃপদে বাঁধা যার মন,
তাহারি নাহিক নাশ, নাহিক পতন।১৪।

সিন্ধুঃ গতো বারিকণঃ স্বরূপং
হিত্বা যথা সিন্ধুময়ত্বমেতি।
বিশ্বাত্মতাং বিশ্বহিতস্তথা যঃ
প্রয়াতি নিত্যোঽমরপূজিতোঽসৌ ॥ ১৫॥

বিন্দু যথা সিন্ধুমাঝে পতিত হইয়া
সিন্ধুময় হয় নিজ অস্তিত্ব ছাড়িয়া,
তেমতি যে বিশ্বহিতে অবিরত রত,
বিশ্ব-আত্মা-রূপে শেষে হয় পরিণত ;
যথার্থ অমর সেই এ মর ভুবনে,
অমরেও করে পূজা তাহার চরণে।১৫।

সাধোঃ পরার্থৈকফলং চরিত্রং
মধু ক্ষরত্যেব বিনাশকেঽপি।
অপূর্ব্বসৌরভ্যসুধাপ্রদানৈঃ
ছেত্তুর্মুদং চন্দন আতনোতি ॥ ১৬ ॥

পরহিত-সাধনাই সাধুর স্বভাব,
প্রাণঘাতকেও তার কি মধুর ভাব !
খণ্ড খণ্ড করি' যেই করিছে ছেদন,
পুলকিত করে তারে সৌরভে চন্দন।১৬।

পাটীর ! ধন্যং ভুবি জীবনং তে
প্রীণাসি দেহং চ মনঃ পুনাসি।
ত্বাং পিংশতো বা দহতোঽপি তৃপ্তিং
পুষ্ণাসি দিব্যেন হি সৌরভেণ ॥ ১৭॥

চন্দন ! ভুবনে ধন্য তোমারি জীবন !
তব সঙ্গে পূত স্নিগ্ধ হয় দেহ মন ;
চূর্ণ করি' যে তোমারে করিছে পেষণ,
যে তোমারে হুতাশনে করিছে দহন,
অপূর্ব্ব সৌরভে মুগ্ধ কর তার মন,
পরাহিতে আত্মত্যাগী কে আছে এমন?।১৭।

সর্ব্বত্র বাতি পবনোঽনিশমেব মৌনং
মৌনং দদাতি কিরণান্ তপনঃ শশী চ।
নিঃশব্দমেব কুসুমানি কিরন্তি বাসং
সাধুঃ সদা পরহিতানি করোতি মৌনম্॥১৮॥

নীরবে সর্ব্বত্র সদা বহে সমীরণ,
চন্দ্র সূর্য্য নীরবেই দিতেছে কিরণ ;
নিঃশব্দে কুসুম করে সৌরভ বিস্তার,
নীরবেই করে সাধু পর-উপকার।১৮।

ধনজনগৃহহীনো নৈব হীনো নরঃ স্যাৎ
অধমজনকুলো বা নৈব হীনো নরঃ স্যাৎ।
ন ভবতি খলু হীনো জ্ঞানবিজ্ঞানহীনঃ
জগতি ভবতি হীনো মাতৃভূভক্তিহীনঃ ॥১৯॥

ধনজনগৃহহীনে হীন নাহি কয়,
জন্মিলে অধম কুলে হীন নাহি হয় ;
বিদ্যা না থাকিলে হীন নাহি হয় নর,
মাতৃ-ভূমি-ভক্তিহীন, হীন সে পামর।১৯।

জয় জয় ভয়হারিন্ দীনহীনৈকবন্ধো !
জয় জয় জগদীশ প্রেমকারুণ্যসিন্ধো !
হর হর পরমাত্মন্ ! সর্ব্বদুঃখান্ধকারং
জ্বলয় হৃদ সুতানাং মাতৃভূভক্তিদীপম্ ॥২০॥

হে ভয়হারিন্ ! দীন-হীনের একমাত্র আশ্রয় ! জয় তোমার জয় ! হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু ! জগদীশ ! জয় তোমার জয়। হে পরমাত্মন্ ! তুমি এ সন্তানগণের হৃদয়ে অক্ষয় স্বদেশভক্তি-দীপ জ্বালিয়া দাও ! সকলের দুঃখান্ধকার দূর কর।২০।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

# বঙ্গমাতা।

( ১ )

ভারতের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তুমি বঙ্গদেশ,
ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত-মহিমার শেষ।
শিরেতে কাঞ্চনশৃঙ্গ শোভে গিরিবর,
পাদদেশ ধৌত করে বিশাল সাগর।
ভাগীরথী বহি সখী সখাগণ সনে
সাজায় তোমায় ক্ষেত্র বন উপবনে!
পবিত্র ওষধি বনস্পতি অগণন,
কুঞ্জে কুঞ্জে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ-কূজন,
সুজলা সুফলা তুমি শ্যামাঙ্গী শোভনা,
কোন্ দেশ তব সহ হইবে তুলনা?

( ২ )

আট কোটি সন্তানের তুমি মা জননী,
জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম শান্তি রতনের খনি!
উদার তোমার ক্রোড়ে সবে পায় স্থান,
আর্য্য কি অনার্য্য হিন্দু বৌদ্ধ মোসল্মান।
আর্য্যাবর্ত্ত হতে হেথা আসি আর্য্যগণ
মহত্তর সভ্যতার করিলা পত্তন।
পাশ্চাত্য জ্যোতির তাহে হইয়া সংযোগ
সাধিয়াছে চারু "মণিকাঞ্চনীর" যোগ।
শ্রী সম্পদ্ বিদ্যা গুণ হয়ে একস্থল,
দিন দিন তব মুখ করিছে উজ্জ্বল।

( ৩ )

মা! তুমি প্রসবিয়াছ কত সুসন্তান,
এক এক দিক্‌পাল কৃতী যশস্বান্।
ছাড়ি বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য দেবমূর্ত্তিগণ,
গত শত বর্ষ মাত্র করিলে গণন,
আদর্শ সন্তান তব রাজা রামমোহন,
অক্ষয়, বিদ্যাসাগর, শ্রীমধুসূদন,
হরিশ, রাজেন্দ্র, প্যারী, দেবেন্দ্র, কেশব,
কৃষ্ণদাস, মহেন্দ্র, বঙ্কিম গুণার্ণব।
আরো কত সুসন্তান ধরিলে উদরে,
রত্নগর্ভা বলি তোমা জগৎ আদরে।

( ৪ )

তব ভাষা দেবভাষা হতে সমুদ্ভূত,
কি সরল, কি মধুর, সর্ব্বগুণযুত।
কবি এই ভাষা লয়ে নানা ছন্দে বন্দে
গাহিছে রসাল গান মনের আনন্দে।
বাগ্মী এই ভাষা-শক্তি করি আলম্বন
সহস্র সহস্র প্রাণ করে উদ্দীপন।
সাহিত্য বিজ্ঞান কাব্য জীবনচরিত
উপন্যাস ইতিহাস হ'তেছে রচিত।
দৈবশক্তি এ ভাষায় রয়েছে নিহিত,
করিবেক একদিন বিশ্ব চমকিত।

( ৫ )

সত্য ধর্ম্ম বঙ্গে পুনঃ হইয়া উদয়
নবতেজে প্রচারিত ভূমণ্ডলময়।
স্ত্রীশিক্ষা বিধবোদ্বাহ, সমাজ-সংস্কার
বঙ্গ হ'তে চারিদিকে হতেছে প্রচার।
রাজনীতি দেশপ্রীতি তরঙ্গ উঠিয়া
প্লাবনে সকল দেশ দেয় ভাসাইয়া।
মুদ্রাযন্ত্র দিবা নিশি চলে অবিশ্রাম,
কত গ্রন্থ পুস্তিকা পত্রীর ধুমধাম!
বঙ্গবাসী অগ্নিহোত্রী অগ্নিমন্ত্র-বলে
ভ্রমিয়া ভারত অনুপ্রাণিছে সকলে।

( ৬ )

কিন্তু দীন পরাধীন তুমি মা জননী,
তব শিরে পড়িতেছে কতই অশনি!

দুর্ভিক্ষ মড়ক মাদকতা পাপাচার
রাজভয় দস্যুভয় অশেষপ্রকার।
রাজদণ্ডে আজি মা তোমার কলেবর
দ্বিখণ্ডিত, হায়! সন্তানেরা স্বতন্তর।
এক জননীর রক্ত যাদের শিরায়,
এক আশা—এক ভাষা যাদের সহায়,
কাঁদে তারা, তপ্ত প্রাণ জুড়াবার তরে,
"বন্দে মাতরম্" নাদ তাই ঘরে ঘরে।

(৭)

কেঁদনা কেঁদনা মাগো ধর ধৈর্য্য ধর,
বিপদ-ভঞ্জন তব সহায় ঈশ্বর।
তাঁর করুণায় আসিতেছে সুসময়,
তোমার সমৃদ্ধি সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়।
তোমার সন্তানগণ অগ্রণী হইয়া
বাঁধিবে একতা-ডোরে ভারতের হিয়া,
ধর্ম্মশীল কর্ম্মশীল হয়ে শীলবান্
দেশহিত-ব্রতে প্রাণ দিবে বলিদান।
তাদের রুধিরে পিতৃলোকের তর্পণে
জাগিবে এ ভারতের নরনারীগণে,
নব শক্তি প্রাণে প্রাণে হইবে সঞ্চার,
পতিত ভারত পুনঃ হইবে উদ্ধার।

---

# স্বদেশী আন্দোলন ও রমণীর কর্ত্তব্য।

(গতবারের শেষ)

এখন প্রশ্ন এই যে, পুরুষেরা যেমন স্বদেশানুরাগে উদ্দীপ্ত, স্বদেশের দুঃখে কাতর ও স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া স্বদেশের দুঃখ মোচন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, রমণীগণ কি তাঁহাদের মহৎ আদর্শের অনুসরণ এবং তাঁহাদের মহৎ কার্য্যের সমর্থন ও সাহায্য করিবেন না? রমণীগণ কি স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষদিগের শক্তির সহিত নারীশক্তি সম্মিলিত করিয়া জননী জন্মভূমিকে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিবেন না?

রমণীদিগের অবস্থার উন্নতি হইলে যে তাঁহারা পুরুষদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, এবং তাঁহারা যে স্বদেশী আন্দোলনের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা কি কি উপায় অবলম্বন করিলে স্বদেশের কার্য্যের উপযোগী মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি লাভ করিতে পারিবেন, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের জীবনের আদর্শকে উন্নত ও আকাঙ্ক্ষাকে মহৎ করিয়া তুলিতে হইবে। এ দেশের এই বড় দুর্ভাগ্য যে, আমরা আমাদের জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের অনেক মহৎ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি;

আমাদের গৌরব স্পৃহা লুপ্ত হইয়াছে; আমরা মানব-জীবনকে অতি ক্ষুদ্রভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমরা পুরুষ হই আর নারী হই, মহৎ হই আর ক্ষুদ্র হই, আমাদের প্রত্যেকের শয়ন, ভোজন ও সন্তানপালন ব্যতীতও যে জীবনের অনেক মহৎ লক্ষ্য আছে এবং সেই মহৎ লক্ষ্য পূর্ণ করিবার জন্যই যে দুর্লভ মানব-জন্ম, এ কথা ভুলিয়াই যাই। সেই জন্য এই অসীম বিশ্বে শুধু আত্মসুখেরই সন্ধান করিয়া বেড়াই; জগতের দ্বারে দুখানি হাত পাতিয়া কেবল সুখই পাইতে চাহি! কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে লিখিয়াছেন;—

"এ সুখ-ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে,
জাননা হবে দিতে আপনা!"

ইহা অতি সত্য কথা। সংসারের নিকট হইতে শুধুই ত আনন্দ, প্রীতি ও সুখ গ্রহণ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করি নাই। যেমন গ্রহণ করিব, তেমনি যে দিতে হইবে। প্রতিদিন প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই ফলপুষ্প-সমন্বিতা ধনধান্যপরিপূর্ণা ধরিত্রীর অঙ্কে বসিয়া, নিমেষে নিমেষে জীবনের পাত্র পূর্ণ করিয়া অমৃত রস পান করিতেছি; এ জন্য কি জগতের নিকট কোনও ঋণ নাই? কাহারও নিকট কি কোন বাধ্যতা নাই? কখনই নহে। স্বয়ং ভগবান্ প্রত্যেক নরনারীকে অদৃশ্য যোগসূত্রে এমন ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, এখানে প্রত্যেকের বাধ্যবাধকতা আছে; প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের কর্ত্তব্যের ঋণ আছে। সেই কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমরা যেমন স্ত্রী, পুত্র ও পতির জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিতেছি, তেমনি কি আমাদের জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণপণ করা প্রয়োজন নহে?

জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণপণ করায় শুধুই যে কঠোর কর্ত্তব্যের ভার লাঘব হয়, তাহা নয়। স্বদেশের সেবাতেই আমাদের যথার্থ গৌরব এবং সর্ব্বোচ্চ সুখ, তদ্ভিন্ন ভোগে যে সুখ, তাহা অতি নিকৃষ্ট। অতএব রমণীগণ কিরূপে স্বদেশের সেবার উচ্চতম গৌরব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই ভোগবিলাসের নিকৃষ্ট সুখ তুচ্ছ করিয়া জন্মভূমির পরিচর্য্যায় দেহ মন সমর্পণ করিবেন।

প্রত্যেক নারী যদি জীবনের এই মহৎ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে রমণীগণ মহৎ কার্য্যে কখনই পুরুষদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন না; তাঁহারা স্বদেশের প্রত্যেক হিতানুষ্ঠানে পুরুষের পার্শ্বে আসিয়াই দাঁড়াইতে পারিবেন, এবং আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা জীবনকে ধন্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু জীবনের এই মহৎ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলেই উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য দেশের

সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সে ত ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমান সময়ে ভদ্রগৃহের মেয়েরা প্রায় সকলেই বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে ও বাঙ্গলা বই পড়িতে পারেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের এই যৎসামান্য শিক্ষা বাজারের হিসাব পত্র রাখা, স্বামীর কাছে পত্র লেখা—এইরূপ দুএকটা আবশ্যক কাজ ছাড়া, প্রায়ই চুট্‌কি গল্প ও অতি অসার গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাতে অনেক সময় উপকারের পরিবর্ত্তে অতিশয় অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ চুট্‌কি গল্পগুলি অসার ও জঘন্য। এই কলিকাতা সহরের বটতলার অনেক অশিক্ষিত কুরুচিসম্পন্ন লোক মেয়েদের ঠকাইয়া দু পয়সা রোজগার করিবার জন্য অতি কুৎসিত গ্রন্থসকল রচনা করে এবং তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে। দুপুর বেলায় যখন বাড়ীর বাবুরা আপীসে যান, তখন ফেরিওয়ালাগণ গলিতে গলিতে ঐ সকল বই লইয়া বেড়ায়, আর হাঁক ছাড়িয়া বলে;—

"—বাইয়ের বেরোলো গুণ,
এক রাত্রে সাত খুন।"
"গিন্নির এবার হুকুম ভারি
দিতে হবে ঢাকাই শাড়ী।"
"দেশী কাপড় কিন্‌তে মানা,
গিন্নির চাই হীরার গহনা।"

"কি মজার বই, কে কিন্‌বে এস!" মেয়েরা ফেরিওয়ালাদের নিকট হইতে সস্তাদামে এই সকল বই কিনিয়া সন্তঃ বিষ গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু সহজ বাঙ্গলা ভাষায় এখন কত ভাল ভাল বই প্রকাশিত হইতেছে! বাঙ্গলা মাসিক পত্রে এবং আজ কাল বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় কত উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়। মেয়েরা যদি ধৈর্য্য এবং মনোযোগের সহিত একটু পরিশ্রম করিয়া ঐ সকল রচনা পাঠ করেন, তাহা হইলে কত উত্তম উত্তম বিষয়ই শিক্ষা করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা শুধু বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়াই প্রকৃত জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের অন্তরে মহত্ত্ব, স্বদেশানুরাগ ও সেবার ভাবও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে; তাঁহারা দেশের সকল কাজেই পুরুষদিগের কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারেন। যে সকল রমণী স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্য করিতেছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই যে, ইংরাজী শিখিয়াছেন, তাহা নয়। তাঁহারা অনেকেই হয় ত সামান্য বাঙ্গলা পড়িয়াছেন, কিন্তু সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র এবং উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা বই পড়িয়া স্বদেশের কার্য্যে অনুরাগিণী হইয়াছেন।

কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। আমার পরিচিতা কোন রমণী আমাকে বলিয়াছেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া এত উপকার পাইয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থের নায়িকা শান্তির ন্যায় তাঁহারও স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়া

স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে যোগ দান করিতে ঐকান্তিক অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র লোক শিক্ষার জন্যই তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম, এই তিন খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিলে রমণীদিগের স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইবারই সম্ভাবনা।

এই যেমন একদিকে মহিলাদিগের গ্রন্থাদি অধ্যয়নের বিষয় বলা হইল, ইহা ছাড়া বর্ত্তমান সময় সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে যে সকল মহিলা-সমিতি স্থাপিত হইতেছে, তাহাতেও রমণীদিগের যোগ দান করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রতি সপ্তাহেই সংবাদপত্রে দেখিতেছি, মফঃস্বলের পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত মহিলাদিগের সভাসমিতি হইতেছে। এই সকল সভা সমিতি দ্বারা মহিলাদিগের যে কত উপকার হইবে, তাহা চিন্তা করিলেই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই সকল সভাসমিতিদ্বারা রমণীদিগের আত্ম-চিন্তা জাগ্রত হইবে, আপনাদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, অন্তরে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হইবে; তদ্ভিন্ন তাঁহারা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশ সম্বন্ধে মহিলাদিগের কি করিবার আছে, সে বিষয়ে দু একটি সহজ কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহাদের সংকল্প যাহাতে দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতেছি অর্থের অভাব বশতঃ অনেক পুরুষের বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু গৃহকর্ত্রী রমণী-গণ যদি দেশের এই দুঃসময়ে বাঙ্গালীর মেয়ের চির-অভ্যস্ত কষ্টসহিষ্ণুতাকে আরো বর্দ্ধিত করিতে পারেন এবং সর্ব্ব-প্রকার বিলাস দ্রব্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক স্বদেশী দ্রব্যই ক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলেই পুরুষদিগের সংকল্প অটল থাকিতে পারে। গৃহকর্ত্রীগণ যদি বিদেশী বিলাসদ্রব্য স্পর্শ করিতে না চাহেন এবং পুত্র কন্যাদিগকেও যদি সেইরূপ সংকল্পে উত্তেজিত করেন, তাহা হইলে পুরুষেরা কিছুতেই দেশের এই দুর্দ্দিনে ঘরের টাকা পরকে দিয়া পরের স্পর্দ্ধা বাড়াইতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, স্বদেশের অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কেবলমাত্র দেশের অর্থশালী লোকেরাই অর্থ দান করিয়া সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন করিবেন, এরূপ অন্যায় আশা করিলে চলিবে না। মহিলাগণ এ বিষয়ে ইচ্ছা করিলে দেশের কার্য্যের কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারেন। আমি একটি বালিকার কথা জানি, সে সুন্দর পাখা তৈয়ার করিতে পারে। কাজ কর্ম্ম করিয়া যখন তাহার অবসর হয়, তখন সে পাখা তৈয়ার করে; এবং সেই পাখা

বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পায়, তাহা তাহাদের নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য দান করে। আজ কাল বাঙ্গলা দেশের অনেক মেয়েই কিছু না কিছু শিল্পকাজ শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের অবসর মত ঐ বালিকার ন্যায় কিছু শিল্প কাজ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং তাহা স্বদেশের কার্য্যে দান করেন, তাহা হইলে স্বদেশহিতৈষী পুরুষদিগের অনেক সাহায্য হইতে পারে। দেশের সহস্র সহস্র রমণী দেশের কাজে প্রতি সপ্তাহে যদি তিন চারি ঘণ্টা করিয়াও সময় দিতে পারেন, তাহা হইলে শুধুই যে স্বদেশের কার্য্যের সাহায্য করা হইবে, তাহা নয়; ধীরে ধীরে তাঁহাদের চিত্তে স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তা জাগ্রত হইয়া উঠিবে; তাঁহারা ক্রমশঃই স্বদেশের সেবায় আপনাদিগের শক্তি অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন এবং তাহাতে এক অভিনব তৃপ্তি লাভ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ মনে করিবেন। তাঁহাদিগের এই সকল মহদ্দৃষ্টান্তে গৃহের বালক বালিকাগণ স্বদেশের কার্য্যে উৎসাহী হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

---

## স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী দেবী।*

পৃথিবীতে অনেকেই ধন মানের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অসারতাতে ডুবিয়া নির্জ্জীব ভাবে জন্ম মৃত্যু বিবাহ—নিয়তির অবশ্যম্ভাবী তিনটী নিয়ম পালনপূর্ব্বক ধরণীর ধূলিতে মিশিয়া যান। গন্ধবিহীন কুসুমের মত ইহাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভগবানের এই ধরণীরূপ সুন্দর উদ্যানে স্বর্গের সৌরভপূর্ণ অনেক কুসুম ফুটিয়া নিজগুণে পৃথিবীর সকলকে বিমোহিত করে। আমার প্রিয়তমা ভগ্নী গিরিজা দেবী এই শ্রেণীর নারী ছিলেন। আমি যে কয়জন পুরুষ নারীকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজা করি, তন্মধ্যে তিনি একজন। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি এই মহিলার জীবন অনুকরণ করিতে পারিলে ভারত নারী ধন্য হইবেন।

প্রথম পরিচয়—পরলোকগতা ভগ্নী কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে আমার নিকট কোন প্রকারে পরিচিতা ছিলেন না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের বড় দিনের ছুটীর সময় বেলেঘাটার একটী একতালা বাটীতে হঠাৎ প্রভাত সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া একান্ত ব্রস্ত হইলাম। কারণ আমি তখনও মিসেস বেভারিজের (Miss Akroyd) ২২, বেণেপুকুর লেন স্থিত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম। বয়সও বেশী ছিল না, সংসারের কোনই

* ইনি নারীসুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ও স্বর্গীয়া বনলতা দেবী প্রভৃতি নারীরত্ন সকলের জননী।

ধার ধারিতাম না। কেবল রাত্রিদিন পড়িয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। বোর্ডিং স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অভিভাবিকা সকলেই ছুটি উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন কাজেই আমাকে সহপাঠিকার সহিত ঐ গৃহে আসিয়া স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ গাঙ্গুলীর নিকট অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক পাঠে নিযুক্ত থাকিতে হইত। আমিত বয়োজ্যেষ্ঠ বিধবা-বেশী একটী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে দেখিয়া তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত কোথায় করিব, এই ভাবনায় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু স্নেহময়ী ভগ্নী অল্প আলাপের পরেই আমার মনের ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন এবং বাটীর নিভৃত স্থানে আমার যে একটী ক্ষুদ্র উনান ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে ৯টার মধ্যে তাহাতেই ১০।১২ খানি তরকারী রাঁধিয়া পিতৃদেবকে ভোজন করাইলেন। পিতৃদেবের মুখেত গিরিজা দেবীর প্রশংসা ধরে না। এমন লক্ষ্মী গৃহকার্য্যে নিপুণা মেয়ে ব্রাহ্মসমাজে দেখাইবার যোগ্য ইত্যাদি কতই বলিলেন। আজ এত কালের ঘটনা কত জানাইব? আমি যে একান্ত সংসারানভিজ্ঞা বালিকা ছিলাম পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বর্গীয়া ভগ্নী ২।১ দিনের মধ্যেই ঘর সংসারের সকল কাজগুলি আপন হাতে লইলেন। আমাকে জোর করিয়া আহার করাইতেন, বিশৃঙ্খল বেশ সুশৃঙ্খল করিয়া দিতেন, সন্ধ্যা বেলা ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে উপন্যাসের ন্যায় তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনা বিবৃত করিতেন, আমি তন্ময়চিত্তে মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় সকল শুনিতাম।

২য় চিত্র—গিরিজাকুমারী সম্পন্ন মাতুল গৃহে জন্মাবধি সকলের একান্ত আদরের পাত্রী ছিলেন। শৈশবে একদিন সিন্দূর মাথায় অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া আত্মীয়দের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া সমবয়স্কাদের সহিত কতই ধূলি খেলা করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুঃখিনী জননী দেবীকে ভূ-লুণ্ঠিত দেখিলেন, তখনও বুঝিতে পারিলেন না যে তিনি হিন্দু গৃহে চক্ষের শূল বাল-বিধবা। বলা বাহুল্য সেই মুহূর্ত্তে আদর যত্ন সকলি চলিয়া গেল। তাঁহার শ্বশুরালয়ের কেহই ভাবিলেন না, পিতৃহীনা শিশু বিধবার কি উপায় হইবে। গিরিজা দেবীর জননী আদর্শ নারী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা উৎসাহী ব্রাহ্ম। ইহাদেরই গুপ্ত উৎসাহে ও সাহায্যে গিরিজা দেবী পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব মধ্যে আসিতে সক্ষম হন। ইনি সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে আমার গৃহে আগমন করিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার ফলে বালিগঞ্জস্থ বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার ভাবে গৃহীত হন এবং স্বর্গীয় ৮ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্চর্য্য অধ্যাপনাগুণে অল্প দিন মধ্যেই প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করেন। (ক্রমশঃ)



স্বর্গীয় গিরিজাকুমারী দেবী

পরলোকগত—১৪ই 　　১৩১২

# নূতন সংবাদ।

১। বরিশালে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বদেশহিতৈষীদিগের প্রতি অত্যাচারহেতু ভারতের সর্ব্বস্থানে সাধারণ সভা হইয়া তাঁহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ ও অত্যাচারী পুলিস প্রভৃতির কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। হাইকোর্টে রীতিমত অভিযোগও উপস্থিত হইয়াছে।

২। মাননীয় গোখলে স্বদেশের কার্য্যে ৬ মাসের জন্য পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

৩। বর্দ্ধমানের কমিসনর গত ২৩এ এপ্রেল হুগলীতে স্থানীয় গণ্য মান্য লোকদিগকে লইয়া এক সভা করেন, তাহাতে কলিকাতা মূকবধির-বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। শিক্ষাগুণে বোবায় যে কথা কয়, তাহা না দেখিলে লোকের প্রত্যয় হয় না।

৪। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী জম্মুতে প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৫। বোম্বাইয়ে লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক দরিদ্রনিবাস নির্ম্মিত হইবে। সার করিমভয় ইব্রাহিম অভ্যর্থনা-ফণ্ডে ৫০ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয়। তিনি স্বয়ং আর ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৬। গত ২৫এ এপ্রেল পার্লেমেণ্টের কমন্স সভায় কের হার্ডি স্ত্রীলোকদিগের মত দিবার অধিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। তাহাতে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়।

৭। কালিফর্ণিয়ার সানফ্রান্সিস্কো পৃথিবীর মধ্যে একটী মনোহর নগরী ছিল, সম্প্রতি ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হইয়াছে। তথায় মৃতের সংখ্যা সহস্রাধিক এবং আহতের সংখ্যা ১০ সহস্রাধিক। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

৮। গভীর দুঃখের সহিত কয়েকটী মৃত্যু সংবাদ দিতেছি :—

(১) গত ২৫এ এপ্রিল বামাবোধিনীর লেখিকা অশেষগুণবতী বিদুষী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। (২) মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি আই ই গতাসু। ইনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সংস্কৃত চর্চ্চার বিস্তারক এবং স্ত্রীশিক্ষা-হিতৈষী ছিলেন। (৩)গত ১লা বৈশাখ বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রামদাস সেনের জননী ও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল দেবীস্বরূপা লক্ষ্মীমণি ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গগত।

---

# বামারচনা।

## নব বর্ষের প্রতি।

ফেল সখে! যবনিকা অতীতের গায়।
সে যেন অসহ্য ব্যথা প্রাণে না জাগায়॥
যতটা সম্ভব সখে! মুছো আঁখিজল।
ভগ্নপ্রাণে যদি পার দিয়ো কিছু বল॥

(আজি)বিধির করুণা-রাশি জগত ডুবিছে।
শ্যামলা প্রকৃতি সতী হরষে হাসিছে॥
পশিবে কি কানে হায়! সে অমৃত বাণী?
ভুলিব সকল ব্যথা—বলিব অমনি :—
"সকলি সম্ভব নাথ তোমার কৃপায়,
কে আমি করিব তবে মিছা হায় হায়?"
যে আলোক-রেখা হেরি চলেছে চরণ
উষর জীবন-পথে—না হয় নির্ব্বাণ
সেই আলো-রেখাটুক—সুধু ভিক্ষা চাই।
বিমানে উড়িতে চাই—হায়! পাখা নাই॥
যেখানে সুগন্ধি ফুল, লও মোরে তথা।
সৌরভে ভুলিব যত অতীতের ব্যথা॥
যেখানেতে গেহ মম—যাও তথা নিয়ে।
ধন্য এ জীবন হবে আত্মজন পেয়ে॥
শ্যামলতা-পূর্ণ হবে বিশুষ্ক জীবন।
বাঞ্ছিতেরে পেয়ে বাঞ্ছা হইবে পূরণ॥
পুরাতন ডুবিয়াছে—ডুবুক নিভৃতে,
মৃত্যুরে তাড়ায়ে প্রাণ ভাসাও অমৃতে।

শ্রী—ভা।

---

## পুরাণ এ রাত দিন।

সেই কাল, সেই মাস, সেই ত উষার বায়,
সু-ধীরে সে দিন মত পশিল পরাণে হায়!
সুদূর সু-নীলাকাশে,
শশাঙ্ক তারকা হাসে,
সুনীল বসনে যেন হীরকের বুটী প্রায়,
রজত-জ্যোছনা সেই মাখান ধরণী-গায়।১।
দয়েল, পাপিয়া, পিক, সেই বসন্তের সাথী
ছড়ায় মধুর কথা, মধুর আমোদে মাতি।
সেই গোলাপের হাসি,
পরাণ পরশে আসি,
ফিরে আসে সেই দৃশ্য, অতীত অমৃত স্মৃতি।
আবার আবার কেন জ্বলিল নিবন্ত বাতি?২
মলয় অনিল সেই মাখিয়া সুরভিরাশি,
অযতনে—অনাদরে, তবু দেখা দেয় আসি।
তেমনি সোহাগে হায়,
কেন হৃদি ছুঁয়ে যায়,
জাগায় নূতন করি সে দিনের ভাবরাশি,
এ জনমে যেই দিন অতীতে গিয়েছে
মিশি।৩
নব বরষের সাথে সকলি আসিল সেই,
সকলি আসিল, কিন্তু সে দিনের কিছু
নেই!
সেই ত প্রকৃতি রাণী,
হাসিমাখা মুখখানি,
সকলি তেমনি, সুধু হৃদয় বিভোর সেই
ছুটেছে সে ঘুমঘোর, সে ভাব পরাণে
নেই।৪
হৃদয়-কুটীরে মোর যে ভাবের ছবিখানি,
বিরাজিত অহরহ ভূলোক দ্যুলোক
জিনি;
ধ্যেয়, পূজ্য, প্রেমাধার,
অনাহত সহস্রার—
আমার পুরাণ বেদ, যাহার মুখের বাণী,
আজিরে কোথায় মোর সে মহার্ঘ ভাব
খানি?৫
সুন্দর সুখের ধরা, জীবনের সেই দিন,
সে যে গো জনম মত অতীত আঁধারে
লীন।

সব হারে যার কাছে,
সে শুধু অভাগ আছে,
হরষ বিষাদ বাধা, সবি নূতনত্ব-হীন,
পুরাণ জীবন মন, পুরাণ এ রাত দিন।

শ্রীহরিমতি দেবী।

---

## কেন সে চলে গেল ?

দেখিনি তাহারে কেহ
চিনিত না সে এ গেহ,
কারো সাথে হেথা তার না ছিল আলাপ;
অপূর্ব্ব অপরিচিত
সহসা সে উপনীত,
আমাদের গৃহ-মাঝে ! কি দুঃসহ তাপ !
যদি সে আপনি এল,
কেন তবে চলে গেল
অসহ্য বেদনা অশ্রু দিয়া অনুতাপ !
এহৃদি বিদরি যায়,
এত কি কঠিন হায় !
সে ক্ষুদ্র হৃদয়তল ! একি পরিতাপ !১

হেথা অতিথির বেশে
আপনি ত আসিল সে,
দিলাম আশ্রয় তারে আমরা সাদরে ;
মাতৃবক্ষ পূর্ণ স্নেহ
স্বজন মুখর গেহ !
সবার কৌতুক দৃষ্টি তাহারি উপরে।
তবু সে না রহি হেথা,
প্রদানি বিষম ব্যথা
বিপন্ন আত্মীয়-বক্ষে কোন্ দেশান্তরে—
কেন গো সে চলে গেল ?
আর নাহি ফিরে এল !
হতাশ ব্যাকুল দৃষ্টি তাহারই তরে !২

ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র দেহ
এত কি নিষ্ঠুর কেহ,
দিতে পারে এত দুঃখ আপনার জনে !
কি অভাব তার হ'ল
কেন গো সে চলে গেল ?
কি তাহার মর্ম্মব্যথা জানিব কেমনে ?
কি জাগ্রতে কি স্বপন
করি নাই অযতন,
মুহূর্ত্তের তরে তারে—তবে কি কারণে
এতগুলি হিয়া মরি !
ব্যথিত—তাপিত করি,
চলে গেল স্পন্দহীন মুদিত নয়নে !৩

হায় ! শিশু,
কি নির্দ্দয় পুত্র আজ,
করিলি শত্রুর কাজ,
শেল-বিদ্ধ মাতৃবক্ষ তুই ত করিলি ;
মাতৃ-স্নেহ গুরু ভার,
প্রতিদান একি তার ?
কোথায় আশ্রয় তোর কোথায় চলিলি !
আজিও এখনো ওরে
আমরা চাহি যে তোরে ;
এসুখ আনন্দ রাশি কেমনে হরিলি ?
আপনি হাসিয়া এসে,
কেন এ নির্দ্দয় বেশে,
ত্যজিলি এ গৃহ ; চিত্ত কাহারে সঁপিলি !
সন্ধ্যার আঁধার ছায়
কোথায় রহিলি হায় !
ফিরে আয়, যাদু আয়, কোথায় রহিলি,
শেল-বিদ্ধ মাতৃবক্ষ কেন রে করিলি ?৪

ভগ্নপ্রাণা পিসী মা শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

# Bamabodhini Patrika.

On the 25th April last Mr. Hardie moved in the House of Commons a Resolution in favour of women's franchise.

---

We are glad to hear of the recovery of Mr. B. Havell, Principal of the Government School of Art, who is a true friend of India.

---

We offer our sincere condolence to to Mrs. Kamala Sathianathan, the renowned Editor of the Indian Ladies' Magazine for the sudden and premature death of her husband Dr. Sathianathan, a patriot, philosopher and noble-hearted gentleman. At the request of the American University he went to America and delivered a course of lectures on Hindu Philosophy. On his way back home, he died in Japan.

---

The Tsar ceremoniously opens the Duma or Russian Parliament on the 10th of May next.

---

The following anecdotes about women will be read with interest.

1. "On November, 6, 1854 Florence Nightingale, the pioneer of army nursing, landed at Scutari with some English nurses, to tend the sick and wounded, who had been undergoing frightful suffering during the Crimian War. The gratitude of the men was such, that as she passed along the wards at night, they used to turn and kiss her shadow, a circumstance which Longfellow celebrated in one of his beautiful poems.

2. Jeanni d' are, the inspired peasant girl having come to the rescue of her country led the French troops to victory against the English and succeeded to present to Charles VII, the key of the citadel of Orleans from which she forced the enemies to retire.

3. On the 1st anniversary of the Declaration of Independence July, 1777, some American girls made the first American Flag cutting up their best silk dresses for the purpose. This flag they presented to Commodore Paul Jones, the Founder of the American Navy, and he hoisted it on his flag-ship and fought under it till his ship after a glorious victory, sank, riddled with shot, the flag flying till it was swallowed up by the sea.

4. When Napoleon was First Consul, he was one evening reading to his wife Josephine from the works of Voltaire. Having recited the verse in which Antony flatters Cæsar as king, Napoleon exclaimed to Josephine "you shall be more than a queen—you shall be an Empress". On the 2nd December 1804 the prediction was realized and Napoleon and Josephine were crowned at Notre Dame in Paris.

5. Christophus Columbus, the great Navigator, endeavoured to persuade Ferdinand and Isabella of Spain that a new world lies beyond the sea. All scoffed at the assertion, except Queen Isabella, who believed in him and assisted him by all means in her power, to undertake the voyage which resulted in the discovery of America in 1492.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 514. June, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

| ৪৪ বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩। জুন, ১৯০৬। | ৮ম কল্প। |
|---|---|---|
| ৫১৪ সংখ্যা। | | ৩য় ভাগ। |


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

ছোট লাটের ছুটি—সার আণ্ড্রু ফ্রেজার ৬ মাসের ছুটি লইয়া বিলাত যাওয়াতে রেবিনিউ বোর্ডের জ্যেষ্ঠ সভ্য মাননীয় এল হেয়ার তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন।

কোনও সহযোগী এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের অর্থের অপব্যয় দেখাইয়াছেন। একত এক ছোট লাটের স্থানে দুই মহাত্মাকে দ্বিগুণ বেতন দিতে হইতেছে, আবার সার ফ্রেজার পুরা বেতন পাইবেন, তাঁহার প্রতিনিধিও পাইবেন। অর্থাভাবে প্রজারা নিরন্ন, কিন্তু রাজকোষে অর্থ ধরে না।

---

লেডি মিণ্টোর বীরত্ব—পালামৌ জঙ্গলে এক বাঘিনীকে গুলি করেন। বাঘিনী গুলি খাইয়া ৪ মাইল দূরে ছুটিয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহার উদর চিরিয়া দুইটী অপূর্ণাঙ্গ শাবক পাওয়া যায়। একগুলিতে ৩টী প্রাণিবধ, ইহা কি মাতৃ-প্রকৃতি বীরাঙ্গনার আদর্শ? লেডী ডফারিন যে সাধু আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই উচ্চপদস্থ রমণী-দিগের অনুকরণীয়।

---

দুর্ভিক্ষ—ভারতে ইতিমধ্যে সপ্তাহে ১০ লক্ষাধিক দুর্ভিক্ষপীড়িতকে সাহায্য করিতে হইতেছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেও সাহায্যদানের প্রয়োজন হইয়াছে।

যুক্তরাজ্য—১,৭৪০০০, রাজপুতানা—৬,৬৬,০০০, দেশীয় রাজাদের রাজ্য—১৫,০০০, মধ্যপ্রদেশ—১,১০,০০০, বোম্বাই—৭০,০০০, পঞ্জাব—১০,০০০।

এবার গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক, নতুবা পরিণাম ভয়ানক হইবে। ঢাকার ভাওয়াল রাজসরকার জমীদারীর দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। সকল জমীদার প্রজা রক্ষায় তৎপর হউন।

স্ত্রী চিকিৎসা—দিল্লীর হিন্দু মুসলমানগণ মিলিয়া একটী ধাত্রীশিক্ষালয় খুলিতেছেন। তৎসঙ্গে স্ত্রী-হাঁসপাতালও থাকিবে।

---

অলিম্পিক গেম—গ্রীশে এই অতি প্রাচীন মেলার পুনরুজ্জীবন হইয়াছে। ক্রীড়ায় ৫৩ জন প্রতিযোগী হন, ২৬ মাইল পথে দু সারি লোক দণ্ডায়মান হয়। হেরিঙ সাহেব ২ঘণ্টা, ৫১ মিনিট এই পথে দৌড়িয়া প্রথম হইয়াছেন। মার্কিনেরা ১১টী, ব্রিটিশেরা ৪টী ও গ্রীকেরা ৩টী বাজী জিতিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে অলিম্পিয়া ক্ষেত্রে ৪ বৎসর অন্তর গ্রীকজাতির মহামেলা হইত এবং মাসাধিক ব্যাপিয়া ক্রীড়া, ব্যায়াম, বক্তৃতা কাব্যালোচনা প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া জেতাকে অলিব পত্রের মুকুট প্রদান করা হইত। রাজারাও সে মুকুটের জন্য লালায়িত হইতেন। ভারতীয় কংগ্রেসে এইরূপ জাতীয় মেলার প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

---

বাসন্তী মেলা—ইহা ইউরোপে "May day" বলিয়া অভিহিত। বার্লিন্, ভায়েনা রোম ও মাড্রিড প্রভৃতি স্থানে ইহা শান্ত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্যারিসে গোলযোগ হওয়াতে ১৫০ জন দৌরাত্ম্যকারী ধৃত হয়, তন্মধ্যে ৭০ জন বিদেশী।

---

রুসীয় রাজমন্ত্রী—কাউণ্ট ডি উইট যিনি জাপানের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রুসিয়াকে রক্ষা করেন, তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

---

মহাকালী পাঠশালা—মহারাণী মাতাজী পাকা দলিল করিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে স্থায়ী সভাপতি, তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারীকে ও হাইকোর্টের উকীল বাবু প্যারীচরণ মজুমদার এম এ বি এলকে সম্পাদক এবং আরও কয়েকজন লোককে লইয়া এক কমিটী করিয়াছেন। মহারাজ ও মাসের জন্য অতিরিক্ত ৪০্ টাকা হিসাবে চাঁদা দিবেন।

---

ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত—ইহা আজও চলিতেছে। ইটালির রাজা ইমানুয়েল সস্ত্রীক ইহা পরিদর্শন করিয়া প্রজাদিগের ভয়শান্তি করিতেছেন। ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ডও সস্ত্রীক দেখিতে গিয়াছিলেন।

চারুপাঠের পাঠক পাঠিকারা ইহার ভয়ঙ্কর বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। এবার জীবণহ কম হইলেও নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও নগর ধ্বংস হইয়াছে। নেপল্স মহানগরের ঘোর দুর্দ্দশা। পম্পিয়াই প্রভৃতির যে সকল ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছিল, তাহা আবার ভূগর্ভসাৎ হইল।

---

সানফ্রান্সিস্কো—ভূমিকম্পের পর অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে নিরাশ্রয় করিয়াছে। কত কোটি কোটি টাকার গৃহসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে!

সভ্য জগতের একটী সুনিয়ম প্রশংসনীয়। জীবনবীমার ন্যায় অগ্নিবীমা কোম্পানী সকল (Fire Insurance Cos.) আছে। সানফ্রান্সিস্কোর অধিকাংশ গৃহের এইরূপ জামীন থাকাতে বাড়ীওয়ালাদের ক্ষতি বোধ হয় নাই। কোম্পানীরা নিজব্যয়ে নূতন বাটী সকল তৈয়ার করিয়া দিবে।

---

লোকান্তর—(১) নৈহাটীর বাবু

প্রসন্ন কুমার বসুর মাতা ১০৬ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ভক্তিমতী ও দয়ালু রমণী ছিলেন।

গত ৩রা মে (২) শ্রীহট্টবাসী শ্রীমান্ রমাকান্ত রায়ের—মৃত্যুতে একটী জাতীয় মহা ক্ষতি হইয়াছে। ইনিই সর্ব্ব প্রথম শিক্ষার্থ জাপানে গিয়া খনিবিদ্যার পারদর্শী হইয়া তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন এবং আপনার দেবচরিত্রে জাপানবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন। জাপানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে বীরের ন্যায় আত্মোৎসর্গ ও অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার আদর্শ জীবন বঙ্গযুবকদিগের অনুকরণীয়।

হাইকোর্টে নূতন জজ—ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিমলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে ব্রতী হওয়াতে মেঃ বি এন গুপ্ত তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ হইলেন।

হাইকোর্টে মোকদ্দমা—সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিয়াছিল। ইহার আপীল খাকরগঞ্জে হইবে। বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটী অভিযোগে হাইকোর্ট "রুল" বাহির করিয়াছেন।

## বঙ্গবাসিনীর চিন্তা।

স্বদেশের উন্নতির জন্য মনে মনে একটু ঝোঁক অনেক আগে হইতে থাকিলেও সত্য সত্যই যে জাতীয় মহাযজ্ঞে আমাকেও এক আহুতি হইতে হইবে, আর সত্য সত্যই আমার মাথামুণ্ড এমনতর "বিকৃত" হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। এখন যে সময়ে আমার নিজের প্রতি আমার আত্মীয় বন্ধুর প্রতি এবং আমার দেশের প্রতি মনঃসংযোগ করি, তখন এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়া "অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি" মনে হইতে থাকে—আমি বিস্মিতা হইতে থাকি।

কোন্ সময়ে আমার এমন দশা হইল, তাহা আমি বলিতেছি। আমি স্বদেশসেবকদিগের অনুগ্রহে কিম্বা নিগ্রহে যে দিন প্রথম বিলাতী বস্ত্র ছাড়িয়া স্বদেশী বস্ত্র পরিলাম, যখন সেই বস্ত্র নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া আমার গায়ে খস্ খস্ করিতে লাগিল, তখন আমার সেই চির-অভ্যস্ত চিক্কণ মসৃণ আরামজনক সভ্যতাক্ত বিলাতী বস্ত্রের কথা মনে পড়িতে লাগিল; ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রসাদে বহুকাল পর্য্যন্ত যে কি আরাম—কি আর্থিক সচ্ছলতা উপভোগ করিয়াছি, তাহা মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে পড়িতে লাগিল আমাদের দেশের বস্ত্রবয়নকারীদিগের অকৃতিত্ব! হায়! তাহাদের যদি যোগ্যতা থাকিত, তবে কি আমরা আজি বিলাতী বস্ত্রে এ

রকম আসক্ত হইতাম? দেশের বাসন যদি সুলভ হইত, তবে কি এনামেল বাসনে অনুরক্ত হইতাম? অতএব স্বদেশকে ভাল বাসিলেও স্বদেশী বস্তু গ্রহণ করিতে যে ভাল লাগে না, এ দোষটা কাহার?

আমার প্রবন্ধের এই অংশ পড়িয়া আমার স্বদেশ-বৎসলা ভগিনীগণ আমাকে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু বলিব কি, আজি যদি আমার সে দিন থাকিত, তাহা হইলে বিলাতী বস্ত্রের সহিতও আমার চির বিরহ সংঘটন হইত না, আমার প্রিয় ভগিনীরাও আমাকে ধিক্কার দিবার সুযোগ পাইতেন না, আর বামাবোধিনীরও এ কর্ম্ম ভোগ ভুগিতে হইত না; বলিব কি—আমার সে দিন ফুরাইয়া গিয়াছে।

"দোষটা কাহার?" এ বিষয় আলোচনা করিবার আগে একটী কথা আমার মনে পড়িল। প্রথমে মনে পড়িল আমার স্নেহ-ময়ী মা'কে, পরে অন্যদের ধনাঢ্যা জননী সকলকে। জগতে রূপ, গুণ, ধন মান এবং সৌভাগ্যে হয় তো আমার আরাধ্যতমা দেবী—আমার মা'র অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠতরা মহিলা আছেন, কিন্তু আমার হৃদয়—আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আমার মাতৃপদেই প্রণত হইয়া আছে। আমার মা'র অপেক্ষা যিনি যতই গরীয়সী বলিয়া খ্যাতিসম্পন্না হউন না কেন, আমার মাতৃদেবী আমার সকলের উপরে। আমার মা'র যাহা ত্রুটি, যাহা অসম্পূর্ণতা, যাহা অগৌরব, তাহা লইয়াই আমি আর সকলের মা'র অপেক্ষা আমার মা'কে অধিক ভালবাসি। তবে আমার সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শ্যামা সুন্দরী বঙ্গজননী! সকলের দেশের অপেক্ষা তোমাকে আমি অধিক ভাল বাসিব না কেন? তোমার যাহা ত্রুটি, তোমার যাহা অসম্পূর্ণতা, তোমার যাহা অগৌরব, আমার কাছে সে সবও বড় সুখের, বড় আদরের এবং বড় গৌরবের বলিয়া বিবেচিত হইবেনা কেন? এত দিন যে তোমার কোন বস্তু ব্যবহার করিতে পাই নাই, তাতেই তো আমি মরমে মরিয়াছিলাম, আজি তোমার কোল পাইয়া বুঝি নবজীবন লাভ করিলাম!

ইহার পরে যখন "দোষটা কাহার?" আলোচনা করিতে লাগিলাম, তখন আমার হৃদয়ে আঘাতের পরে আঘাত লাগিল; সেই সব আঘাতে আমার হৃদয় ভাঙিয়া চূরিয়া আর এক রকম হইয়া গেল।—আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বিপরীত পথে চালিত হইল।

বলিতেছিলাম এদেশে ভাল কাপড় এবং সুলভ ও সুযোগ্য অনেক জিনিসই পাওয়া যায় না, এ দোষটা কাহার? দোষটা কি বিদেশী বণিকের? যাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে যাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, তাহারা আমাদিগকে অলস, নিশ্চেষ্ট ও অকর্ম্মণ্য করিয়া আমাদের ধনরত্ন—আমাদের দেশ-লক্ষ্মীকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া যাইবে?

তাহারা আমাদের মুখের গ্রাস আমাদের হাতে রাখিয়া, আমাদের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কাজের উন্নতিসাধন করিয়া আমাদের কমলাকে আমাদের ঘরে অচলারূপে প্রতিষ্ঠা করিবে? ইহার কোন্‌টা সঙ্গত? অতএব এই বাণিজ্য-কুশল, অর্থপ্রিয়, স্বার্থপর বণিক্‌গণ দোষী, না যে হতভাগ্য নির্ব্বোধ জাতি ইহাদিগের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া, কর্ম্ম-ফল অদৃষ্টের উপরে চাপাইয়া, পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা লইয়া, অহিফেণ-ভোজীর মত অর্দ্ধোন্মীলিতনেত্রে ঢুলিতেছিল, সেই হতভাগ্য জাতি দোষী? ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানের তন্তুবায়গণ, বহরমপুর, খাগড়া, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের কাংস্যকারগণ, মুর্শিদাবাদের কর্ম্মকারগণ, ঢাকার শংখকারগণ যে জাতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতি যে অলস, অকর্ম্মণ্য এবং পরমুখাপেক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। অতএব বিদেশীয় বণিকের দোষও বেশী নহে; দেশের কারিগরেরা ও বেশী দোষী নহে; এ বিষয়ে বেশী দোষী—অমার্জ্জনীয় দোষী আমরা অর্থাৎ দেশের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিগণ।

আমাদের প্রথম ও প্রধান দোষ অপরিণাম-দর্শিতা। সকলেই জানেন যাহারা অপরিণামদর্শী, তাহাদের সরলতা ও নির্ভরশীলতা পরিণামে নির্ব্বোধতা ও জড়তা আনয়ন করে। আমরা কি না অত্যন্ত অপরিণামদর্শী, তাই বণিক্‌দিগের প্রলোভনে যোল আনা বিশ্বাস করিয়াছিলাম; তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া নিজেদের স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাহাদের পায়ে ভর করিয়া আপনারা উঠিয়া দাঁড়াইতেছিলাম। আমরা যে আমাদের অবস্থা বুঝিতেছিলাম না এমন নহে; কিন্তু প্রতীকারের সাধ্য হারাইয়াছিলাম; তখন মহাত্মা খ্রীষ্টের উপদেশ মনে করিয়া বামগণ্ডে চড় খাইয়া দক্ষিণ গণ্ড পাতিয়া দিতেছিলাম! এখন সকলে বিচার করিয়া বলুন, দোষটা কাহার?

মানব যাহাই করুক না কেন, এক অদৃশ্য মঙ্গলময়ী মহাশক্তিবলে সে পরিচালিত। আমরা যতই পর্য্যালোচনা করি, ততই অনুভূত হয় যে মানবের স্বাভাবিকী শক্তি যখন আঘাতপ্রাপ্ত বিশেষতঃ বিধ্বস্ত হয়, তখনই এই মহাশক্তি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই শক্তিই গীতায় "সম্ভবামি যুগে যুগে" উক্ত হইয়াছেন। সৌভাগ্যই বল আর দুর্ভাগ্যই বল, আজি বাঙ্গালির অধঃপতনের শেষ সীমা। বাঙ্গালি ঘরের অন্ন পরের হাতে দিয়া উপবাসে মরিতেছে; তাহার পরিধেয় বস্ত্র, রোগের ঔষধ, তৃষ্ণার জল, শিশুর খেলানা, যুবকের গ্রন্থ—তাহার কালি, কলম, কাগজ, তাহার বাক্স, দেরাজ, আয়না, চিরুণী, তাহার বাগান, বিছানা, প্রায় সমস্ত গৃহসজ্জা, অধিক কি দেশলাইটী পর্য্যন্ত বিদেশী বণিক্‌

যোগাইতেছে। ইহার অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ক্লেশ এই যে, বাঙ্গালির যিনি রক্ষক পালক, সেই সুসভ্য সদাশয় রাজা—যে রাজার প্রজা হইয়া বাঙ্গালি সৌভাগ্য মানিতেছে, সেই রাজাও বিদেশী বণিকের অনুকূল। বণিকেরা যতই কার্য্যকুশল, যতই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হউক না কেন আমাদের রাজার আনুকূল্য না পাইলে এ রকম করিয়া বাঙ্গালির দুরবস্থা করিতে পারিত না। এখন বল দেখি এ দেশবাসী অনশনে বা অর্দ্ধাশনে মরিবে না কেন? এক চাকরির উপরে সাত কোটি লোকে নির্ভর করিলে যাহা ঘটনা হয়,তাহাতো আমরা সকলেই দেখিতেছি—ভোগ করিতেছি। * এমন অধঃপতন আর কোন্ জাতির হইয়া থাকে?

এতদিন বাঙ্গালি কেবলই কাঁদিত।—সাত কোটি মানুষ অবকাশ মত কেবলি "নীরব রোদন" করিত। বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি কিছু কিছু প্রতীকার-চেষ্টা করিত, কিন্তু বাঙ্গলা কোন দিন প্রতীকার-চেষ্টা করে নাই। তৃণ-গুচ্ছ-দ্বারাও যে মত্ত হস্তীকে বন্ধন করা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সমষ্টীভূত হইলে যে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করা যায়, আমরা এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাই বাক্যতঃ এক রকম বলিয়া কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ উল্‌টা করিয়া আমরা দিন কাটাইয়া দিতেছিলাম।

সুতরাং আমাদের দুর্ভাগ্যের এই চরম সীমা দেখিয়া, লর্ড কর্জ্জনের হস্ত দিয়া, বিধাতা আমাদিগকে আঘাত করিলেন। সেই দারুণ শেলাঘাতে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম কথায় আর দিন চলিবে না, এখন কাজ করা চাই।

কিন্তু ঘুম ভাঙিলেও ঘুমের ঝোঁক শীঘ্র যায় না; প্রকৃতিস্থ হইতে সময় লাগে। তাই "কাজ করা চাই" বুঝিলেই যে অমনি কার্য্যকুশল বাঙ্গালি দলে দলে বাহির হইবে, "দেশী কাপড় চাই" বলিলেই যে সাত কোটী বাঙ্গালির জন্য চৌদ্দ কোটি উত্তম কাপড়ের বস্তা হাজির হইবে, সে দ্রৌপদী বা নলরাজার যুগ অনেক দিন অতীত হইয়াছে।

তথাপি এবারে বঙ্গদেশে সত্য সত্যই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। "বাণিজ্যে

---

* অনেকে বলিতেছেন দুঃখের পরে সুখ অনিবার্য্য. তাই এবারে বাঙ্গালি, বড় বড় চাকরি পাইয়াছেন।—অর্থাৎ এবারে কলিকাতা হাই-কোর্টে বঙ্গবাসী চীফ জষ্টিস,বঙ্গবাসী য়্যাড্ ভোকেট জেনারল এবং বঙ্গবাসী ক্লার্ক অব্ দি ক্রাউন হইয়াছেন। আমরা বুঝিতেছি, লর্ড ডালহাউসীর পরে লর্ড ক্যানিং, লর্ড লিটনের পরে লর্ড রিপণ এবং লর্ড কর্জ্জনের পরে লর্ড মিণ্টো—আমাদের দুর্ভাগ্যের পরে সৌভাগ্যের মত উদিত হইতেছেন। আমাদের যতই দোষ থাকুক না কেন, আমরা অকৃতজ্ঞ নহি; বাঙ্গালির পদোন্নতির জন্য গবর্ণর জেনারল মহোদয়ের নিকটে একান্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া এই দরিদ্র প্রজাদিগের শিল্প, সাহিত্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি বিধানের সহায়তা করুন। এ অধমেরা স্বাধীনভাবে পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচুক। প্রঃ লেঃ।

বসতে লক্ষ্মীঃ'' যাহাদিগের মূল মন্ত্র ছিল, সেই বাঙ্গালি জাতি অনেক আঘাত পাইয়া, বিদেশীয়ের চাতুর্য্যপূর্ণ প্রতিযোগিতায়, রাজার নিষ্ঠুরতাপূর্ণ প্রতিকূলতায়, যে স্বদেশলক্ষ্মীকে সমুদ্রজলে ডুবাইয়াছিল, আজি সকলে সেই চতুর্ব্বর্গদাত্রী শুভঙ্করী দেবীকে তুলিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এবারে বাক্যে নহে—কার্য্যে। কার্য্যে বলিয়াই আমাদের নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে। অনেক শিক্ষা পাইয়াও যাহা শিখি নাই, এই স্বদেশী আন্দোলনে তাহা অনেকে অতি সহজে শিখিয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি এ জীবন কেবল ঘরের জন্ম নহে, পরের জন্মও বটে; বুঝিয়াছি সুখ কেবল ভোগে নহে, তদধিক সুখত্যাগে; বুঝিয়াছি দেশ কেবল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নহে, দেশ সকলেরই; বুঝিয়াছি স্বদেশের কাজ কেবল মাননীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, দাদাভাইনৌরজী বারিষ্টার এ,এম,বস্ অথবা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের হস্তে নহে; যে তাঁত বোনে, যে লাঙ্গল চষে, যে শাঁখা কাটে, যে ঘানি ঘুরায়, যে দোকান করে, যে মোট বহে, স্বদেশের কাজ সে সকলেরও হস্তে বুঝিয়াছি। এ মহাযজ্ঞে ছোট বড় প্রভেদ নাই, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রভেদ নাই, ধনী দরিদ্র প্রভেদ নাই, পুরুষ রমণী প্রভেদ নাই, মায়ের চরণ সেবা করিতে সকলেই অধিকারী *। সফলতার যে বিলম্ব আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য; তথাপি এবারে যাহা হইয়াছে, পতিত বাঙ্গালার অদৃষ্টে তাহা আর কোনও দিন হয় নাই। আজি বাঙ্গালার শিক্ষিতেরা অশিক্ষিত দিগকে ডাকিয়া কত শিখাইতেছে, আজ সত্য সত্যই শিক্ষিত আশিক্ষিতে সহানুভূতি জন্মিয়াছে; স্বদেশী শিক্ষার জন্ম কত আন্দোলন হইতেছে; এরই মধ্যে আমাদের ঘরে ঘরে কত স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার হইতেছে; আজ তুমি আমি ভরসা করি আমার প্রিয় বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা—লেখক লেখিকা সকলেই দেশের প্রায় সকল জিনিসই ব্যবহার করিতেছি। এখনও অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে; অনেক বিদেশী জিনিসে বঙ্গগৃহ পূর্ণ রহিয়াছে; কত জনে গোপনে "বিদেশী বর্জ্জনের" প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দেশ-দ্রোহিতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছে, তথাপি আমরা যে শুভদিনের অরুণোদয় দেখিতে পাইলাম, তাহার যে সমুজ্জ্বল মধ্যাহ্ন আসিবে, এমন ভরসা করিতে পারিতেছি। এই অল্পদিনের মধ্যে বোম্বাই মিল, আহম্মদাবাদ মিল প্রভৃতির কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। পল্লি-

* তবে এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য যাঁহারা নেতা, তাঁহাদেরই উপদেশ ও আদেশ মানিয়া সর্ব্বসাধারণকে চলিতে হইবে। প্রঃ লেঃ।

* আমাদের বিশ্বাস, যাহারা ঐ রকম দেশদ্রোহিতা করে, তাহারা নিজেদের অবনতি সাধন করে মাত্র, জাতীয় উন্নতির পথে বাধা দিতে পারে না। প্রঃ লেঃ।

গ্রামের তন্তুবায়দিগের হস্তপ্রস্তুত যে রকম সুন্দর বস্ত্র পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দ ও আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে।

এখন সকলেই বুঝিতেছি দেশের হিন্দু মুসলমান, বালক বৃদ্ধ, পুরুষ রমণী সকলেই দেশের কাজের—এই জাতীয় মহাযজ্ঞের সহায়তা করিতেছেন। কেবল বঙ্গবাসী নহে—ভারতবাসী সকলেরই ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্ন সমষ্টীভূত হইয়াছে, সেই পতিতোদ্ধারিণী মহাশক্তি এবারে সমগ্র ভারতসন্তানকে—অলস অকর্ম্মণ্য, নিশ্চেষ্ট, মূর্চ্ছিত ভারতসন্তানকে দৈববাণীতে উদ্বোধন করিতেছেন। এই মহা আহ্বানে যিনি উদ্বোধিত হইবেন, এই মহতী শক্তিতে যে অশক্ত নরনারী শক্তিমান্ ও শক্তিমতী হইবেন, মানবজন্ম তাঁহারই সার্থক। চিরদিনের বিফল জীবন যিনি সফল করিতে চাহেন, তিনি আজি এই মাতৃপূজায় আত্মোৎসর্গ করুন, ভগবানের প্রসন্নতা তাঁহার লাভ হইবে।

সেই যে বলিতেছিলাম—"দোষটা কাহার?" সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে এই সব কথা উঠিল। এ কথাগুলা যে আমি নূতন অথবা প্রথম বলিলাম, সে স্পর্দ্ধা আমার নাই।—কিন্তু এই কথা গুলাই আমার হৃদয়খানিকে ভাঙিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। এখন আমার মনে হয় আমার জননীদেবীর অসম্পূর্ণতার মত আমার মাতৃভূমির যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা—আমার এই মোটা সূতার কাপড়, আমার এই পাতলা কাগজ, আমার এই বিশ্রী নিব্, আমার এই অসুন্দর ম্যাচবাক্স, আমার এই রাঙ্গা চিনি মিছরি, আমার ভগিনীদের জন্য এই চুড়ী শাঁখা, এই সকলের ভিতরে যে সৌন্দর্য্য, যে মাধুর্য্য এবং যে গৌরব আছে, পৃথিবীর অন্য ভিন মহাদেশের সকল সুখকর, সকল উপাদেয় এবং সকল সুন্দর জিনিস তাহার তুলনায় নিতান্ত হীন, নিতান্ত তুচ্ছ এবং নিতান্ত "লোষ্ট্রবৎ"।

আমি একান্তই বঙ্গবাসিনী—অধিকন্তু হিন্দু-অন্তঃপুরিকা। সুতরাং আমার এই সব কথা শুনিয়া "ছোট মুখে বড় কথা" ভাবিয়া অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন। যিনি যাহাই বলুন, আমার স্নেহময়ি স্বদেশীয় ভগিনি! তুমি তোমার এ অধম ভগিনীকে সহানুভূতি করিও; তোমার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র সকলকে সাধিয়া মাতৃসেবায় প্রবৃত্ত করিও; আর মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার কন্যাদিগের যে কর্ত্তব্য আছে, কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিও; তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

"ক'রনা আশঙ্কা তবে,
সাহসে বিজয় ভবে,
এক ধ্যানে যেই করেছে সাধনা,
অসিদ্ধ হয়েছে কবে?"

১৩১৩, ৩রা বৈশাখ। } লেখিকা বঙ্গবাসিনী।

# রত্ন-শতকম্ ।*

নমঃ পিত্রে নমো মাত্রে নমামি সর্ব্বদেবতাম্।
নমো দেব্যৈ সরস্বত্যৈ নমামি বিজ্ঞ-কোবিদান্ ॥১
কৃতঘ্নে পামরে চৌরে মূর্খে লুব্ধে প্রবঞ্চকে।
সৌহার্দ্দ্যং নৈব কর্ত্তব্যং নিন্দকে কামুকে খলে ॥২
ছাত্রাণাং ভূষণং শিক্ষা স্ত্রীণাং লজ্জা সুভূষণম্।
কবীনাং ভূষণং বিদ্যা সৈন্যানাং কবচং যথা ॥৩
স্নেহেন জায়তে দেহো নাস্তি দ্বেষসমোরিপুঃ।
দয়য়া বর্দ্ধতে জীবো নাস্তি দয়াসমা প্রিয়া ॥৪
বাগ্মিনাং ভূষণং সত্যং নৃণাং ধর্ম্মঃ সুভূষণম্।
সমৃদ্ধিস্তু ধনং রাজ্ঞাং সরসাং সলিলং যথা ॥৫
নরা বিভ্যতি দারিদ্র্যাম্মরণাদপি ভীষণাৎ।
দারিদ্র্যাৎ পৌরুষং নষ্টং দারিদ্র্যং বহুদুঃখদম্ ॥৬
সত্যবাদী নরঃ শ্লাঘ্যঃ শ্লাঘ্যোদীনোঽপি ধার্ম্মিকঃ।
শ্লাঘ্যমকৃত্রিমং মিত্রং শ্লাঘ্যা নারী পতিব্রতা ॥৭
শরো বিচারকস্যাজ্ঞা স্ত্রীণাঞ্চ ভ্রূকুটী শরঃ।
শরঃ খলস্য দুর্ব্বাক্যং শিশূনাং রোদনং শরঃ ॥৮
তনয়ঃ পণ্ডিতো ভার্য্যা সুশীলা চ পতিব্রতা।
চিত্তং সুনির্ম্মলং যস্য স সুখী বৈ ভবেন্নরঃ ॥৯
বিনতির্বিফলা মূর্খে তস্করে পুণ্যকাহিনী।
বিফলা দুর্জ্জনে বিদ্যা বাণী সত্যং বিনা তথা ॥১০
মিথ্যা প্রিয়ং বৃথাবাক্যমপশব্দং ন ভাষতে।
প্রিয়ঞ্চ সুনৃতং মিষ্টং বিশুদ্ধং ভাষতে সুধীঃ ॥১১
ন ধর্ম্মাদধিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বিশ্বমণ্ডলে।
মনসা কর্ম্মণা বাচা তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥১২
সর্ব্বসুখপ্রদঃ মৈত্রং বিশ্বাসো যদি জায়তে।
অমৃতাদপি বৈ শ্রেয়ো বদন্তীতি মনস্বিনঃ ॥১৩
ধিগ্ বাক্যমনৃতং নিত্যং ধিগল্পভাগ্যজীবিতম্।
ধিক্ স্ত্রিয়ং যা পরোপেতা ধিক্ পুত্রং জ্ঞানবর্জ্জিতম্ ১৪
নিষ্ফলং জীবনং নৃণাং ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিতম্।
নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্ রূপং বিদ্যয়া পরিবর্জ্জিতম্ ॥১৫

পিতা শ্রেষ্ঠতমঃ পূজ্যঃ সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বস্মাদধিকো দাতা তমারাধয় যত্নতঃ ॥১৬
নির্ধনস্য ধনং বিদ্যা দুর্ব্বলস্য বলং বুধঃ।
নির্গুণস্য গুণং শীলং নির্জ্জীবস্য যশোঽসবঃ ॥১৭
পরিত্যাজ্যঃ সদা দোষঃ পরিগ্রাহ্যঃ সদা গুণঃ।
পঠিতব্যং সদা শাস্ত্রং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মসাধনম্ ॥১৮
বালানাং মধুরং হাস্যং স্ত্রীণাং লজ্জা তথৈবচ।
কবীনাং মধুরং বাক্যং সাধূনাঞ্চ খলু ক্ষমা ॥১৯
নিন্দকৈঃ সহ সংবাসো নাস্তিকৈর্বা কদাচন।
সদোদ্বেগকরং ন স্যাৎ বাস্তব্যং তত্র সজ্জনৈঃ ॥২০
দাতা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম সদৈব পরিপোষকঃ।
জলৌকা এব সর্ব্বত্র যাচকো রক্তশোষকঃ ॥২১
মশকো বা নৃশংসো বা প্রফুল্লঃ পরপীড়নে।
সাধুর্বস্তুপরোনিত্যমমিত্রমিত্ররঞ্জনে ॥২২
দীনস্য রক্ষণং পুণ্যং সত্যস্য পালনং তথা।
স্বজাতিপোষণং পুণ্যং মহাপুণ্যং দেবার্চ্চনা ॥২৩
পণ্ডিতশ্চ ক্ষণক্রোধী মূর্খশ্চ কল্পকোপনঃ।
দুর্জ্জনঃ ক্ষণসন্তুষ্টোঽকৃতজ্ঞশ্চ দুরাশয়ঃ ॥২৪
বিদ্যাবতী সতী ভার্য্যা পুত্রঃ শিষ্যশ্চ পণ্ডিতঃ।
মিত্রমকৃত্রিমং সাধু সুদুর্লভং চতুষ্টয়ম্ ॥২৫
বিদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্য আলস্যং কটুভাষণম্।
অধর্ম্মং বঞ্চনা চৌর্য্যং চাপল্যং পরপীড়নম্ ॥২৬
পৌরুষাদ্ বা প্রযত্নাদ্বা সিদ্ধির্ভবতি সর্ব্বথা।
যত্নোদ্যমবিহীনো যঃ স নরো মৃত উচ্যতে ॥২৭
অনৃতং মূর্খতা হিংসা জড়তা ধর্ম্মহীনতা।
সুরতং পরভার্য্যাসু এতানি দুঃখদানি ষট্ ॥২৮
দুর্জ্জয়ো যৌবনে কামো দুর্জ্জয়ো দুর্জ্জনো নরঃ।
দুর্জ্জয়ঃ স্নেহপাশশ্চ সুদুর্জ্জয়াহি মূর্খতা ॥২৯
অধীনত্বং পরং দুঃখং পৃথিব্যাং মরণাদপি।
স্বাতন্ত্র্যাদুন্নতির্নিত্যং বদন্তি বিজ্ঞকোবিদাঃ ॥৩০

* সংস্কৃত সহজ বোধগম্য বলিয়া ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল না।—লেখক।

সংক্রিয়া সুনৃতা বাণী বিদ্যাভক্তিশুভার্জ্জনাঃ।
দয়াক্ষান্তিরহিংসাচ লোক এতাঃ সুখপ্রদাঃ ॥৩১
অমৃতং সুনৃতং বাক্যং অমৃতং শাস্ত্রসেবনম্।
অমৃতং সাধুসংবাসোহ মৃতঞ্চ ধার্ম্মিকো জনঃ ॥৩২
মনসি বর্ত্ততে পাপং মনোহি মূলকারণম্।
মনোবিকারহীনেতু কলুষং নৈব বর্ত্ততে ॥৩৩
কালে দৈন্যং সুখং কালে কালোহি বলবত্তরঃ।
সুরাপানয়োর্দ্দ্বন্দ্বে বিনষ্টং রুষগৌরবং ॥৩৪
কামং ক্রোধং ভয়ং লোভং পৈশুন্যং প্রাণিহিংসনম্।
পরবাদং পত্নীবাদং মিথ্যা চৌর্য্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৫
অচলত্বমপি প্রাপ্যং নচ পাপপথে স্থিতিঃ।
মূকত্বমুত্তমং নিত্যং নচ মিথ্যাভিভাষণম্ ॥৩৬
পাপং ন গূহয়েদ্ জ্ঞানী ন দানং খ্যাপয়েৎ সুধীঃ।
ন ত্যজেদ্ধর্ম্মং সাধুঃ ন তপঃ ধারয়েৎ খলঃ ॥৩৭
বক্তব্যং হিতসত্যঞ্চ চাপল্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
উপন্যাসং পরিক্ষিপ্য ধর্ম্মশাস্ত্রং সমাশ্রয়েৎ ॥৩৮
সমরে বৃটিশঃ সিংহশ্চামেরিকাচ কৌশলে।
বিলাসে জার্ম্মণিফ্রান্সৌ জাপো বীর্য্যক্ষমাজ্ঞণে চ
পরধর্ম্মং পরাচারং পরান্নং পরভূষণম্।
পরদেশোদ্ভবং প্রাসাচ্ছাদনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৪০
সত্যেন রক্ষ্যতে শীলং জ্ঞানং শীলেন রক্ষ্যতে।
জ্ঞানেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মো নাস্তি ধর্ম্মাৎ পরাৎপরঃ ॥৪১
অবিকৃতা সত্যং বাণী সত্যা ভক্তিঃ পতিং প্রতি।
অবিকৃত্যৌ যথাকাশো মাতৃ-স্নেহস্তথৈবচ ॥৪২

(ক্রমশঃ)

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

---

# অমলা।

(৪০৯ সংখ্যা—৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

মহিমা সমভিব্যাহারে সুরেশ বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র মহিমা তাঁহাকে তথায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সুরেশ যাহা দেখিলেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়, অচিন্তনীয়। তিনি দেখিলেন সুন্দর বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত পর্ব্বতগুহায় মহর্ষির আশ্রম; বল্লরী-বেষ্টিত দ্রুমরাজি জনশূন্য স্থানে যেন প্রহরীর কার্য্য করিতেছে; শ্বেত পীত লাল, নীল প্রভৃতি নানা রঙ্গের পত্রপুষ্পশোভিত তরু-শাখা সকল সন্ন্যাসীকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আশ্রমের উপর যেন বিচিত্রবর্ণের চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়াছে। সন্ন্যাসীর তুষ্টিসাধনের জন্য পক্ষিগণ তাহাদের সুমিষ্ট কূজনে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতির সঙ্গীতকেও লাঞ্ছনা করিতেছে; বিলোলদৃষ্টি মৃগ সকল চারিদিকে আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে; সমীরণ সুগন্ধি-পুষ্পপরাগসমূহ দূর হইতে বাবাজীর গাত্রে বিকীর্ণ করিয়া তাঁহাকে মনে মনে পূজা করিতেছে। সুরেশ আশ্রমপদ দেখিয়া ভাবিলেন ইহা স্বর্গের নন্দনকানন, এই স্থানে আগমন করিবার জন্যই সাধুপুরুষগণ আজীবন কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন। এইস্থানে প্রেম, ভালবাসা, আতিথ্য, সৌজন্য, সখ্য, সন্তোষ, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির পূর্ণবিকাশ, হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, লোভ, ক্রোধ, কুটিলতা

প্রভৃতির লেশ মাত্র নাই। সুরেশ ধ্যানময় সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন সেই ক্রোধন সন্ন্যাসী বিশ্বপ্রেমিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রিত নয়ন হইতে দরদর প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে। সন্ন্যাসী নিশ্চল, নির্ব্বাক্, নির্ভীক; পরিধানে কৌষেয়-বসন, ললাট চন্দনচর্চ্চিত; গাত্রে শ্বেত বিভূতি; গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা প্রলম্বিত; করদ্বয় বক্ষোপরি সংন্যস্ত; পদদ্বয় সঙ্কুচিত; সম্মুখে অগ্নিরাশি সংরক্ষিত; অদূরে সুগন্ধি ধূপ প্রধূমিত; বামপার্শ্বে সুগন্ধি তৈলের দীপ প্রজ্বলিত; দক্ষিণে কোষাকুষি সংস্থাপিত। তিনি দেখিলেন এখন সন্ন্যাসী যেন সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমূর্ত্তি।

সুরেশ বহুক্ষণ স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। সন্ন্যাসী ধ্যানভঙ্গে নেত্র উন্মীলিত করিলেন—সুরেশকে দেখিয়া কহিলেন "বাপু, তোমার নাম কি?"

সুরেশ উত্তর করিলেন,—"সুরেশ"

সন্ন্যাসী। বাটী কোথায়?

সুরেশ। পূর্ব্ব দেশে।

স। এখন যাবে কোথা?

সু। বিদেশ ভ্রমণে।

স। তাতো বুঝতেই পাচ্ছি; তবু কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, না কেবল এ দেশ সে দেশ করিয়া বেড়াচ্ছ?

সু। কিছু উদ্দেশ্যও আছে।

স। কি?

সু। সে অতি গোপনীয়।

স। তবে সে কথা বলবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করি না। আচ্ছা অঞ্জনাকে তুমি চেন?

সুরেশের গাত্র শিহরিয়া উঠিল, তিনি উত্তর করিলেন "নাম শুনেছি মাত্র, চোখে দেখি নাই।" এই কথা বলিয়াই সুরেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন "অঞ্জনার নাম উচ্চারণ করেই তুমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলে কেন? অঞ্জনা কি তোমার কোন আত্মীয়?" সুরেশ মহা বিপদে পড়িলেন। অঞ্জনা তাঁর কেউ নয় অথচ প্রাণের আরাধ্যদেবতা। তিনি কি উত্তর করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন "মশাই তা জানিনা।"

স। জাননা অথচ যাকে তাকে অঞ্জনা বলে ভ্রম হয়, তার নাম উচ্চারণেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর, এ কেমন? আচ্ছা, তুমি অঞ্জনার কথা কার কাছে শুনলে?

সু। একটী পাখীর মুখে।

স। সে পাখী কোথায় পেলে?

সু। এক সন্ন্যাসী দিয়েছিলেন।

স। পাখী দিবার সময় সে সন্ন্যাসী আর কিছু বলেছিলেন?

সু। বলেছিলেন যে এ যার পাখী, সে পরমাসুন্দরী ও অতিশয় গুণবতী।

স। সে পাখী যার, সন্ন্যাসী কি তোমাকে তার নাম বলেছিলেন?

সু। না, সন্ন্যাসী কিছু বলেন নি; তবে পাখীটা "অঞ্জনা" "অঞ্জনা" বলে ডাকত; তাতেই আমি বুঝলাম সেই রমণীর নাম অঞ্জনা।

স। তুমি সেই সন্ন্যাসীকে দেখলে চিনতে পার?

সু। পারি বোধ হয়।

স। দেখ দেখি আমি সে সন্ন্যাসী কিনা?

সু। ( চমকিত হইয়া ) আপনার মত বটেন।

সন্ন্যাসী। আমার মত নয়; আমিই তোমায় পাখী দিয়ে এসেছিলুম।

সু। প্রভু! আপনাকে চিন্‌তে পারিনি, আমায় ক্ষমা করবেন।

স। তুমি কি অঞ্জনার সন্ধানে ফিরছ?

সুরেশ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন "আমি তোমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি।

সুরেশ। প্রভু! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, সবই বুঝতে পারেন।

সন্ন্যাসী। বুঝতে পারি বলেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। তুমি একটী পাখীর কথা শুনে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ!

সুরেশ। প্রভু! সে পাখী তো আপনিই দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী। পাখী দিয়েছিলেম সত্য, কিন্তু তোমাকে তো অঞ্জনার অনুসন্ধানে বাহির হইতে বলিনি।

সুরেশ। সংসারে এত লোক থাকতে সে পাখীটী তবে আমায় এনে দিলেন কেন?

সন্ন্যাসী। তারও বিশেষ কারণ আছে;—

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী একটী ফটোগ্রাফ সুরেশকে দেখাইয়া কহিলেন "এটী কে, দেখে চিনতে পার?"

সু। এতো আমারি চেহারা; আপনি পেলেন কোথা?"

স। আমি সন্ন্যাসী; ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই; এক সময় আমি ভিক্ষার জন্যে তোমাদের বাড়ী যাই; গিয়ে দেখি যে একজন চিত্রকর তোমার চেহারা তুল্‌ছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলুম; পথে তার নিকট তোমার প্রতিকৃতি দেখলুম। ঐ চিত্রিত মূর্ত্তি দেখে তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ হ'ল। পরে আমি চিত্রকরের নিকট তোমার একখান ফটো চেয়ে নিলুম। যেখানে যেতাম, সেইটাকে আমার সঙ্গে রাখতাম।

সুরেশ। এতে আপনার কি লাভ হতো?

সন্ন্যাসী। লাভ আর কিছু নয়; আমরা নানাদেশে বেড়াই; অনেক সুন্দরী বালিকা ও যুবতী আমাদের চক্ষে পড়ে; যদি কখনও তোমার উপযুক্ত বনিতা হতে পারে এরূপ সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা পাই, তা হলে তোমার সঙ্গে তার পরিণয়সম্পাদনের চেষ্টা করবো, এই অভিপ্রায়ে তোমার ছবিটী সঙ্গে রাখতুম। আরও উদ্দেশ্য যে, দুইটী চেহারা বেশ করে মিলিয়ে দেখবো।

সু। পাখীটী দেবার সময় আপনি কি সেই উদ্দেশ্যেই আমার নিকট অঞ্জনার গুণব্যাখ্যা করেছিলেন?

স। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলুম; কিন্তু তখন তোমার বিবাহ হইয়াছে জানিতাম না। তোমাদের দেশের লোকে যে বিবাহটাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য জ্ঞান করে, সন্তান ১৬।১৭ বৎসর অতিক্রম করবার পূর্ব্বেই পিতামাতা তাদের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিতে উন্মত্ত হয়, একথা যদি জানতেম, তাহলে আমি তোমার জন্য অন্য একজনের সর্ব্বনাশের কারণ হতেম না।

সু। কেন? প্রভু! আমার অপরাধ কি! আমার জন্যে আপনি কার সর্ব্বনাশের কারণ হয়েছেন?

স। অঞ্জনার।

সু। কিরূপে?

স। অপেক্ষা কর। সমুদায় কথা বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রী করালীচরণ হাজরা।

---

# শতদল।

## ৭ম—শান্তি।

১। বিবাদ-বিসম্বাদের ভীষণ বিভীষিকায় শান্তি সুদূরে পলায়ন করে। শান্তিহীন গৃহস্থলী হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানী অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্রোধ-সংযম, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকার—এই গুণত্রয় থাকিলে, দিবা-নিশি সংসার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তির অমিয়-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, সেরূপ শান্তির প্রতিকৃতি, বুঝি, তপোবন ভিন্ন আর কুত্রাপি খুজিয়া পাওয়া যায় না। এজন্য সংসারে, নারীর কর্ত্তব্যবোধ—দায়িত্ব-ভার অতীব গুরুতর! সেই গুরুকর্ত্তব্য ও পবিত্র দায়িত্বের সদ্ব্যবহার দেখিবার জন্য স্বর্গে দেবতারা নিরন্তর উৎসুক নেত্রে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কুলাঙ্গনাগণ! আমাদের পবিত্র অনুষ্ঠানে কি মর্ত্তালোক শান্তি-ধাম হইবে না? অতএব, আইস, আমরা কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে, একাগ্রমনে প্রাণের অন্তস্তল হইতে বিধাতার করুণা প্রার্থনা করি; আইস,উল্লসিত প্রাণে শান্ত-হৃদয়ে সেই মহান্ শান্তিদাতার বিশ্বব্যাপী সিংহাসন-প্রান্তে কৃতাঞ্জলীপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া, মহৎ "কর্ত্তব্য-পালন" হেতু প্রাণে বল পাইবার জন্য, বর প্রার্থনা করি,

শান্তি-বিধাতা!

"বরিষ সংসার-মাঝে শান্তি বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে, আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধ মুখে কুলনারী।
না থাকে বিসম্বাদ, না থাকে অবসাদ,
ক্রোধ-মোহ-শোক-পরিতাপ;

হৃদয় বিমল হোক্, জীবন সবল হোক,
বিঘ্ন বাধা দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা-দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান ;
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ-হৃদয়ে,
জয় জয় হোক্ তোমারি ! !"

গৃহলক্ষ্মী, সকল অবস্থায় এবং সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দেবী-প্রতিমা.

রন্ধনে 'পাচিকা', সেবাকালে 'দাসী'
অশান্তি-সংসারে 'মূর্ত্তিমতী হাসি,'
স্নেহেতে 'জননী' প্রেমানন্দময়ী,
বিপদে 'মন্ত্রিণী' চাণক্য-বিজয়ী,
রোগে-শোকে-দুঃখে 'শান্তি-প্রদায়িনী',
ভালবাসা-পণে আত্ম-ত্যেয়াগিনী',
যেন 'পিতামহী' সুপরিবেশনে—
অন্ন-জল-দানে— পথ্য-সম্পাদনে,
পুণ্যকাজে সতী 'পুণ্যব্রতশীলা'—
'অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সরলা মহিলা,
অন্তিম শয়নে 'সাবিত্রীরূপিণী',
ইষ্ট-আরাধনে 'সুশীলা সঙ্গিনী',
'ভগিনী রূপিণী' স্নেহের বন্ধনে,'
'দুহিতা-প্রতিমা' শ্রদ্ধা-বিতরণে,
বনে 'দময়ন্তী', আলয়ে 'গৃহিণী',
শ্মশানে 'শিবানী' অথবা 'যোগিনী,'
'পবিত্রতাময়ী, ইহ-পরকালে,
যেন সুধা-জ্যোতিঃ সুধাকর-ভালে,
সন্তান-পালনে 'গুণবতী আয়া' ;
এ কা'র মুরতি ?—বহুবিধ মায়া ?
হিন্দু-কুলনারী বিনা কোথা আর,
একই আধারে বিংশ অবতার ! !

২। "আমাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে "নারীনীতির" পর্য্যালোচিত অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ এস্থলে লিখিত হইল ;—

সর্ব্ব প্রযত্নে স্বামীর সেবা করিবে ;—স্বামীর শরীর-মন সুস্থ রাখিতে কায়মনোবাক্যে যত্ন ও চেষ্টা করিবে ;—নিত্য আপনার উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিবে ;—পুরুষদিগের কল্পনায় দয়া ক্ষমাদি বহুবিধ ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্ত্রীমূর্ত্তি। সাবধান, অপব্যবহারে, এই দেবীমূর্ত্তি যেন রাক্ষসীমূর্ত্তি না হয়।—পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী, অতএব সর্ব্বথা স্বামীকে কুপথ হইতে নিবর্ত্তিত ও সুপথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিবে ;—স্বহস্তকৃত সৎকর্ম্মের অভ্যাসও একটী প্রার্থনীয় গুণ ;—স্বামীর কর্কশ ব্যবহারে তাঁহার প্রতি দর্পণ-প্রতিচ্ছায়াবৎ অনুরূপ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনুচিত ; ধৈর্য্য ও বিনয় সহকারে স্বামীকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করাই স্ত্রীদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ;—স্ত্রীর অটল স্নেহে পরাজিত হইলে, নিশ্চয়ই স্বামী মন্ত্র-শক্তিবৎ সংশোধিত ও শান্ত হন। সকল অবস্থায় স্বামীর ব্যথার ব্যথী হইবে। গৌরবজনক ও ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে স্বামীকে উত্তেজিত ও প্রবর্ত্তিত করাতেই মর্য্যাদাবতী স্ত্রীদিগের গৌরব প্রকাশ পায় ;—স্ত্রীগণ মঙ্গলপ্রতিষ্ঠাযুক্ত পুণ্য-তরুর ন্যায় সংসারে অচলা হইয়া স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইবে। দাম্পত্যবন্ধনের ভাব বহু সম্বন্ধযুক্ত ও গূঢ়তর ;—যাঁহার সহিত

জীবনের অটুট সম্বন্ধ, তিনি চক্ষুর সমক্ষে থাকিলে যেমন, অন্তরে থাকিলেও তেমন;—স্বামিসহ একত্র অবস্থান কালে, সৎকথায়, সদ্‌গুণ ও সদালোচনায় এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সময়াতিপাত করিবে;—গৌরী শিবের আশঙ্কা-শূন্য বিবেকী ভাবের কত গৌরব করিতেন;—কৈকেয়ী, যুদ্ধাহত দশরথের অঙ্গের ক্ষত কেমন অসাধারণ নিষ্ঠা-সহকারে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।—তুমি তোমার স্বামীর পক্ষে কেবল 'বিলাস-প্রতিমা' নহ, পরন্তু তুমি তাঁহার গৃহের গৃহ-লক্ষ্মী, তাঁহার সন্তানের জননী, তাঁহার বিষয়-কর্ম্মে মন্ত্রিণী, তাঁহার সেবায় সেবিকা, তাঁহার বিপদ-তরঙ্গে তরণী, তাঁহার শোক-ব্যথায় সন্তাপ-হারিণী, তাঁহার রোগ-শয্যায় স্বাস্থ্যরক্ষিণী, মর্য্যাদা-পালনে গৌরবিণী, আলাপনে পরিতোষিণী, তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী, তাঁহার উন্মার্গ-গমনে বন্ধনী, তাঁহার ক্লেশ-চিন্তায় শান্তিবিধায়িনী, তাঁহার মহৎ কর্ম্ম-সাধনে সহকারিণী, তাঁহার উপদেশে কল্যাণী, তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে শুভার্থিনী, তাঁহার সংসারে পবিত্রতাময়ী দেবী, তাঁহার পুণ্যকর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, এবং তাঁহার সমস্ত জীবন-পথে সহায়িনী—ইত্যাদি গুণ ধর্ম্মে তোমাকে গুণান্বিতা হইতে হইবে! নতুবা তোমায় প্রত্যবায় আছে!

শ্রীবিশ্বাবতী আবিয়ার সরস্বতী।

---

# জাগ্রতি।

১

চিরদিন ঘুমিয়াছি
আজি হ'ল জাগরণ,
এতদিনে বুঝিনু যে
জীবনে কি প্রয়োজন!

২

যুগে যুগে কি করেছি—
উপেক্ষা ও অবহেলা
স্বপনে কাটিয়া গেল
উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন বেলা!

৩

অদৃষ্টের শুভগ্রহ
নীরবে গিয়াছে সরি,
সৌভাগ্যের দীপ্ত রেখা
মুছিয়া গিয়াছে মরি!

৪

আন মনে গেঁথেছি যা,
সবি গেছে ভেঙে চুরে,
এস আজি প্রাণারাম,
ব'স এ পরাণ পুরে।

৫

ভাঙা চোরা যত কিছু
থাক্ তা পশ্চাতে পড়ি,
সমুখে যা অসমাপ্ত
দাও শিক্ষা—তাই গড়ি।

৬

দাও বজ্র, দাও চন্দ্র,
দাও বিষ, দাও সুধা,
সুখ দুঃখ ছুয়ে দিয়ে
মিটাও পিপাসা ক্ষুধা।

৭

মানুষের যাহা প্রাপ্য,
যাহা ভোগ্য, যাহা সীমা,
তাই দিও দীনবন্ধো!
সে শুভ্রতা—সে কালিমা।

৮

চাহিনা সে সিন্ধুপারে,
আনন্দে সোণার খাটে,
সুখাসীন রাজপুত্র
সরল জীবন কাটে।

৯

চাহিনা অপ্সরা-কণ্ঠে
প্রভাতে ললিত গীতি,
চাহিনা শান্তির নামে
অলস জীবন-প্রীতি।

১০

মানবের সুখ দুঃখ,
জীবন সংগ্রাম শত,
জয় পরাজয় আদি,
ঘটিছে যা ক্রমাগত।

১১

এক লক্ষ্য-এক আশা,
অথচ অনেক কর্ম্ম ;
তোমাতে আপনা দান,
পরিত্যক্ত উপধর্ম্ম।

১২

প্রাণ দিয়ে ভালবাসা,
পায়ে দলি ঘৃণা করা ;
যেখানে যা শূন্য রবে,
তোমাতে তা হবে ভরা।

১৩

যদি জাগায়েছ প্রভো!
জীবন্ত জীবন দাও,
প্রতিদানে তাই দিব,
যা তুমি লইতে চাও।

কাব্যকুসুমাঞ্জলী প্রভৃতি-রচয়িত্রী।

---

## সাধুর গল্প।

ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধুসেবা ধর্ম্মে কাটায় দিন,
ধর্ম্মসোম নামে সাধু কন্যাপুত্রহীন।
যেমন সাধু তেমনি তার পত্নী গুণবতী,
কায়া পাছে ছায়া যথা অনুগতা সতী।
দুজনেতে এক মনেতে দেবদেবী ভজে,
দেশ শুদ্ধ লোকে আহা! তাদের গুণে মজে।
দানে ধ্যানে পুণ্যব্রতে যত করে ব্যয়,
কিছুতেই তবু তাদের মন সোঁসর[ (সন্তুষ্ট) নয়।
ভিখারী চায় মুষ্টি ভিক্ষা দেয় কুনকে সেরে,
বাটি হতে অভুক্ত কেউ কভু নাহি ফেরে।
পিতৃমাতৃ-কন্যাদায়ে তাদের কাছে গেলে,
দায় উদ্ধার করে তারা স্ত্রী পুরুষে মিলে।
অন্নহীনের অন্ন দেয়, বস্ত্র দেয় দীনে,

আশ্রয় দেয় যে তারা আশ্রয়-বিহীনে।
বিদ্যালাভ নাহি যার অর্থাভাবে হয়,
তার তরেতে সদাগর করে অর্থ ব্যয়।
দীঘি দেউল, জাঙ্গাল আর কূপ সরোবর
হৃষ্ট মনে নির্ম্মাইলা সাধু সদাগর।
দিনে দিনে অর্থ তাঁর যে যা পায় লোটে,
যত সব ছল কপটী সাধুর কাছে জোটে।
নিজ ধন যত ছিল ক্রমে ফুরাইল,
স্ত্রী-ধন নিয়ে সাধু তবে ব্যয় আরম্ভিল।
টাকা কড়ী যত ছিল নাইকো কিছু আর,
সাধুর এবার বিপদ ভারি অন্ন মেলা ভার।
সাধুর ধনে ধনী হয়ে সুখে ঘর করে,
এমন কত মানুষ ছিল দেশ দেশান্তরে।
যখন সাধুর অর্থ ছিল আস্‌তো সব লোক,
উছট খেলে সাধু, তারা কর্‌তো মহা শোক।
এখন ফিরে কেউ চাহেনা সাধু গরিব বলে,
পিপড়ে যেন ছাড়ে ভাণ্ড মধুশূন্য হলে!
ক্ষুধার জ্বালায় সাধু তবে ভাবে মনে মন—
স্বদেশ ছেড়ে দেশান্তরে করিব গমন।
বনের পথে চলে সাধু গোপনে গোপনে,
পত্নী চলে পিছে পিছে অতি ক্ষুণ্নমনে।
বিপদ একা নাহি আসে কারু কোন কালে,-
পদে পদে বিপদ ঘটে সাধুর কপালে।
ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর সাধু চলে শূন্যমনে,
সম্মুখেতে অজগর, না দেখে নয়নে।
এক নিশ্বাসে পূরি গ্রাসে সর্প তারে লয়,
সাধুপত্নী বিলাপ করে আকুলহৃদয়।
সে বিলাপে অজগরের চক্ষে জল আসে,
অতিকষ্টে বামারে সাপ কহে নর-ভাষে,
"কেন কাঁদ নারি! তুমি কিবা দুঃখ মনে,
ঘুচাব দুঃখের ভার চল আমার সনে।"
"কেন কাঁদি তাকি তোমার জানা কিছু নাই?
সর্ব্বনাশ করেছ যে আমি কাঁদি তাই।
ধন অর্থ সকল গেছে অন্ন নাই ঘরে,
অন্নের তরে যাচ্ছি মোরা তাই দেশান্তরে।
গ্রাসিয়া পতিরে মোরে কল্লে নিরাশ্রয়,
বাঁচিয়া কি ফল? আমার প্রাণ দুরাশয়।"
এই না বলে সেই রমণী সাপের মুখে যায়,
সর্প বলে "কেঁদ না আর করে হায় হায়!"
মুখ হতে এক সোনার পাত্র বাহির করে অহি,
রমণীর হাতে দিল এই কথাটী কহি,—
যা চাবে এই পাত্রে তুমি, তখনি তা পাবে,
কেন মিছে কষ্ট তোমার, সুখে দিন যাবে!'
বামা কহে "যদি তোমার কথা সত্য হয়,
পূরিবে বাসনা আমার তবেত নিশ্চয়!"
এই না বলে পাত্র পানে চাহি নারী কয়,
"তোমার বরে বাঁচুক আমার পতি মহাশয়।"
যেই সে সতী এই কথাটী বলে পাত্রের প্রতি,
সাপের পেট হতে অমনি বেরয় তাহার পতি।
সাপটী তখন সর্পমূর্ত্তি করি পরিহার
ধরিল গন্ধর্ব্ব বেশ অতি চমৎকার।
বলে, "ধন্য ধন্য তুমি সতী পতিব্রতা,
সর্প-বেশ ঘুচল আমার দেখে তোমায় মাতা!
সুখে থাক মাতা পিতা করি এ প্রার্থনা,
আমার বরে ধনধান্যের অভাব হবে না।"
অক্ষয় সে ধনভাণ্ডার করিয়া প্রদান,
আনন্দে গন্ধর্ব্ব ঘরে করিল প্রস্থান।

ভার্য্যা সাথে আইলা সাধু আপন আগার,
মন-সুখে ধন দান করে পুনর্ব্বার।
যাহার ভাবনা যথা সদা মনে হয়,
কবি কহে পুরাণ তা বিভু দয়াময়।

শ্রীমন্মথ নাথ সিংহ।

---

# উদাসীনের চিন্তা।

কোন এক নিরক্ষর ব্যবসায়ী স্বকীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনী বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন হইল। এতকাল সে সামান্য তৃণাচ্ছাদিত গৃহেই বাস করিতেছিল, অর্থের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন তাহার মানসিক ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। সে এখন তৃণকুটিরের পরিবর্ত্তে দিব্য প্রাসাদ নির্ম্মাণের সংকল্প করিল। শিক্ষিত লোক হইলে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে কোনও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ লইয়া থাকেন, তজ্জন্য ব্যয়কুণ্ঠতাকে নির্ব্বুদ্ধিতা মনে করেন। কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবসায়ী এরূপ কোনও সুদক্ষ লোকের পরামর্শ জন্য অর্থ-ব্যয় করা নিরর্থক মনে করিয়া একজন সামান্য রাজমিস্ত্রীকে ডাকাইল এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। মিস্ত্রীর সকল কথাও তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। ধনী কৃপণতাকে মূলমন্ত্র করিয়া স্বল্প অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে বৃহৎ ধনশালী হইয়াছে, সুতরাং সকল বিষয়েই তাহার এই মন্ত্র অবলম্বনে কার্য্য ঠিক্ করিবার চেষ্টা। এই নীতি অবলম্বনে কার্য্য করিতে গিয়া সে ভবিষ্যতের অনিষ্টাশঙ্কাকেও উপেক্ষা করিতে লাগিল। মিস্ত্রী ভিত্তি প্রোথিত করিবার সময় গৃহস্বামীকে পরামর্শ দিল "মশাই আর একটু বেশী গর্ত্ত না করিলে নিরাপদ নহে। আপনি তেতালা বাড়ী কর্ত্তে চাচ্ছেন অথচ ভিত্তিটা কাঁচা কর্ত্তেছেন, এতে বাড়ী টে্ঁকবে কেন?" গৃহস্থ বলিল "সে বিষয়ে তোমার ভাববার দরকার নেই। আমি বাড়ী খানি উচ্চ ও সুন্দর দেখতে চাই। লোকে দূর থেকে যেন বলে বেশ হয়েছে। মাটির নীচে এতগুলি টাকা মাটি করবার দরকার কি?'

মিস্ত্রী—আপনি না হয় একজন ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করুন। বাড়ীর গোড়া যদি ঠিক্ না হল, উপর সাজালে কি হবে? দুদিন পরে সবই চূরমার হবে।"

গৃহস্বামী—আমি আমার ভাল মন্দ তোমার চেয়ে বুঝি, তুমি আমার হুকুমে চলবে মাত্র।

মিস্ত্রী—আপনার যা ইচ্ছে, করুন। আমাকে যেরূপ আদেশ করবেন, তাই করব; আমার শক্তি অনুরূপ কাজ করব, তাতে কোন ত্রুটি হবে না।

গৃহস্বামী—তাই হলেই হ'ল। এই বলিয়া মিস্ত্রীকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইল। শেষে বৃহৎ বাটী না উঠিতে উঠিতে এক-দিন সমূলে ভূমিসাৎ হইল।

এই গৃহস্বামীর ব্যবহারের বিষয় পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেই তাহার মূর্খতা অনুভব করিতে পারিতেছেন। অথচ আমাদিগের সমাজরূপ গৃহনির্ম্মাণে আমরা যে এরূপ মূর্খতা প্রদর্শন করিতেছি, তৎপ্রতি অতি অল্প লোকেই দৃষ্টিপাত করেন। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নেতৃবর্গ স্বদেশ-বাৎসল্যে মাতোয়ারা হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি উন্নত শাসনপ্রণালীর প্রতি অধিক পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ভারতের শাসনপ্রণালীতে যে অনেক পঙ্কিলতা ও আবর্জ্জনা রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কেহ দ্বিরুক্তি করিবে না এবং তাহার সংস্কার করা বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু ভারতীয় সমাজের ভিত্তির প্রতি অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে। রাজকীয় শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তনকে প্রাসাদের বাহিরের সৌষ্ঠবসাধনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোনও সুন্দর প্রাসাদের ভিত্তি কাঁচা থাকিলে তাহা যেমন নির্ব্বুদ্ধি-তার পরিচায়ক, সমাজের ভিত্তিসম্বন্ধে উদাসীন থাকাও তদ্রূপ। সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিবেন যে কোনও জাতির অধিকাংশ লোক যদি সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সে জাতির মধ্যে স্বায়ত্তশাসন অবলম্বিত হইলেও আশানুরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। কোনও জাতিকে জ্ঞানে ও চরিত্রে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পরিবারের সংস্কারের প্রয়োজন। পরিবারে জননীর হস্তে বাল্য জীবনের গঠনের ভার স্বভাবতঃ অর্পিত থাকে। বাল্যজীবন সুন্দর রূপে গঠিত না হইলে যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তাহা সুন্দর হওয়া অসম্ভব। বাল্যকালে যে সকল কু অভ্যাস জন্মিয়া থাকে, তাহা পরবর্ত্তী জীবনে পরিবর্ত্তিত করা কতদূর কষ্টসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং বাল্যজীবনই সমাজরূপ গৃহের ভিত্তি বলিতে হইবে। এই ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও সুঠাম করিতে হইলে জননীদিগের জীবন আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। ভারতের কয়টি লোক ইহা-দিগের অবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট রহিয়াছেন? তাহা না করিয়া অন্যদিকে জাতীয় শক্তি ষোল আনা নিয়োজিত হইলে এই প্রস্তাবের শিরোভাগে বর্ণিত ব্যবসায়ীর কথাই মনে পড়ে।

ও দিন বাঙ্গলার ছোটলাট সাহেবের বাড়ীতে অনেক গণ্য মান্য লোকের এক বৈঠক বসিয়াছিল। বঙ্গের ললনাদিগের জন্য শিক্ষক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটি কলেজ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন। অবশ্য বিহারের জনৈক উদারচরিত নারী-হিতৈষী জমিদার বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা আয়ের এক সম্পত্তি এতদুদ্দেশ্যে দান

করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গে তদ্রূপ ধনী লোক থাকিলেও তদ্রূপ প্রবৃত্তি কোথায়? আমরা মনে করি যে পর্য্যন্ত ভারতের ললনাগণ তাহাদিগের কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া সন্তানগণের প্রাথমিক জীবনের উপযুক্ত গঠন করিয়া দিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত ভারতীয় সমাজ যত সুন্দর সাজে সাজুক না কেন, তাহার ভিত্তি কাঁচা রহিয়া গেল এবং সামান্য কারণেই তাহা ভূতলশায়ী হইবে। জাপান উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া ভারতীয় সমাজ একটু সুপ্তোত্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জাপান কি কেবল রাজনীতির পরিবর্ত্তন করিয়াই এরূপ উন্নত হইয়াছে? না তাহার ললনাগণও পুরুষদিগের ন্যায় সুশিক্ষিতা হইয়া সাধুতার ভূষণে ভূষিতা হইতেছেন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা হইয়া মাতৃস্তন্যের সহিত সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতার মাধুর্য্য সন্তানগুলীর প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছেন। তাই জাপানের সামাজিক প্রাসাদ যেমন মূলে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত, উপরিভাগেও তেমনি সুন্দর সাজে সজ্জিত। আমরা ভারতীয় সমাজকে এভাবে সজ্জিত দেখিতে চাই। আমরা সর্ব্বাগ্রে ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অগ্রণীদিগকে অনুরোধ করি। তাঁহারা অন্য দশটা সাধু কাজের ন্যায় স্ত্রীদিগের সুশিক্ষা বিধানের বন্দোবস্ত করুন। কেবল বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলিতেছি না, যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা উপযুক্ত গৃহিণী ও জননী হইতে পারিবেন, সেই শিক্ষার কথাই বলিতেছি। ভারতীয় জাতীর শিক্ষা-সমিতি (Indian National Educational Council) স্ত্রী শিক্ষার কোনও সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বালক বালিকা যুবক যুবতী একরূপ বিধানে শিক্ষিতা হইবেন, ইহা আমরা উভয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যের উপযোগী মনে করি না। অবশ্য সাধারণ শিক্ষা কতকদূর একরূপ হইতে পারে, তৎপরে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উল্লিখিত সমিতি সেই ভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করিলে একটা জাতীয় মহৎ অভাব বিদূরিত হইতে পারে।

শ্রী চণ্ডীকিশোর কুশারি।

---

# নর ও বানর।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারউইনের মতে এক জীবাণুর বিকাশে উত্তরোত্তর উচ্চতর শ্রেণীর জীবসকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর জাতি ছিল। এই মতকে ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদ বলে। ভূতপূর্ব্ব মহা পণ্ডিত হক্‌লিও এই মতের সমর্থন করেন। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে

এই মতের বড়ই সমাদর। Biologist বা জীবন-তত্ত্ববাদীদিগের বিশ্বাস বানরেরা মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ না হউক, এই উভয় জাতির সাধারণ পূর্ব্ব-পুরুষ আর একজাতীয় জীব ছিল, এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। মনুষ্যাকৃতি বানর ৪ শ্রেণীর—সিম্পাঞ্জি, গরিলা, গিবন ও ওরাংওটাং। ডারউইন ও হক্সলি প্রথম দুই শ্রেণীর পক্ষপাতী অর্থাৎ তাঁহারা সিম্পাঞ্জি ও গরিলা হইতে মানবের উৎপত্তি অবধারণ করেন। জীবনতত্ত্ববাদীদিগের মতে গিবনের ন্যায় এক শ্রেণীর বানর হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে। মানুষের গঠনের সহিত সিম্পাঞ্জি ও গরিলার যেরূপ সৌসাদৃশ্য আছে, অন্য কোনও ইতর জীবের সহিত সেরূপ নাই। দেহতত্ত্ববিদেরা সিম্পাঞ্জী ও গরিলার শরীরের গঠনাকৃতি ৩০০ বিষয়ে মনুষ্যের তুল্য বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষাদ্বারা আরও দুইটী বিষয়ে সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মানুষ ও এই জাতীয় বানরেরা একই প্রকার পীড়ার অধীন। পাষ্টিয়ার ইনিষ্টিটিউটের (Pasteur Institute) মেচ্নিকফ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কতকগুলি সংক্রামক রোগ মানব ও মানবাকৃতি বানর উভয়েরই সাধারণ এবং তাহার নিবারক ও প্রতীকারক ঔষধ উভয়ের পক্ষে সমান খাটে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মানব ও ঐ বানর জাতির সৌসাদৃশ্য কেবল শারীরিক গঠনে নয়, কিন্তু শারীরিক ও রাসায়নিক ক্রিয়াতেও। দ্বিতীয়তঃ নর ও বানরের রক্তের সমতা দৃষ্ট হয়। এত দিন ধারণা ছিল যে স্তন্যপায়ী ও পক্ষীজাতির রক্ত বিভিন্ন; কিন্তু কি মনুষ্য কি গরু কি ছাগল কি বিড়াল কুকুর সকল স্তন্যপায়ীর রক্ত একই প্রকার। আধুনিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে একটী কুকুরের রক্ত অন্য কুকুরের শরীরে প্রবেশিত করিলে তাহার বিকার হয় না; কিন্তু কুকুরের রক্ত বিড়ালের শরীরে (Inject) প্রবেশিত করিলে বিড়ালের রক্তের লাল (corpuscle) বিন্দু সকল পৃথক্ হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়। বিড়াল বা কুকুরের রক্ত মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট করিলে তাহারও বিকার হয়। কিন্তু সিম্পাঞ্জি গরিলা—মনুষ্যাকৃতি এই বানরদিগের রক্ত মনুষ্য-শরীরে প্রবিষ্ট করিলে কোনও বিকার দৃষ্ট হয় না; নিকৃষ্ট বানরের রক্ত এস্থলে বিকৃত হইয়া যায়। এই রক্ত-প্রভেদ-তত্ত্ব অবধারণ একটী অতি সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য্য পরীক্ষালব্ধ। শারীর স্থান (Anatomy), ঔপমিক ধাতু পরীক্ষা (Comparative Pathology), ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) ও শারীর-রসায়ন (Physiological chemistry) এই সকল শাস্ত্র নর বানরের সৌসাদৃশ্যের অনেক প্রমাণ দিতেছে। নারী ও বানরীর কার্য্যগত কতক সাদৃশ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে "Evolution of the Master Key" নামে একখানি নূতন পুস্তক

প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার সাবিবি তাহার সমালোচনায় অনেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কেবল শারীরিক গঠন ও ক্রিয়া নয়, মানসিক বৃত্তিসকলও নর বানরের সমান। তিনি বলেন "এক (Protoplasm) প্রথম জীবাণুর ক্রম-বিকাশের সঙ্গে মানব শরীরের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার চৈতন্যবিকাশের সঙ্গেও মানব-মনো বিকাশের তেমনি সম্বন্ধ। মানবের স্বতন্ত্র সৃষ্টি আর শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ একই"। পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন জীব-প্রকৃতি এখনও গভীর রহস্য-পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা ভেদ করা বর্ত্তমান বিজ্ঞান দর্শনের সাধ্যাতীত। শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ মানুষের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, পরে সব সৃষ্ট হইয়াছে, তখন এক একটী জীব জাতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি অসম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিক কোনও প্রক্রিয়াদ্বারা অদ্যাপি এক জীব অন্য জীবে পরিণত হয় নাই। বানরকে কেহ মানুষ করিয়া দিতে পারিলে তবে তাঁর যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, নতুবা মত মতেই থাকে এবং প্রমাণহীন যুক্তি কোনও কার্য্যকর হয় না।

---

# সম্রাট আণ্টনাইনাসের উপদেশ।

নবম অধ্যায়।

মানব জাতির মধ্য হইতে যে কেহ মিথ্যা কপটতা, বিলাসিতা ও গর্ব্বের কুফল আস্বাদন না করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তিনি পরম সৌভাগ্যবান্।

২। মৃত্যুকে ঘৃণা করিও না, কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হও; কারণ স্বভাবের ইচ্ছানুগত যত গুলি বিষয় আছে, ইহা তাহার মধ্যে একটী।

৩। যে অনিষ্ট করে, সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে; যে অন্যায় কার্য্য করে, সেও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে, কারণ ইহাদ্বারা সে আপনাকেই অসৎ করে।

৪। আজ আমি সকল কষ্টের হাত এড়াইয়াছি বা সকল কষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছি, কারণ কষ্ট বাহিরে ছিল না— ভিতরে আমার মতের মধ্যে ছিল।

৫। অন্যের অন্যায় কার্য্য যেখানে, তাহা সেইখানে রাখা তোমার কর্ত্তব্য।

৬। বাহিরের কারণ হইতে যে সকল কার্য্য হয়, তাহাতে মনকে উত্তপ্ত হইতে দিও না।

৭। অনেক মিথ্যা বিষয় তোমাকে বিরক্ত করে, তুমি তাহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিতে পার, কারণ তাহারা সম্পূর্ণরূপে তোমার মনস্থ।

১০ম অধ্যায়।

১। যখন তুমি সাধু, নম্র, সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী, সমদর্শী, বা উদারচরিত নাম ধারণ করিয়াছ, সাবধান! এ সকলের

যেন পরিবর্ত্তন হয় না। এ সকল সুনাম হারাইলে শীঘ্র তাহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিও। আর স্মরণ রাখিও যে বিশ্বজননী প্রকৃতি তোমাকে যাহা দিয়াছেন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করাই সমদর্শিতা (equanimity) এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখ অনুভবের উর্দ্ধে মন যখন স্থিত হয় এবং ইহা যশ, মৃত্যু প্রভৃতি নিকৃষ্ট বস্তুকে নিম্নে রাখে, তখন ইহার মনস্বিতা (magnanimity).

২। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট, তাহাকে একটী বলির শূকরশাবকের সহিত তুলনা করা যায়, সে হোমকুণ্ডে যাইতে চায় না, কেবল পদচালনা ও চিৎকার করে।

৩। তুমি সরল বা সাধু নও, একথা বলিতে যেন কাহারও সাধ্য না হয়। তোমার বিষয় এরূপ কুভাব যে কল্পনাও করে, সে মিথ্যাবাদী হউক।

৪। যে ব্যক্তি সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত, উপদেশ তাহার পক্ষে যথেষ্ট। স্মরণার্থ সামান্য উপদেশেই তাহার শোক ও ভয় দূর হয়।

৫। সুস্থ চক্ষুর পক্ষে সকল বস্তু যথাযথ দর্শনই সঙ্গত। সে বলে না আমি হরিৎবর্ণ দেখিতে যাই; কারণ সেরূপ দেখা অসুস্থ দৃষ্টির লক্ষণ। সুস্থবুদ্ধি সেইরূপ, যাহা ঘটে, তাহাই ঠিক্ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে।

---

# আদম ও ইতর জীবের মেলা।



বাইবেলশাস্ত্রে বর্ণিত আছে ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নদী পর্ব্বত বৃক্ষ লতা ও ইতর প্রাণী সকলকে সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশেষে মানুষের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম-

সৃষ্ট মানবের নাম আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নাম ইভ্। ইহাঁরাই মানব জাতির আদি পিতা মাতা। ইহাঁরা ইডেন নামক এক রমণীয় উদ্যানে পরম সুখে বাস করিতেন। সেখানে দুঃখ পাপ ও মৃত্যু ছিল না, হিংসা দ্বেষ ও অপ্রেম ছিল না। সর্পের সহিত নকুল এবং সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত ছাগ ও হরিণ নির্ভয়ে ক্রীড়া করিত। আদম ও ইভ্ সকল জীব জন্তুকে ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাহাদিগের উপর তাঁহাদের প্রেমের রাজত্ব ছিল।

সকল জীব জন্তুই তাঁহাদের অনুগত এবং তাঁহাদের সেবায় রত ছিল। জন্তুদের কাহারও কোন নাম ছিল না, তাহারা এক একটা নাম পাইবার জন্য আদমের নিকট আসিল এবং তিনি যাহাকে যে নাম দিলেন, তাহার সেই নাম হইল। এইরূপে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডার মৎস্য পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নানা নাম হইল। এই ছবিতে অঙ্কিত আছে আদম্-রাজ মধ্যস্থলে উপবিষ্ট, আর তাঁহার প্রজা জন্তুগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার চারিদিকে দণ্ডায়মান। তিনি তাহাদিগের নামকরণ করিতেছেন। কি অদ্ভুত অথচ কি সুন্দর দৃশ্য! এই আখ্যায়িকাতে গভীর সত্য আছে। ঈশ্বর মানবকে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং জীবে প্রীতি মানবের পরম ধর্ম্ম। মানুষ জীব দিগের প্রতি হিংসা করিয়া তাহাদের শত্রুতাভাজন হইয়াছে। তাহারা তাঁহার ভয়ে দূরে থাকে, তিনিও তাহাদের ভয়ে সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত। জীব সকলকে ভাল বাসিলে তাহারা তাঁহার হিতকারী বন্ধু হইতে পারে সন্দেহ নাই। সত্যযুগের আদর্শ এই প্রেমের রাজ্য, তাহাতে নিত্য সুখ—নিত্য শান্তি। মানুষ পাপ করিয়া অশান্তি ও দুঃখকে আনয়ন করিয়াছে। মানুষ প্রেম-সাধনার দ্বারা আবার সেই সত্যযুগ লাভ করিতে পারে। আর বস্তুতঃ জন্তুদিগের কোনও নাম নাই। মানুষেরা আপনাপন ভাষায় যাহাকে যে নাম দিয়াছে, তাহার সেই নাম হইয়াছে। মানুষ বুদ্ধিকৌশলে মহাকায় হস্তী অশ্ব প্রভৃতিকে খাটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিবল অপেক্ষা প্রেমের বল অধিক। প্রেমের শক্তি মানুষে অবতীর্ণ হইলে সকল জন্তুর কল্যাণ সাধনে তিনি নিযুক্ত হইবেন এবং সকলেই বশীভূত হইয়া তাঁহার আনুগত্য করিবে। কবে এই নব-যুগ পুনরায় আসিবে সকল জাতীয় মনুষ্য তাহারি প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহারি নাম সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ বা মিলেনিয়ম। প্রেমময় ঈশ্বরের বিধানে মানব জাতির আশা একদিন অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

---

# নূতন সংবাদ।

১। ষ্টেট সেক্রেটারীর অভিপ্রায়মতে পূর্ব্ব বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্টের কঠোর নীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন লোক সভা-সমিতি করিয়া "বন্দে মাতরম্" বলিতে পারিবে। যে সকল ছাত্রকে স্বদেশানু-রাগ অপরাধে স্কুল হইতে তাড়ান হইয়া-ছিল, তাহাদিগকে পুনরায় বিনা ওজরে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে।

২। পুষ্করিণী খনন জন্য দান—বর্দ্ধমানের বাবু বারাণসী চট্টো ১৫৫১, বাবু লালবিহারী হাজরা ও রাধাকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায় ২২৭২, নিজামল হোসেন খাঁ ১৫২৭ টাকা; বীরভূম যাদবলাল বন্দ্যো ২০০০, ভোলানাথ দত্ত ১৪০০; মেদিনীপুর শবঘাট জন্য বাবু রাসবিহারী ঘোষ সি আই ই ৩০০০; তমলুক দাতব্য ঔষধালয় জন্য সারদাময়ী দাসী ১৪৯১; হুগলীর বাবু বিজয়নারায়ণ কুণ্ড ঔষধালয় ও ইংরাজী স্কুল জন্য ২০,০০০, বরদাপ্রসাদ সোম ডিস্পেনসরী জন্য ৫০০০, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ঘাট জন্য ৩০০০ টাকা। গবর্ণমেণ্টগেজেটে এই সকল দানের সাধুবাদ করা হইয়াছে।

৩। অধ্যাপক ম্যাট্যাকসি "Commander of the crown of Italy" উপাধি পাইয়াছেন। ইনি বহু পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন ভিসুভিয়াসের পুনরায় অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামে লোক সকল আসিয়া বাস করিতেছে।

৪। লক্ষপতি কোটিপতি অনেকে হইয়াছে, আমেরিকায় এক ধনাঢ্য অর্ব্বুদ-পতি। জন ডি রক ফলারের বার্ষিক আয় সাড়ে ষোল অর্ব্বুদ টাকা, সাপ্তাহিক আয় ত্রিশলক্ষ টাকা, দৈনিক ৪ লক্ষের অধিক !!

৫। গত ৪ঠা মে শেষরাত্রে দার্জ্জিলিঙে হঠাৎ ভূমিকম্প হওয়াতে সকলে জাগিয়া উঠে। কম্পন ৪ সেকেণ্ড ছিল।

৬। গত ১১ই এপ্রেল জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় পারিতোষিক বিতরণ উৎসব হয়, তাহাতে ১৩৪টী মহিলা উপাধি লাভ করেন।

৭। নেটালে অদ্যাপি অধিবেদন প্রথা প্রচলিত আছে। এক এক পুরুষের ১১। ১২টী পত্নী।

৮। সামোয়ার সাভনদ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া তিনটী গ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে!

৯। শিল্পবিজ্ঞান সভা হইতে আবার কয়েকটি যুবক ইউরোপ ও আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—সি সি সেন, পি সি গাঙ্গুলী, এল এম দাস, আর এন দত্ত, এন এন চক্রবর্ত্তী, এবং এ এম ঘোষ।

১০। গত ২০শে মে বরিশালে হিন্দু মুসলমান ১০,০০০ লোক "বন্দে মাতরম্" গান করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছেন।

১১। ভারতের সুসন্তান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জন্য শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন।

১২। গত ২৯শে এপ্রেল অনারেবল গোপালকৃষ্ণ গোখলে সি আই ই লণ্ডনে পদার্পণ করেন। দাদাজি নৌরজি ৫০ জন ভারতসন্তানসহ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

১৩। বর্দ্ধমানের মহারাজা পোপের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার ছবি ও হস্তাক্ষর উপহার পাইয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম পোপ ভয়ানক বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

১৪। তুরস্কের সুলতান ও পারস্যের সাহ উভয়েই কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত।

১৫। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় অনরারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

১৬। ময়মনসিংহের মহারাজকুমার বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

১৭। পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসাম গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে স্থানীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সকল দেশীয় কালী ও দেশীয় কাগজে ছাপিতে হইবে। ফুলারের দেশহিতৈষিতাকে ধন্যবাদ।

১৮। সার এণ্ড্রু ফ্রেজার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টররূপে আবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ সাংবাৎসরিক উৎসবে সংস্কৃত কবিতায় অভিনন্দন করিয়াছেন।

১৯। পঞ্জাব মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদিগের অত্যাচারে ২৫০ জন ছাত্র একসঙ্গে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২০। শ্যামরাজ শিশোভাত তিনটি রাজকুমার ও পাঁচটি রাজকুমারীর সহিত সিংহলের কাণ্ডিনগরস্থ প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেবের দন্ত পূজা করিয়া ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

# পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। জ্যোতিঃ—সামাজিক উপন্যাস, বাবু শশিভূষণ দাস প্রণীত, মূল্য ১॥ টাকা। ইহা একখানি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক, নিষ্কাম ধর্ম্ম ও পতিভক্তির অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা পড়িতে পড়িতে শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। পাঠিকারা ইহাদ্বারা যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

২। গুলবাহার—গ্রন্থকার শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়, মূল্য ।০ আনা। নবাব মির কাশিমের কন্যা গুল্ব গুল, ও বাহার মুঙ্গেরে তাঁহার শেষ জীবনের সাথী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে করিতে যেরূপে প্রাণ হারায়, তাহা অতীব শোচনীয়। লেখক এই ঘটনা নাটকাকারে চিত্রিত করিয়াছেন। ভাষা সরস ও মধুর, পাঠে তৃপ্তি লাভ হয়।

৩। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীপ্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। বামাবোধিনীতে ইহার অধিকাংশ গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। লেখিকার লিপিচাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য পাঠক পাঠিকাগণ বিশেষরূপে অবগত; সকল গল্পেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র উপন্যাস রচনায় অল্প বঙ্গীয় লেখক ইঁহার ন্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি কালে বৃহৎ উপন্যাস রচনাতেও সিদ্ধহস্ত হইবেন, আশা করা যায়। ইঁহার গল্পগুলি এরূপ চিত্তাকর্ষক যে পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না এবং বার বার পড়িলেও তাহা পুরাতন হয় না। পুস্তকখানি সাধারণের বিশেষতঃ বঙ্গরমণীগণের বিশেষ প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

৫। ছটী কথা (মহাপুরুষ ও অপত্যস্নেহ) শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ॥० আনা। মহাপুরুষ একটী কল্পিত আদর্শ মহচ্চরিত্র। ইহা পাঠ করিয়া যেমন আশ্চর্য্য হইতে হয়, সেইরূপ মানবপ্রকৃতির দেবভাব দর্শনে পুলকিত ও উপকৃত হওয়া যায়। অপত্যস্নেহ—এই স্বর্গীয় ভাবের প্রভাবে পাপে পতিত এক যুবক কেমনে উদ্ধার লাভ করিয়া আপনার পরিত্যক্ত ধর্ম্মপত্নী ও গৃহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল, তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। লেখিকার কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

---

# বামারচনা।

## ধন্য বাঙালী।

(১)

হে বাঙালী! তুমি ধন্য,
নহ অধম অগণ্য,
নহ ভীরু অকর্ম্মণ্য, নহ হীনবল।
বুদ্ধিতে প্রধান তুমি জ্ঞানেতে প্রবল।
ধন্য তুমি হে বাঙালী!
মহা জ্ঞানী বীর্য্যশালী—
মুনি ঋষি বীরদের সদ্বংশ-সম্ভূত।
বহিছে হৃদয়ে তব আর্য্য-রক্ত পূত।
ক্ষণ মোহাচ্ছন্ন রয়ে,
ছিলে জড়পিণ্ড হয়ে,
টুটেছে সে মোহ তব হয়েছে চেতন।
লভিছ পূর্ব্বের শক্তি আবার এখন।
ধন্য গো বাঙালী তুমি ধন্য।
সর্ব্ব গুণে তুমি চির গণ্য।

(২)

বিনা বিন্দু রক্তপাতে,
বিনা কোন অস্ত্রাঘাতে,
ভীষণ মহান্ যুদ্ধ জগতে দেখালে।
অঘটন যাহা কিছু তুমিই ঘটালে।
তোমারি এ মহারণ,
করি এবে বিলোকন,

রুষ-আয়র্ল্যণ্ডবাসী সে পাশ্চাত্যগণ,
করিছে সম্ভ্রমে তব মহিমা কীর্ত্তন।
হেরি যুদ্ধপ্রথা নব,
চেয়ে আছে পানে তব,
বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে আজি সর্ব্বজন—
আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন, জাপান, জর্ম্মণ।
ধন্য গো বাঙ্গালী তুমি ধন্য।
সর্ব্ব গুণে তুমি চিরগণ্য।

(৩)

তুমিই ত প্রাণপণে,
সমগ্র ভারতজনে
মাতৃভক্তি-মাতৃপূজা করিতে শিখালে।
'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে সকলে জাগালে।
তুমি বিদ্যা, ধর্ম্মে, জ্ঞানে,
ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশে, মানে,
জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি অপেক্ষায়
কোন অংশে হীন নহ কারো তুলনায়।
তুমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে,
নিজ গুণ ভুলে রয়ে,
ভেবেছিলে আপনারে আপনি অধম।
নহ গো অধম তুমি—জগতে উত্তম।
কে বলে গো তোমায় নগণ্য।
ধন্য হে বাঙালী তুমি ধন্য!

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।
শোভাবাজার রাজবাটী।

---

## মা—।

দেবি,

তোমার নয়নে মোর প্রথম প্রভাত ফুটে
তোমার হাসিতে মোর সকল সংশয় টুটে।
জীবন আরম্ভ পথে তোমারই ভালবাসা।
মোর প্রাণে দিয়েছিল ভয় হীন জয়-আশা।
আকুল আবেগ-ভরা পুলক চাঞ্চল্য মোর
শান্তি মাগে স্নেহময়ী সুধাস্নিগ্ধ বক্ষে তোর।
ব্যথিত প্রাণের মম বিক্ষুব্ধ বেদনা ভার
ক্রোড়েতে সান্ত্বনা মাগে তোরি, ওগো মা আমার।
স্বর্গের অমিয়-ভরা তোমার স্নেহের বাণী
হৃদয়ে নূতন বল নব আশা দেয় আনি।
জননি! তোমার স্নেহে অক্লান্ত শ্রমেতে তোর
কোথায় লুকায়ে যায় সকল অভাব মোর।
মুখ পানে চাই যবে! মনে হয়, মা আমার,
সংসারে তোমার মত মা পেয়েছে কেহ আর?
তুমি শুধু মাতা নহ পিতা মাতা সখী সাথী,
আমার কল্যাণে মগ্ন থাক তুমি দিবারাতি।
তোমার স্নেহের শেষ খুঁজে আমি নাহি পাই,
ও স্নেহ সমুদ্রে মাগো কোথা আমি ভেসে যাই।
তোমারই হাতে গড়া ক্ষুদ্র এ জীবন আজ
জগতে বাহির হবে সাধিতে আপন কাজ।
তোমার চরণতলে তাই ওগো মা আমার!
দাঁড়ায়েছি চেয়ে নিতে তোমার আশীষ-ধার।
আশীর্ব্বাদ কর দেবি! তোমার সন্তানে আজ
হাসিমুখে করে যাই জীবনের যত কাজ।

আশা আছে জয়ী হব—জয় মাল্য পরি শিরে
তোমার স্নেহের কোলে যখন আসিব ফিরে,
হৃদয়ে টানিয়া নিও রণক্লান্ত সন্তানেরে,
অঙ্গে কর বুলাইও আকুল গরবভরে।
আর যদি এ জীবন জগতে বিফল হয়,
জীবন-সংগ্রামে যদি লভি আমি পরাজয়,
বিফল জীবনখানি স্নেহ অঙ্ক মাগো মোর
টেনে নিও স্নেহভরে শান্তিমাখা ক্রোড়ে
তোর।
মুছে দিও, স্নেহময়ি, যত চিহ্ন রুধিরের,
অশ্রুজল মুছাইও তপ্ত ক্ষত হৃদয়ের।

*　　*　　*

শিরোপরি হাত রাখ—আশীর্ব্বাদ কর অয়ি!
জীবনসংগ্রামে যেন আমি হ'তে পারি জয়ী।
তোমার আশীষ-বাণী অক্ষয়-কবচ সম
আমারে রক্ষিবে সদা—কল্যাণী জননী
মম।

চামেলী।*

---

## তুমি।

তুমি　ধ্রুবতারা হৃদয়-আকাশে
　　স্থির পদ্ম হৃদি-সরোবরে,
মম　সুনিশ্চল নবরবি তুমি
　　প্রেমচন্দ্র হৃদয়-অম্বরে।১।
　　মম হৃদয়-নন্দন-বনে
তুমি　নব সু-চির-বসন্তোদয়,
　　হৃদয়-কাননে ফুল্ল ফুল
তুমি　চির-সুষমা-সুরভিময়।২।
　　চির-স্থির-শুভ শুকতারা
তুমি　হৃদয়ের চির-সু-নিভৃত
মম　হৃদি-সরঃ মকরন্দে তুমি
　　চির-মুখরিত মধুব্রত।৩।
তুমি　হৃদাকাশে স্থির-সৌদামিনী
　　চির-জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী,
　　চির মধুময়ী ঊষা অম্বরে,
মম　চির স্থির-হৃদি-মন্দাকিনী।৪।
ওহে　চির প্রেমময় মধুময়
　　চির মঙ্গলময় তুমি,
　　চির-সুন্দর মনোহর,
তুমি　মম হৃদয়ের স্বামী ৫।

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
মেদিনীপুর।

---

## মরণ।

মরণ! কোথায় তব অজানিত দেশ?
নিয়ে যাবে যথা, ভবলীলা হ'লে শেষ?
সেথা কি বিহগ ঢালে সুধার লহরী,
শীতল মলয় বয় দিবা বিভাবরী?
কুলু কুলু কুলু স্বনে নাচে কল্লোলিনী,
নিশায় কুমুদ ফুটে, দিবসে নলিনী?

* ডাক্তার কাদম্বিনীর কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, ইনি এবার এফ এ পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ।

আপনি প্রকৃতি রাণী প্রিয়-দরশন,
বিমোহিত করে নরে হেথায় যেমন?
অমৃত কি বিষময় তোমার পরশ,
কোন্ মোহময় মন্ত্রে কর নরে বশ?

পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, যত প্রিয়জন,
যত্নলব্ধ ধন রত্ন ধূলির মতন—
সব ফেলে চলে যায় দীন হীন বেশে,
নর-চক্ষু অন্তরালে তোমার উদ্দেশে

শ্রীহেমপ্রভা কর।

---

## পাহাড়ের ফুল।

নির্ঝরিণী নিরন্তর গায় কুল্ কুল্
আকাশের চারিদিকে,
কুয়াসা রয়েছে ঢেকে,
মিঠে হাসে, মিঠে কাঁদে পাহাড়ের ফুল।১

পাহাড়ের ফুল!
ক্বচিৎ অরুণালোক
সে সৌন্দর্য্য করে ভোগ,
সুরভিতে ডুবু ডুবু দিগ্‌বধূকুল।২

পাহাড়ের ফুল!
ক্বচিৎ চন্দ্রমা উঠে,
চুমা খায় চারু ঠোঁটে,
আদর করিয়া পরে রজত মুকুল।৩

পাহাড়ের ফুল!
অধরে মধুর হাসি,
স্তরে স্তরে মধুরাশি,
নীরবতা নিজে যেন এঁকেছে পুতুল।৪

আহা কি সুন্দর ফুল
লাল, নীল, সাদা, কালা,
ঢাকিয়া ফেলেছে শীলা,
উত্তাপে উনায়ে যায় ননীর বুলবুল্ ৫

পাহাড়ের ফুল!
ভাষাশূন্য, শব্দশূন্য,
শুধু স্তূপীকৃত পুণ্য,
প্রীতির ফোয়ারা যেন স্বর্গ সমতুল।৬

পাহাড়ের ফুল!
দেবতার হাতে গড়া,
এ যে স্বর্গ শোভাভরা,
স্তরে স্তরে থরে থরে দেবদেবীকুল।৭

কি সুন্দর ফুল!
পাহাড়ের গায় গায়,
ফুটিয়া দুলিছে বায়,
নিরখিয়া উথলিয়া উঠে হৃদিমূল।
পাহাড়ের ফুল!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

---

## বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—১৯০৬।

বিএ পাস ৪৮৭ ; অনর ইংরাজী ২৪, গণিত ১৩, বিজ্ঞান ১২, মনোবিজ্ঞান ১৭, সংস্কৃত ৯, পারসী ৩, লাটিন ১ এবং ইতিহাস ১১ জন।

এফ এ—১ম বিভাগ ৮২, ২য় ৩০৬, ৩য় ৭০৫, মোট ১০৯৩।

এণ্ট্রান্স—১ম বিভাগ ১৬৪, ২য় ৫৮২, ৩য় ১১৩৭, মোট ১৮৮৩ জন।

বেথুন কলেজ হইতে শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র ও হিরণ্ময়ী সেন বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা।

# Bamabodhini Patrika.

Their Royal Highnesses the Prince and Princess of Wales were warmly welcomed on their return to London on the 8th ultimo.

The Channel Squadron at Spithead was dressed with bunting to welcome them. The Royal children boarded the Renown at nine in the morning and the party shortly after entrained for London where a semi-state reception took place. A brilliant throng was assembled at Victoria Station, including the King, the Duke and Duchess of Fife, the Duke and Duchess of Connaught and other Royalties, Lord Roberts, Mr. Morley, Mr. Gladstone, Lord Curzon, Lord Ampthill, and the representatives of the India Office.

---

Mr. Carnegie has announced that he will shortly give another £1,000,000 to the fund for the relief of teachers and professors in the United States.

---

One of the most remarkable carnivorous vegetables in the world is the pitcher plant of the tropics. It is safe to say that no other plant is more ingenious in catching its prey and in disposing of it afterwards. The plant is shaped very much like a pitcher, with the mouth, of course, at the top. The pitcher is, moreover, perfecly watertight and is usually well filled with rain water. The plant thus equipped lies in wait, if the expression may be used, until some fly or small insect enters or falls into the water compartment. So smooth are the sides that when the prey is once in the water, it has great difficulty in getting out, and, as a rule quickly drowns. The insect is then absorbed by the plant. – A.B.P.

---

A large whale was found lying dead the other day on the shore of Bassein, Thana District, Bombay. The natives of the locality, who had only heard of the whale as a tremendously large fish, went in crowds to see the monster, which was rapidly decomposing. A correspondent writes :—As measured by a tape this monster is 63 feet long from head to tail and 30 feet wide. The lower jaw is 18 feet long, and 10 feet wide, and has a space large enough to accommodate six persons seated as in a bunder boat. Each fin is about 6 feet long and 4 feet wide. This sea-monster is apparently one of the Greenland species as the lower jaw is larger and longer than the upper. The spot where the creature is lying is about 4 miles from the station and a tonga can take one to within 500 yards of the whale. It is one of the largest of the species known to exist and the preservation of the skeleton may be of interest to the Natural History Society or to those concerned in the new Museum.

---

At the celebration of the Anniversary of the Aberdeen University Sir Andrew Frasar represented the Calcutta University and presented it with an address in Sanskrit Verse.

---

In April last the Japan's Women's University held its 3rd ceremony of graduation at which 134 ladies were honored with diplomas. This is the only institute of its kind in Asia.

Many Bengali ladies took part in the "Bande Mataram" or patriotic movement at Barisal which gathered in a procession 10,000 people.

---

The centenary of R. W. Emerson, the American prophet, was celebrated on the 25th May even in Calcutta.

---

Six women who were trained in the Normal School at Lahore have obtained the senior Teachers' certificate and been appointed as teachers in different localities carryinga pay of Rs 25 rising to Rs 30.

---

( *From a Bengali lady.* )

The Dacca Mahila Samiti is a society for the moral and spiritual improvement of ladies of all sections of the Indian community. But up to now its usefulness has been confined to the Brahmos and to those who are in sympathy with the Brahmo movement. The Hindu and Mahomedan ladies have as a rule kept themselves aloof because of their social restrictions. An organisation like this ought to be much more popular. The society meets on the first Sunday of every English month. On the first of April last about twenty ladies gathered together at the Rajchandra Mission House and an interesting conversation took place on the culture of faith. The lady who opened the subject, stated at the outset her difficulty in the way of attaining a higher form of faith and sought help and advice from the most advanced amongst those present. No sooner had she finished than another lady, who after many days' vacilations had been confirmed in faith, came to her rescue. She said that her life at the outset was no better than that of an avowed sceptic, though she gave a formal assent to the conventional faith of her community. That sort of barren religion gave her no consolation at the time of trial. She was on the contrary heavily pressed down by some dire family calamity and her dead religion was of no avail. But she had the good fortune of hearing that there was a living God who might be appealed to with effect at all times. So she put her knowledge to test and was immensely rewarded. Her bleeding heart was healed by the soothing hand of her sympathatic Father in heaven and then for the first time she found herself face to face with her Lord, who until then was a God of mere conjecture. Her scepticism was gone and she got gleams of faith which after repeated experience of divine grace became more and more vivid. The President then dilated somewhat on the point of prayer, which, according to the last speaker, was the Royal road to the attainment of faith. She said that when prayer was heard and answered, whether it was for temporal or spiritual good, the worshipper began to realise God's presence. Unless and until the Lord's dealings with His worshipper be directly experienced, He remains in the minds of the latter as an imaginary being, whom the slightest puff of doubt may overthrow. Before the meeting was brought to a close, the President urged every body present to put the truth of the fact to test by holding prayers as often and as earnestly as possible and to relate her individual experience of the answers received at the next meeting of the Society.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 515. July, 1906.

# BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫১৫ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩১৩। জুলাই, ১৯০৬। | ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্মরণোৎসব—গত ১লা জুন প্রাতে ও অপরাহ্ণে মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের ৬৪ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বহু লোক তাঁহার সমাধিস্থল কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শিবজী উৎসব—গত ৪ঠা হইতে ৭ই জুন পর্য্যন্ত "ফিল্ড ও একাডেমী" নামক ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর "রাজ্যাভিষেক উৎসব" মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পুনা হইতে সুবিখ্যাত মারহাট্টা কুলতিলক বালগঙ্গাধর তিলক আসিয়াছিলেন।

রামমোহন জন্মোৎসব—২২ এ মে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে উপাসনাদি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানেও উৎসব হইয়াছে।

সাম্রাজ্যোৎসব—২৪এ মে দিবসে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনেক স্থানে "সাম্রাজ্যোৎসব" হইয়াছে।

এ দিন মহারাণীর জন্মদিন বলিয়া গণনীয় হইলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভাল হয়।

### বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণ।

বি এ।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র | ... | বেথুন কলেজ |
| " হিরণ্ময়ী সেন | | ঐ |

এফ এ।

| | | |
|---|---|---|
| জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী | ১ম বি | বেথুন কলেজ |
| ভ্যান নগেন্দ্র মেরী | " | প্রাইবেট |
| রমা ভট্টাচার্য্য | ২য় বি | বেথুন কলেজ |
| লীলাময়ী দত্ত | " | " |
| মেরী ইন্দুমতী মজুমদার | ২য় | " |

| | | |
|---|---|---|
| মেরী সরলা বালা | ২য় | প্রাইবেট |
| ইষ্টার জগন্মোহিনী ভট্টাচার্য্য | „ | „ |
| বায়লেট হৃদয়মোহিনী মিত্র | „ | „ |
| আইরিন ঘোষ | „ | „ |
| উয়াল কাথেলিন | „ | „ |
| কমলা সেন ... | ৩য় | বেথুন কলেজ |
| হেমপ্রভা ভূঁইয়া | ৩য় | „ |
| মোহিনী দাস | „ | প্রাইবেট |
| অমরাবতী ঘোষ | „ | „ |
| কাথালিন ঘোষ | „ | „ |

এণ্ট্রান্স।

| | | |
|---|---|---|
| সত্যপ্রিয়া ঘোষ | ১ম | বাঁকীপুর ফিমেল স্কুল |
| বিভা রায় ... | ২য় | বেথুন স্কুল |
| কর জর্জিয়ানা | ২য় | মাণ্ডালে সেণ্ট যোজেফ |
| কাহন কাথালিন | ২য় | মৌলমেন „ „ |
| শিশিরকুমারী গুহ ... | ৩য় | ময়মনসিংহ আলেকজান্দ্রা স্কুল। |
| প্রেমলতিকা হালদার | ৩য় | বেথুন স্কুল |
| আশালতা দে | ৩য় | সি এম এস চার্চ্চ |
| মে দত্ত | „ | মেথডিষ্ট। |
| হান লিলী | ৩য় | ডাওসিয়ান মিসন স্কুল |
| জুলিয়া | „ | মেথডিষ্ট বা, বি। |
| লভডে লাবণ্যলতা | ৩য় | ডাওসিয়ান মিঃ স্কুল |
| বিন্ধ্যবাসিনী | „ | মজঃফরপুর |
| বিরনেজে | „ | রেঙ্গুণ সেণ্ট |

---

ভারতে প্লেগের রাজত্ব— দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, ১৮৯৫ সালে বোম্বাই নগরে এই বৈদেশিক যমদূতের আগমন হয়, ক্রমে ইহার রাজ্যবিস্তার কিরূপ হইয়াছে দেখুন :—

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৯৬ সালে | রোগিসংখ্যা | ১৭০৪ |
| ৯৭ „ | „ | ৫৬,৪৫৫ |
| ৯৮ „ | „ | ১,১৮,০৫০ |
| ৯৯ „ | „ | ১,৩৩,৭৮৯ |
| ১৯০০ „ | „ | ৯১,১৫০ |
| ১৯০১ „ | „ | ২,৭৩,৬৭৯ |
| ১৯০২ „ | „ | ৫,৭৭,৪২৭ |
| ১৯০৩ „ | „ | ৮,৫১,২৮৩ |
| ১৯০৪ „ | „ | ১০,২২,২৯৯ |
| ১৯০৫ „ | „ | ৯,৫১,৮৬৩ |

১৯০৬ সালে ৪ মাসে ১ লক্ষ, ৭০ হাজার হইয়াছে। কয়েক বৎসরে মোট সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার। রুষ-জাপ যুদ্ধের মৃত্যু অপেক্ষা ভারতে প্লেগ-মৃত্যু অনেক অধিক।

---

ভারতপ্রতিনিধি—বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী বলিয়াছেন : ৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিলের উপনিবেশ-সমিতিতে ভারতের প্রদেশ সকল হইতে এক একজন প্রতিনিধি গৃহীত হইবে।

---

জলপ্লাবন—(১) চিনের হিনাম প্রদেশে ভয়ঙ্কর বন্যায় অনেক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। (২) রেঙ্গুণে বজ্রপাতের সহিত বন্যা হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

---

দুর্ভিক্ষ—জাপানের ন্যায় রুসিয়াতেও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে চাঁদা তোলা হইতেছে। ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। মে মাসের শেষে সাহায্য প্রাপ্তদের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।

---

হরিষে বিষাদ—স্পেনরাজ আলফন্সোর সহিত রাজকুমারী এনার

বিবাহের বিপুল আয়োজন গত ৬ মাস ধরিয়া চলিতেছিল, ৩১এ মে এই বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বর কন্যা গির্জা হইতে রাজপথে যাত্রা করিবামাত্র কোথা হইতে ফুলের তোড়ার সহিত এক বোম্ব গোলা আসিয়া পড়িল। তাঁহাদের যান চূর্ণ হইল, তাঁহাদিগকে দুই পৃথক্ যান হইতে টানিয়া বাহির করা হইল; তাঁহাদের নিকটস্থ ৩ জন কর্ম্মচারী, ৭ জন সৈন্য ও ৫ জন দর্শক তৎক্ষণাৎ হত এবং প্রায় ১০০ লোক আহত হইল। বর কন্যার অসম্ভাবিত প্রাণরক্ষায় সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, কিন্তু তাঁহারা অশ্রুপাত করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন।

মানবীয় সকল ঘটনাই অনিশ্চিত এবং সকল সুখই দুঃখমিশ্রিত। রাজা ও রাণী ইহা স্মরণ রাখিয়া এবং বিধাতাকে সহায় করিয়া রাজধর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত হউন।

---

মেহগ্নির মূল্য—হণ্ডুরাসের একটী মেহগ্নি গাছের তক্তা ইউরোপীয় বাজারে ৩০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে!

---

ভারত শ্রমজীবী—ফিজীদ্বীপ হইতে ৩৫০ শ্রমজীবী গত ১লা জুন কলিকাতায় ফিরিয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা শতাধিক। ইহাদের খরচ খরচা বাদে ১লক্ষ, ২৭ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন ১২ হাজারের অধিক টাকা সঞ্চয় করিয়াছে।

---

## নববর্ষ ও নবজীবন। *

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী কম প্রাচীনা নহে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ইহার ৮০০০ মাইল গর্ভদেশ স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে এবং এক এক স্তর রচনায় কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। পুরাণ-বর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় পঞ্চভূতের মহাযুদ্ধে কত ঝঞ্ঝাবাত, কত অগ্ন্যুৎপাত, কত ভূমিকম্প, দাবদাহ ও জলপ্লাবন হইয়াছে, তথাপি সৃষ্টিরাজ্য জীর্ণ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু ইহাহইতে জীবন, শ্রী, সম্পদ, সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি নব নবভাবে বিকশিত হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া যেন আসুরিক শক্তির ক্রমান্বয় পরাজয় ও দেবশক্তিরই জয় ঘোষণা করিতেছে। সৃষ্টির অন্তরালে মৃত-সঞ্জীবন রস লইয়া কে বসিয়া আছেন, তাঁহারই সংস্পর্শে প্রাচীন জরাজীর্ণ মৃত-

* গত ১লা বৈশাখ কোনও উপাসকমণ্ডলীতে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

কল্প মেদিনী পুনর্জ্জীবিত হইয়া নব নব বেশে সুসজ্জিত হইতেছে। আমরা প্রতিবর্ষেই এই অদ্ভুত দেবলীলা দর্শন করিতেছি। বসন্তকালে ভূমণ্ডল নবজীবন ও নব সৌন্দর্য্য লইয়া সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতে যায়; গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা, ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত এবং শীতের হিম ও তুষার মস্তকে বহন করিয়া ইহা কতই জীর্ণ, হতশ্রী ও মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আবার কোথা হইতে নবজীবনের অভ্যুদয় হয়? ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের সঙ্গে এমন এক সমসূত্রযোগে যুক্ত হয় যে অমনি তাহার মধ্যে নিগূঢ় নবরসের সঞ্চার হয়—অমনি মৃত্যুর স্থানে জীবনের সহস্র সহস্র লক্ষণ প্রকাশ পায়—মরা গাছ গজাইয়া উঠে, তরুলতা পুরাতন শুষ্কপত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া নূতন পল্লব-মুকুলে সুশোভিত হয়, সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল বহিতে থাকে, গায়ক বিহঙ্গগণ মধুর স্বর-লহরীতে দিগ্‌দশ পূর্ণ করে, বদ্ধ নদীস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, জল, স্থল ও শূন্যে জীবজন্তুগণ নূতন উদ্যম, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। প্রকৃতি-রাজ্যে কে এই বসন্তোৎসব প্রতিবর্ষে সম্পন্ন করিয়া নববর্ষ আনিয়া দেয়?

জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছা এই যে তাঁহার সৃষ্টি পুরাতন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু বার বার নবীভূত হইয়া তাঁহার মহিমার সাক্ষ্যদান করিবে। মৃতের পুনর্জ্জীবন, পুরাতনের নবীনত্ব, কুৎসিতের নবসৌন্দর্য্যলাভ এবং অবসন্ন জড়ের পুনরায় সবল সতেজ ও সচেতন ভাব—সৃষ্টিরাজ্যে তাঁহার এই আশ্চর্য্য বিধান। যদি লক্ষ লক্ষবার এই ধরাধাম পুরাতন, হতশ্রী ও মুমূর্ষু হইয়া থাকে, ইহা আবার লক্ষ লক্ষ বারই নবীভূত, পুনর্জ্জীবিত ও নবরাগরঞ্জিত হইয়াছে। তাই এই পৃথিবী আজও সুরূপ, সুরস, সুগন্ধ, সুস্বাদ, সুস্পর্শ হইয়া জীবলোকের আরাম ও সুখভোগের স্থান হইয়া রহিয়াছে।

প্রকৃতিরাজ্যে যেমন, মানব-সংসারে তেমনি কি মৃতের পুনর্জীবন দেখা যায় না? কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

কেবল হিন্দুরাজ্য কেন? বাবিলন, পারস্য, রোম, গ্রীশ প্রভৃতি রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে আবার নূতন রাজ্য ও নূতন জাতির অভ্যুদয় কে না দেখিয়াছেন? রোমের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইউরোপীয় সভ্যজাতি সকলের অভ্যুত্থান এবং আমেরিকার অরণ্যভূমি হইতে সমুন্নত মার্কিনজাতির অভ্যুদয় কি মানবসংসারের উন্নতির সাক্ষ্যদান করিতেছে না? ভীমার্জ্জুন, আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ান গত, কিন্তু কত মহাবীর তাঁহাদের পশ্চাতে! বাল্মীকি, ব্যাস, সেক্‌সপিয়ার ও মিল্‌টন অন্তর্হিত, কিন্তু আরও কত দেশে কত মহামহা কবি আবির্ভূত! কপিল ও কাণ্ট এবং আর্য্যভট্ট ও নিউটন মৃত, কিন্তু কত দার্শনিক